ভ্রান্তিবিনোদ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

প্রণীত।

"সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যে কুতো হ্যবচনীয়তা।
যথা স্ত্রীণাং তথাবাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনোজনঃ॥"

ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে
মুন্সি মওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১৮৮১।

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

বান্ধবের যে সকল প্রবন্ধ জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নামযোগে প্রচারিত অথবা তাঁহার উপদেশযোগে লিখিত হইয়াছিল, সেই গুলিই সম্প্রতি স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও বহুলাংশে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ভ্রান্তিবিনোদ নামে প্রচারিত হইল। প্রচলিত রুচি, রীতি ও নীতি-পদ্ধতির ভ্রান্তিবিনোদনই এই প্রবন্ধনিচয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেই উদ্দেশ্যসংসাধনে কিয়ৎপরিমাণেও কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইহাতে সময় ও সংসারের গতি এবং সামাজিকতার নূতনমূর্ত্তির প্রতি অনেক স্থলেই কটুকটাক্ষ দৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রীতি কখনও হিতপথপ্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয় না, এবং যাঁহারা সুশিক্ষিত ও স্বদেশহিতৈষী,—স্বজাতীয়দিগের প্রকৃত উন্নতিই যাঁহাদিগের হৃদয়ের জপমন্ত্র, তাঁহারা কখনও তাদৃশ কথায় ক্লিষ্ট হইতে পারেন না।

ঢাকা, বান্ধব-কার্য্যালয়।
৮ই শ্রাবণ, ১২৮৮।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

উপহার।

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্তবাবু গঙ্গাচরণ সরকার মহোদয়

চিরশ্রদ্ধাস্পদেষু।

মহাশয়,

যাঁহারা এদেশে পদস্থ ও প্রতিষ্ঠিত, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের অধিকাংশই বাঙ্গালা ভাষায় বিরক্ত ও বীতস্পৃহ। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগের গ্রন্থালয়ে বাঙ্গালা একখানি পুঁথি দেখিলে লজ্জায় একবারে ম্রিয়মাণ হন;—এবং বিদেশীয় সাহিত্যের সহিত যাঁহাদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, তাঁহারাও, বাঙ্গালার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারিলেই অন্যান্যভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হইল, এইরূপ মনে করিয়া পুলকে কণ্টকিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আপনি অতি উচ্চপদস্থ এবং বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও বাঙ্গালা ভাষায় কায়মনঃপ্রাণে অনুরক্ত। আপনি নানাবিধ কার্য্যের গুরুভারে নিপীড়িত, এবং বার্দ্ধক্যহেতু অসমর্থ হইয়াও বাঙ্গালাসাহিত্যের উন্নতির জন্য যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করেন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এক দিন আপনি একটি বক্তৃতায় বাঙ্গালাভাষাকে ‘মা আমার’ বলিয়া এমনি কএকটি চিত্তহারিণী কথা বলিয়াছিলেন যে, শুনিয়া সত্য সত্যই অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়াছিলাম।

এই সকল কারণে এবং দয়াদাক্ষিণ্য ও ন্যায়পরতাদি বিবিধ পূজনীয় গুণে আপনি আপনার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তিভাজন। আমিও অকৃত্রিমভক্তি কর্ত্তৃকই প্রণোদিত হইয়া এই সামান্য গ্রন্থখানি আপনাকে উপহার দিলাম। আপনি, আমাকে চিরদিনই স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন; যদি আমার এই সামান্য উপহারও স্নেহার্দ্রচিত্তে গ্রহণ করেন, চরিতার্থ হইব।

স্নেহানুগত

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সূচিপত্র।

ভ্রান্তিবিনোদ।

রসিকতা ও রসের কথা।

এই বঙ্গদেশ রসিকতার সমুদ্রবিশেষ। পৌরাণিকেরা ক্ষীর লবণ প্রভৃতি সপ্তসমুদ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন। যদি তাঁহারা বঙ্গভূমির আধুনিক ইতিহাস দিব্যনেত্রে পাঠ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহাকে রস-সমুদ্র নাম দিয়া, পুরাণপ্রসিদ্ধ ভূগোল-শাস্ত্রে সমুদ্রের সংখ্যা সাত না লিখিয়া আট লিখিতেন। জ্ঞানানন্দের অভিধানে বঙ্গের এক নাম দাস-নিবাস, আর এক নাম রস-বিলাস। কেন না, এ দেশের সকলেরই ললাটপট্টে দাসত্বের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-রেখা এবং অধরে ও নয়নপ্রান্তে রসিকতার মধুরলাঞ্ছন, সকল সময়ে সমানরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পুত্রকন্যা কি ভ্রাতা ভগিনীর নাম রাখিতে হইবে,—বাঙ্গালি তখনও রসিক। কারণ, পুত্রের নাম রসরাজ কি রসিকচন্দ্র, কন্যার নাম রসময়ী চৌধুরাণী। ভ্রাতার নাম প্রাণনাথ, দত্ত, কি রতিকান্ত রায়; ভগিনীর নাম অনঙ্গমঞ্জরী। নামে এইরূপ অসাধারণ রসিকতা পৃথিবীর আর কোন্ দেশে দৃষ্ট হইয়াছে?

দেশবিশেষের নামাবলী পাঠ এক হিসাবে সেই দেশের প্রকৃতি-পাঠ। বৃটনেরা জ্ঞানে গুণে, বৈজ্ঞানিকবলে এবং

রাজনীতির কৌশলে আজি কালি সমস্ত সভ্যজগতের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়া থাকিলেও তাঁহারা কোন এক দিন যে গর্ত্তে বাস করিতেন ও আম-মাংস ভাল বাসিতেন, এবং এইক্ষণও তাঁহাদিগের বাস্তরাজ্যে ডারউইনের বিজ্ঞান-বিনোদিনী কল্পনা যে বিরাজ করিতে পারিতেছে, তাঁহাদিগের নামেই তাহার নিদর্শন। কারণ, যদিও তাঁহাদিগের মিল*, মেকলে প্রভৃতি ঐতিহাসিক-বর্গ, পরকীয় জাতিচরিত ও সাহিত্যাদির সমালোচনায় ক্ষুরধারতীক্ষ্ণতা অবলম্বন করিয়া, পৃথিবীর পুরাণতম জাতিকেও অকুণ্ঠিতকণ্ঠে অসভ্য বলিয়া গালি দিতেছেন, এবং ভাষাতত্ত্বের ভাষ্যস্বরূপ দেবজনস্পৃহণীয় সংস্কৃত ভাষাকেও বিকট-বুলি জ্ঞান করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে Fox (শৃগাল), Wolf (বৃক), Savage (বন্যবর্ব্বর), Hogg (শূকর) ও Badcock (মন্দকুক্কুট) † প্রভৃতি শ্রুতিমধুর ও মধুরার্থক নামসমূহ সাহিত্যে গ্রথিত ও সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, এবং লোকে অদ্যাপি এই সকল নাম সাদরে গ্রহণ ও সসম্মানে ব্যবহার করিতেছে। স্বামী, দিবসের পরিশ্রমের পর ক্লান্তকলেবরে গৃহে আসিতেছেন, গৃহলক্ষ্মী প্রেমভরে পুল-

* প্রসিদ্ধনামা জনষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেম্‌স্ মিল স্বপ্রণীত ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য, এবং ভারতবাসী আর্য্যদিগের শিল্প, সংগীত ও সভ্যতাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত-বাগীশ সর্ব্বজ্ঞের মত যে সকল মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় এদেশের সকলেই তাহা পড়িয়া দেখিয়াছেন।

† সুসভ্য বৃটনদিগের মধ্যে ইদানীং (Younghusband) যুবা স্বামী, (Fouracres) অর্থাৎ বার বিঘা জমী ইত্যাদি রসগর্ভ কিংবা জ্ঞানগর্ভ নামও প্রচলিত হইতেছে বটে, কিন্তু এস্থলে অনাবশ্যক বলিয়া তাহার তালিকা দিলাম না।

কিত হইয়া তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছেন,—'হে শৃ-গাল, হে শৃগাল!' অথবা—'হে বৃক হে বৃক'। পুনরপি বলিতেছি, কি মোহনধ্বনি, কি মধুর! বঙ্গীয় কুলকামিনীরা ক্লান্তকলেবর কান্তকে 'হে শৃগাল,' অথবা 'হে বৃক' বলিয়া সম্ভাষণ করেন না বটে, কেন না বাঙ্গালি রসিক। কিন্তু রসিকতার অনুরোধে বাঙ্গালির নামাবলী যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা পুরুষের শোভা পায় কি না এবং পুরুষের তাহাতে তৃপ্তিলাভ সম্ভব কি না, ইহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অথবা ইহাতে সংশয় ও বিস্ময়ের কথা কি? যাঁহারা ভারত-উদ্ধারের জন্য আদ্ধার তালে গীত গাইতে পারেন, এবং তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া নাচনিচ্ছন্দের অশ্রাব্যকবিতায় জাতীয় হৃদয়ের মর্ম্মনিহিত শোকবহ্নি উদ্গীরণ করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বীরেন্দ্র-কেশরী, সুরসিক ধুরন্ধর পুরুষদিগের নাম কামিনীকান্ত, যামিনীকান্ত, কুমুদিনীকান্ত ও বিনোদিনীকান্ত এবং রমণীমোহন ও সুন্দরীমোহন অথবা 'দলিতাঞ্জন পুঞ্জগঞ্জন' ও ভামিনীরঞ্জন ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

কবিসমাজের কীর্ত্তিস্তম্ভ শেক্ষপীর কহিয়াছেন— *

"নামে কি করে;
গোলাপ, যে নামে ডাক, সৌরভ বিতরে।"

আমরা অকবি, সুতরাং একথা আমরা মানিতে পারি না। আমাদিগের এই বিশ্বাস যে, নামে আর কিছু না করুক, উহা দেশীয় রুচি এবং সাময়িক প্রকৃতির অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রদর্শন করে। প্রাচীন আর্য্যবীরদিগের নাম, ভরত, শত্রুঘ্ন, ভীষ্মার্জ্জুন, বলদেব, বাসুদেব, দুর্য্যোধন, ভীম;—ঋষি-

* "What's in a name? that which we call a rose,
By any other name would smell as sweet;"

দিগের নাম ব্যাস, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ;—শাস্ত্রকারদিগের নাম, পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, কণাদ ;—এবং দেশস্থ সাধারণ ভদ্রলোকদিগের নাম শতানন্দ, শাকটায়ন। যখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি মাননীয় আর্য্যগণ বঙ্গে প্রথম সমাগত ও উপনিবিষ্ট হইলেন, তখন এই বঙ্গেরই বাঙ্গালিদিগের নাম শূরসেন ও বীরসেন, বিজয় ও বল্লাল, এবং সেই সমাগত মহানুভাবদিগের নাম দক্ষ, বেদগর্ভ, মকরন্দ ও বিরাট। তাহার পর, যবন অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব সময়ে বঙ্গভূমি যখন অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন এবং সর্ব্বথা অধোগতি প্রাপ্ত হইল, শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে ভাটা লাগিল, বিদ্যা বুদ্ধি ও মহত্বের গৌরব পর-পাদুকা-লেহন-জন্য নূতন গৌরবের নিকট হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, তখন তাঁহাদিগের নাম হইল, আই, চাই, কচু, ঘেচু, বিক, কোক ইত্যাদি।* এইক্ষণ বহুদিনের পর, বহুযুগের তপস্যার পর, বিলাসসমুদ্রে ভাসমান, সুশিক্ষিত, সুসভ্য, সুরুচিসম্পন্ন বাঙ্গালিবীরদিগের নাম হইয়াছে,—রমণী, কামিনী, যামিনী, ভামিনী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, রাই, কিশোরী। † ইহার পর কোন দিন হয় ত, কোন এক সুরসিক বাঙ্গালি, ব্রজবিলাস যা-

---

* কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ নামের অভাব নাই।

† এ দেশের পুরুষদিগকে নামের সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে পুরুষেরা ইদানীং অনেক স্থলে এইরূপ সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হন ;—"অ সুন্দরী! অ বিনোদিনী!" আবার মেয়েরা মেয়েদিগকে ব্রজেন্দ্র ও সুরেন্দ্র বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কারণ, পুরুষের নাম সুন্দরীমোহন ও অবলার যমন ব্রজেন্দ্রকিশোরী কি সুরেন্দ্রবালা হইলে ইহা বই আর কিরূপে সম্বোধন হইতে পারে?

ত্রায় জয়দেবের গীত শুনিয়া, আত্মজের নাম রাখিবেন,—“ললিতলবঙ্গলতাবল্লভ”—এবং অনুজের নাম রাখিবেন, “প্রেমময়ী পদ-পঙ্কজ”। তিন কালের ত্রিবিধ রুচি, সুতরাং ত্রিবিধ নাম।

নামে যেমন বাঙ্গালির রসিকতা, সাহিত্য এবং সামাজিকতাতেও বাঙ্গালির সেইরূপ কি ততোধিক রসিকতা চলচলায়মান রহিয়াছে। আদৌ গ্রাম্য রসিক। গ্রাম্য রসিকদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন, তাঁহাদিগের বেদ দাশরথির পাঁচালী, ভাষ্য আধুনিক কবিওয়ালাদিগের টপ্পা এবং টীকা গোবিন্দের দুই একটি গীত। তাঁহারা সভাস্থলে ইহার কোন না কোন ব্যক্তির অথবা ভারতচন্দ্রের দুই একটি ‘মুন্সিয়ানা’ কবিতা আওড়াইতে পারিলেই, আপনাদিগকে সায়নাচার্য্য কি কল্লূকভট্টের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র জ্ঞান করিয়া অভিমানে ফুলিয়া উঠেন; এবং আলাপে কাহারও মাতা, শ্বশ্রূমাতা, দুহিতা কি ভগিনীকে যদি ভঙ্গিক্রমে কুলকলঙ্কিনী, অথবা সন্তানতুল্য ঘনিষ্ঠজন-সম্পর্কে কলুষচারিণী বলিতে পারেন, তাহা হইলে, কি রসিকতা প্রদর্শন করিলেন, আর কি রসের কথাই বা বলিলেন, ইহা ভাবিয়া আহ্লাদে অবশ হন।

গ্রাম্যদিগের মধ্যে যাঁহারা নব্য রসিক,—হয় ত কোন দিন কোন এক গ্রাম্য পাঠশালায়, বাঙ্গালার দুচারি পংক্তি পড়িয়াছেন,—হয় ত কোন দিন কোন এক ভদ্র লোকের মুখে বায়রণের নাম শুনিয়াছেন,—অথবা হয় ত কোন এক গবচন্দ্র ধনিসন্তানের চিত্তবিনোদনের জন্য কোন দিন রঙ্গভূমির পুতুল সাজিয়াছেন,—যাঁহারা এইরূপ রসিক, তাঁহারা সাধারণতঃ বাসর ঘরের বিনোদচন্দ্র,—নাটক নবেল রূপ কমলবনের নবীন ভ্রমর, এবং প্রেমসরোবরের ভেক।

দুই একটি কদর্থ কবিতা কণ্ঠস্থ আছে,—বিদ্যার এই পর্য্যন্তই দৌড়। অবসর পাইলেই সেই কবিতা পড়িতে হইবে। নিধুর একটি গীত কোন কালে শিখিয়াছিলেন, তাহাও সুযোগ মতে গাইতে হইবে। আর, মধ্যে মধ্যে মাইকেল নামক কাব্যরচয়িতা দীনবন্ধু মিত্রের কথা, এবং বিষবৃক্ষ নামক উদ্ভিদ-তত্ত্ব রচয়িতা বিদ্যাপতির কথা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকারের নিন্দা কি প্রশংসা করিতে হইবে। নহিলে, লোকে তাঁহাদিগকে রসিক বলিবে কেন? যদি দেশে এইরূপ রসিকতারই আদর না থাকিত, তাহা হইলে কবির আসরের এক পার্শ্বে পিতা আর এক পার্শ্বে দুহিতা যুগপৎ উপবিষ্ট থাকিয়া কাব্য-রস-পিপাসার চরিতার্থতা সাধনে সমর্থ হইতেন না,—যাত্রার আসরে কৌশল্যা রামশোকে খেমটা নাচিতেন না, এবং অর্দ্ধশিক্ষিত কুলকামিনীরা, অর্দ্ধশিক্ষিত নব্য রসিকদিগের ন্যায়, শিক্ষা ও সভ্যতার নামে অবলার স্বভাব-সুন্দর শালীনতায় জলাঞ্জলি দিতে উৎসাহ পাইতেন না।

নগরবাসী রসিকদিগকে পুরাকালে নাগর কহিত;—এখনও তাঁহারা সেই নাগরই রহিয়াছেন;—বেশে নাগর, বিভূষণে নাগর, এবং রসিকতা ও রসের কথাতেও ষোড়শ কলায় সুশোভিত দুর্নিবার নাগর। মুখে সতত অর্থশূন্য অট্টহাস্য, মনুষ্যের মর্ম্মান্তিক দুঃখ এবং শোকের অন্তর্ভেদি আর্ত্তনাদ লইয়াও হাস্য পরিহাস, সকল কথায়ই মুখভঙ্গি এবং মুখভঙ্গিতেই বিশ্ববিজয়;—ভগবানের চিরিয়া খানায় এই এক শ্রেণীর জীব। যেমন আগমবাদী তান্ত্রিকের নিকট মদিরাগন্ধশূন্য মনুষ্য মাত্রই পশু, ইহাঁদিগের নিকটও ধীর, গভীর, চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই ভণ্ডতাপস ও অকর্ম্মণ্য

লোক। ইঁহাদিগের রসিকতার প্রথম লক্ষণ পরনিন্দা। যিনি মুক্তকণ্ঠে ও মুক্তহৃদয়ে, প্রাণের সহিত পরনিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন,—সদুৎসাহশীল কৃতী পুরুষকে পাগল কি পাষণ্ড বলিয়া করতালি দিতে এবং কি দেশের হিতকর, কি সমাজের মঙ্গলকর সমস্ত প্রকারের সৎকর্ম্মকেই সময়ের অপব্যয় অথবা বাল-চাপল্য বলিয়া ভ্রূক্ষেপে উড়াইয়া দিতে লজ্জা অনুভব করিবেন, ইহাঁদিগের নিকট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইহাঁদিগের রসিকতার দ্বিতীয় লক্ষণ স্বজাতিবিদ্বেষ। স্বজাতীয় ভাষা, স্বজাতীয় সাহিত্য, স্বদেশীয় আচার ব্যবহার ও রীতি পরিচ্ছদাদি সমস্তই ইহাঁদিগের চক্ষে বিষ। এই নিমিত্ত, যিনি মাতৃভাষায় তিন আখর লিখিতে চারিটি ভুল না করেন, তিনটি কথা কহিতে চারিটি ইংরেজী শব্দ পূরিয়া না দেন, আপনার মূর্খতা লইয়া আমোদ ও অভিমান করিতে লজ্জিত হন, এবং স্বদেশে যাহা কিছু ছিল কি আছে, তত্তাবতের উপর অজস্র গালি বর্ষণে সঙ্কুচিত রহেন, ইহাঁদিগের নিকট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইহাঁদিগের রসিকতার তৃতীয় লক্ষণ ইতরজনসেব্য অশ্লীল ভাষা। যে সকল শব্দ অভিধান কর্ত্তৃক ঘৃণায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং সমাজের ভদ্র বিভাগ হইতে দূরীকৃত হইয়া পাপনিবাসের পঙ্কিল হ্রদে লুকাইয়া রহিয়াছে, সেই সকল অকথ্য শব্দই ইহাঁদিগের কথ্য ভাষা এবং আদরের ধন। যিনি জিহ্বাকে তাদৃশ শব্দের দ্বারা কলুষিত করিতে ক্লিষ্ট হন, ইহাঁদিগের নিকট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইহাঁদিগের রসিকতার চতুর্থ লক্ষণ নিজ নিজ ভার্য্যা প্রসঙ্গে প্রেমালাপ। যিনি সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী, জীবনের সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মপরিগৃহীতা ভার্য্যাকে গণিকা হইতেও ঘৃণিত রূপে বর্ণনা করিতে ম্লান ও

পরিম্লান রহেন, ইহাঁদিগের নিকট তাঁহারও আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। হায়! এইরূপ রসিকদিগের হস্তেই বঙ্গ-ভূমির ভবিষ্যৎ ন্যস্ত রহিয়াছে।

যখন ক্ষণ-জন্মা মধুসূদন মনোমদ মধুর-নিঃস্বনে কবিতায় বঙ্গ-ভারতীর স্তুতি-গীত গাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বঙ্গের কতিপয় উচ্চশিক্ষান্বিত ও প্রতিভাসমন্বিত ক্ষমতাশালী পুরুষ বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিশোধন ও পরিবর্দ্ধন এবং উন্নতি ও বিকাশের জন্য প্রথম লেখনী ধারণ করিলেন, তখন লোকের এইরূপ আশা হইয়াছিল যে, এতদিনে বাঙ্গালি, পঙ্ক পরি-ত্যাগ করিয়া, পদ্মমধুর জন্য মানস সরোবরে সন্তরণ করিতে শিক্ষা করিবে। কিন্তু এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, লোকের সে আশাও মৃগতৃষ্ণিকায় পরিণতি পাইতেছে। কারণ, অনু-করণের পর অনুকরণে, তার আবার অনুকরণে, বাঙ্গালায় ইদানীং যাহা কিছু লিখিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই—রসের কথা; এবং যাঁহারা ঐ শ্রেণির বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের সাধারণ নাম,—রসিক।

পূর্ব্বে যেমন আমরা বাঙ্গালার ভারত-উদ্ধার-রত বী-রভদ্রদিগের নামাবলী পাঠ করিয়াছি, যে সকল অমূল্য গ্র-ন্থের দ্বারা সেই ভারত উদ্ধার লাভ করিবে, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা এস্থলে তাহারও দুইএকটি নাম উল্লেখ করিতে পারি। বাঙ্গালির মস্তিষ্কসম্ভূত বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থমালার নাম চিন্তামণি-দীধিতি, শব্দশক্তিপ্র-কাশিকা, শব্দতত্ত্বকৌমুদী। এইক্ষণকার গ্রন্থ সমূহের নাম,—'হায় কি মজার শনিবার,' 'হায় কি রসের নূতন বাহার' ই-ত্যাদি। বঙ্গদেশ কাব্যের প্রিয়নিবাস, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রস-সমুদ্রের আকালিক উচ্ছ্বাসে এদেশের

আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একবারে এক সঙ্গে কবি হইয়া বসিয়াছে, এবং দুর্ভিক্ষ-দুঃখকাতরা ক্ষীণকলেবরা বঙ্গভূমি কাব্যের তটাভিঘাতি তরঙ্গতাড়নে এবং রসের কথার উৎপীড়নে অহোরাত্র থর থর কাঁপিতেছে। গ্রন্থকার চতুর্দ্দশ বৎসরের বালক, শিক্ষকের গলগর্জ্জনে বিদ্যালয়ে তাঁহার স্থান হইল না,—গৃহিণী একাদশবর্ষীয়া বালিকা, শ্বশ্রূজনের নিষ্ঠুর গঞ্জনায় গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহার চিত্ত রহিল না। অতএব উভয়ে মিলিয়া কবিতা লিখিলেন, 'হায় বৃথা আছি'—অথবা 'হায় বৃথা কাঁদি'। অনুসন্ধান করিলে সপ্রমাণ হইবে যে, আধুনিক কবিতাপুঞ্জের অনেক কবিতাই এইরূপ রসলিপ্সু বালক বালিকার রসিকতার বিজৃম্ভণ।

কেবল বালক বালিকারাই যে এই দোষে দোষী, এমন নহে। বৃদ্ধ এবং বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণদিগের মধ্যেও অনেকে এই রসবিকারের প্রবলস্রোতে পড়িয়া ইদানীং হাবুডুবু খাইতেছেন। এদেশের একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অভিনব কবি আদিরসের কবিতা লিখিতে বড় ভাল বাসেন। আদিরসের কবিতা লিখিতে তাঁহার ক্ষমতাও আছে। ঐ প্রকার আদিরসের কবিতা নীতিবিগর্হিত বলিয়া অনেক সময়ে যার পর নাই অনিষ্টকর হইলেও, ভাবের আবেগে এবং ভাষার পারিপাট্যে প্রায়শই পাঠকসমাজের একান্ত প্রীতিকর হইয়া থাকে। তিনি কবিতা লিখিয়াছেন,—'কেন দেখিলাম'। কবিতাটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য এবং ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির লেখনীযোগ্য। অমন কবিতা ঠিক ঐরূপ উদ্দীপনী ভাষায় বাঙ্গালায় আর কেহ লিখিতে পারে কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তনে ন্যূনতঃ একশত মস্তিষ্কশূন্য এবং শতাধিক রস-পরিচয়-শূন্য অকর্ম্মণ্য যুবা কবিতা লিখিয়াছেন,—'কেন চাহিলাম,' 'কেন চাহিলে,' 'কেন নাচিল

নয়ন,’ ‘কেন ঝাঁপিলে বদন’। এইভাবে, যেন তেন প্রকারে অদ্যাপি অনন্তকোটি ‘কেন’ বাঙ্গালায় লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচলিত হইতেছে। এই ‘কেন’ এইরূপ রসিকতার রাজ্য ছাড়িয়া আর যে যায়, এমন ভরসা কি?

যে সময়ে যুবরাজ এদেশে পদার্পণ করিলেন,—প্রফুল্ল শরচ্চন্দ্রের ন্যায়, আনন্দলহরী বিকীরণ করিয়া ভারতে ভারতসাম্রাজ্য সংস্থাপনের জন্য উপনীত হইলেন, তখন এদেশের কাব্যকণ্ঠে ভয়ানক এক কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। যেই দুই তিনটি প্রকৃত কবি জাতীয়-সম্মান রক্ষার অভিলাষে কবিতায় যুবরাজকে সম্ভাষণ করিলেন, অমনি কবিতার ককার-বোধ-বিরহিত সহস্র যুবা, যেন কি এক রসাবেশে আবিষ্ট হইয়া যুবরাজকে কবিতায় অঞ্চলের ধন, শ্বেতরতন বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। লোকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিল,—ইহা কি? বঙ্গভূমির বাৎসল্যরস সহসা এইরূপ উছলিয়া উঠিল কেন? কিন্তু যেহেতু শুধু এক বাৎসল্যরসেই কবিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন হয় না, এই নিমিত্ত বঙ্গের এক বয়োবৃদ্ধ পুরাতন কবি রঙ্গভূমিতে দর্পসহকারে প্রবেশ করিয়া কবিতায় বর্ণনা করিলেন যে, ভারতমাতা জরতী হইলেও আজি রস-ভাবের উচ্ছলিত প্রবাহে পুনরায় যুবতী হইয়াছেন, এবং যৌবনের শোভা দেখাইয়া,—কেশে ফুল, কর্ণে দুল এবং কপোলে চূর্ণকুন্তল দুলাইয়া, মদনমোহন নৃপনন্দনকে প্রেমভরে আহ্বান করিতেছেন,—অতএব যুবরাজ সানন্দে আসিয়া সমাগত হউন। এই কবিতা আমাদিগের কল্পিত প্রলাপ নহে। ইহা লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং সহৃদয় পাঠকবর্গ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—ইহা রসের কথা। পঞ্চবিংশতি কোটি মনুষ্যের

দগ্ধপ্রাণ ভারত-মাতা বলিয়া যাঁহার নাম করিতেছে,—দেশে বিদেশে শাস্ত্রার্থদর্শী সুধীপুরুষেরা যাঁহাকে সভ্যতা ও সামাজিক নীতির আদিজননী, পরমার্থতত্ত্বের রত্নখনি এবং সকল ভাষার ভাষা-প্রসবিনী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই আর্য্যাশ্রুপ্রবাহরূপা নর্ম্মদা ও ভাগীরথীর পবিত্রবারিধৌতা ভারতভূমিকে চটুলনয়না নবীননায়িকা সাজাইয়া, তাঁহাকে রাজবেশে বিভূষিত নবীননায়কের সঙ্গে সম্মিলিত করা সামান্য কবিত্ব-শক্তি এবং সামান্য রসিকতার পরিচায়ক নহে!

আর একজন রসের কবি রূপজীবিনী পণ্যবিলাসিনীদিগের রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি ষড়্‌গুণাত্মক নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া কবিতা লিখিতেই বড় সুখী হইয়া থাকেন। মনুষ্য মনুষ্যের নিকট যাহা বলিতে পারে না, মনুষ্য মনুষ্যের নিকট যাহা শুনিতে চাহে না,—শুনিতে পারে না, তিনি কবিতায় সেই সকল অশ্রাব্য কথা অতি মনোহর ভাষায় প্রকটন করিতেছেন এবং সংপ্রতি ঐরূপ একখানি কাব্য লিখিয়া তাঁহার ভার্য্যার নামে তাহা উৎসর্গ করিয়াছেন। এই কাব্য তাঁহার ইতিহাস, এই কাব্য তাঁহার উপন্যাস। ইহার অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার আত্মকথা। তিনি কোন একটি সরল হৃদয়া কুলবালাকে কিরূপ কৌশলে ও কুহকে বশ করিয়া কুলপিঞ্জরের বাহিরে আনিয়াছেন, আর একটিকে বাহিরে আনিয়া পরিশেষে কেন ত্যাগ করিয়াছেন, তৃতীয় একটিকে প্রণয়কলহে একবার পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কি উপায়ে নগরের উপকণ্ঠে স্বকীয় উদ্যানে লইয়া গিয়াছেন, চতুর্থ একটিকে নর্ত্তকী বানাইয়া সেরী সাম্পেন প্রভৃতি সামগ্রী সহকারে পাঁচ ইয়ারের মজলিসে কিরূপে সভায় আনিয়া দেখিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ও উল্লিখিত কাব্যখানিতে বিবিধ মধুরচ্ছন্দে বিন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং

তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে ইহা বলিয়া অবশ্যই এইক্ষণ আশ্বাস দিতেছে যে,—'হে কবিবর! হে বঙ্গীয় বীণাপাণির কাব্যবনের নূতন ভ্রমর! তুমি আর অকারণ করুণস্বরে রোদন করিও না। তুমি যাঁহার জন্য এই কাব্য রচনা করিয়াছ, রচনা করিয়া যাঁহাকে ইহা উপহার দিয়াছ, তিনি অতঃপর নিঃসংশয় তোমাকে রসিক বলিয়া সাদরে সম্ভাষণ করিবেন, এবং বঙ্গদেশের গ্রামস্থ ও নগরস্থ উভয় শ্রেণীস্থ রসিক পাঠকই ইহার অভ্যন্তরীণ রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়া তোমার ক্ষমতা ও গুণবত্তা, তোমার ভাবুকতা ও রসশাস্ত্রে প্রবীণতার কথা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।'

যদি উদাহরণের বাহুল্য প্রদর্শন আবশ্যক হইত, তাহা হইলে আমরা এইরূপ কাব্যগত রসিকতার বহু সংখ্যক উদাহরণ পাঠকবর্গের নিকটে অনায়াসে উপস্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু বোধ হয়, আমাদিগকে সে আয়াস পাইতে হইবে না। যাঁহারা বাঙ্গালা কাব্যের অনুশীলন কি সমালোচন করেন, আমাদিগের ভরসা আছে যে, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে আমাদিগের কথায় সায় দিবেন এবং উল্লিখিতরূপ রসের লহরীতে ভাসিয়া ভাসিয়াই যে, বাঙ্গালি ও বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাণে মরিতেছে, ইহা হৃদয়ের সহিত স্বীকার করিবেন।

তবে কি রসিকতা ও রসের কথা পাপ? মনুষ্যের হৃদয়নিহিত রস-পিপাসা এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক রসোচ্ছ্বাস পরিত্যজ্য বস্তু? প্রকৃতির এই রসপূর্ণ অমৃত-নিকেতনে উপবেশন করিয়া, এমন কথা মুখে আনিতেও আমাদিগের সাহস হয় না। আমরা যখন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর সেই অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়, ঔদাস্যব্যঞ্জক শোভাদর্শনে বিমোহিত হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাই, তখন আত্মস্মৃতির প্রথম স্ফুরণেই অন্তরের অন্তরতম

প্রদেশ হইতে এইরূপ বলিতে থাকি যে, ইহা দেখিলেও যাঁহার হৃদয়ে রস-সঞ্চার হয় না, তিনি চক্ষুঃস্বত্বে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়। আমরা যখন সহসা কোন অটবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অটবীর শ্যামকান্তিতে প্রতিবিম্বিত সায়ন্তন সূর্য্যের অপরূপ কান্তি অবলোকন করি—সূর্য্যের আলোক বৃক্ষের পত্রে পত্রে ও পত্রান্তরালে এলায়িতভাবে জড়িত হইয়া কিরূপ হাসিতে থাকে ও খেলিতে থাকে, যখন আমরা স্তিমিতনেত্রে তাহা দর্শন করি, তখন ইহাই প্রথম মনে হয় যে এই মাধুরী, এই তরুরাজি, এই লতাবিতান, এই নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শনেও যাঁহার হৃদয়ে রস-সঞ্চার হয় না, তিনি চক্ষুঃস্বত্বে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়। আমরা যখন কোন প্রশস্তহৃদয়া ও প্রসন্ন-সলিলা স্রোতস্বিনীর পুলিনপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া উহার তরঙ্গরাজির সহিত পূর্ণচন্দ্রের প্রভা-তরঙ্গের লীলানৃত্য নিরীক্ষণ করি, স্রোতস্বিনী চন্দ্র-কিরণ-স্পর্শে প্রমত্ত হইয়া, বক্ষে চন্দ্রহার পরিয়া, চন্দ্রমালা পুষিয়া, কুলু কুলু ধ্বনিতে কতই কি কহিতে থাকে, আমরা যখন কর্ণ ভরিয়া তাহা শ্রবণ করি, তখন মুখে কথা না ফুটিলেও মনে ইহা বলি যে, প্রকৃতির এই চারু দৃশ্য দর্শনে, এই অপরিস্ফুট রসলাপ শ্রবণেও যাঁহার হৃদয় রসসঞ্চারে আর্দ্র হয় না, তিনি চক্ষুঃস্বত্বে অন্ধ, তিনি শ্রুতি-স্বত্বে বধির, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়।

কাব্যে নবরস, প্রকৃতির এই অনন্ত বিস্তারিত মায়াকাননে,—অনন্ত রস। তুষার-সমাবৃত দুর্নিরীক্ষ্য পর্ব্বতের কাছে রসের এক কাহিনী, তরুশাখাবিলম্বিত পুষ্পস্তবকের কাছে রসের আর এক কাহিনী। সমুদ্রের ফেণায়মান ধূ ধূ বিস্তারে রসের এক কথা, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে রসের আর এক কথা। যাঁহারা যথার্থ রসলিপ্সু, যথার্থ রসিক, তাঁহারা এই

রসই পান করিতেছেন এবং চিরকাল এই রসই পান করিয়া কৃতার্থ হইবেন। বিজ্ঞানের গম্ভীরা মূর্ত্তি এই রসের সংস্পর্শ পাইয়াই সাধকের নিকট সুধাময়ী বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং প্রকৃত কবিতাও এই রসের কণিকা লইয়াই, কোকিলার ন্যায় কলকণ্ঠে গাইয়া গাইয়া সর্ব্বত্র সুধা বিতরণ করে।

পাঠক, তুমি কি প্রকৃতির এই রসোপহারে উপেক্ষা ক-রিয়া,—বিজ্ঞান ও কবিতা চিরপ্রীতিবদ্ধ দম্পতীর মত সম্মি-লিতস্বরে যে গভীর গীত গাইতেছে তাহাতে কর্ণ পাত না করিয়া, শুধু তরল রসের তরল কথা শুনিতেই ভালবাস? যদি তাহাতেই তোমার হৃদয়ের তৃষ্ণা ও লালসা থাকে, তবে এস, —যেখানে কল্পনার কুঞ্জবনে শকুন্তলা মাধবী ও সহকারের সহিত স্নেহরুদ্ধকণ্ঠে কথোপকথন করিতেছেন, রামচন্দ্র রমণী কুলের মুকুটমণি জনকনন্দিনীকে বাহুলতার উপরে রাখিয়া, চারি চক্ষে চিত্রপট দেখিতেছেন, অথবা রোমিও জুলিয়টের গবাক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রবাহ অপূর্ণ মানুষীভাষায় ঢালিয়া দিতেছেন, সেই স্থলে গমন করি। কি গভীর, কি তরল, রসের কথা শুনিতে চাও ত কোকিল ও ভ্রমরের নিকট যাও। কাক ও ভেকের নিকট কে কবে রসের কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছে?

স্বার্থপরতার সূক্ষ্মভেদ।

স্বার্থপরতা মানব-প্রকৃতির কলঙ্ক কি স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম, সে বিষয়ে বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অনেকে স্বার্থপরতাকে সংসারের একমাত্র কণ্টক, উন্নতির একমাত্র অন্তরায় এবং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের অসৌহার্দ্দের একমাত্র হেতু বলিয়া ইহার প্রতিকূলে চীৎকার করেন। অনেকে আবার, ইহা হইতেই গ্রাম, নগর, জনপদ, রাজ্য, সাম্রাজ্য,—ইহা হইতেই মনুষ্যের মহত্ব এবং পৃথিবীর সমস্ত উচ্চানুষ্ঠান, এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া স্বমতবিরোধীদিগকে উপহাসে উড়াইয়া দেন। এই দুইয়ের কোন্ পক্ষ সত্যের অধিকতর সন্নিহিত, তাহা আমরা এইক্ষণ মীমাংসা করিতে বসিব না। আমরা সম্প্রতি স্বার্থপরতার কতক গুলি মার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত সূক্ষ্ম অবান্তর ভেদ প্রদর্শন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হইব।

মার্জ্জিত প্রভৃতি শব্দ এস্থলে কি অর্থে ব্যবহৃত হইল, তাহা দুই একটি উদাহরণ দিয়া বিশদ করিব। নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং নিতান্ত অশিক্ষিত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যদি বিধিবিড়ম্বনায় নিতান্ত যশোলিপ্সু হন, তাহা হইলে তিনি কথায় কথায় কিরূপে স্বকীয় যশঃস্পৃহা ব্যক্ত করেন, এবং নিকটস্থ আশ্রিত পারিষদেরাও কিরূপ নিকৃষ্ট স্তুতিবাদে কথায় কথায় তাঁহার শ্রুতিকণ্ডূয়ন পরিতৃপ্ত করে, তাহা সকলেই বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন। এইরূপ যশোলালসাকে অমার্জ্জিত বলি, এবং এই প্রকারের স্থূল স্তুতিবাদকেও মূঢ়জনযোগ্য অমার্জ্জিত স্তাবকতা বলিয়াই নির্দ্দেশ করি।

সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের রীতি স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগের প্রশংসাপ্রিয়তা এরূপ অপূর্ব্বকৌশলসহকারে প্রকাশিত হয় যে, অতি বিজ্ঞলোকেও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এবং যোগ্য ব্যক্তিরা আবার এরূপ আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহাদিগের প্রদীপ্ত তৃষ্ণায় আহুতি দেন যে, তাঁহারা আপনারাও সকল সময়ে সেই স্তুতিবাদের সন্ধিভেদ করিতে সমর্থ হন না। চতুরের সহিত চতুরের এক হাত খেলা হইয়া যায়; মূর্খেরা নিকটে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। এইরূপ প্রশংসাপ্রিয়তা পরিমার্জ্জিত, আর এইরূপ স্তাবকতাও তথৈব পরিমার্জ্জিত। মূর্খের অভিমান একপাদ-পরিক্রমেই প্রকাশ পাইয়া পড়ে। কিন্তু অভিমান যখন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত মিশ্রিত হয়, তখন সেই বিনয়চ্ছন্ন গভীর গর্ব্ব কার চক্ষে না ধূলি নিক্ষেপ করে? সেই সুমার্জ্জিত, সুসজ্জিত, সস্মিত অভিমান মিষ্ট কথার আবরণের অভ্যন্তর হইতে কি ভাবে উকি মারিতে থাকে, কে তাহা দেখিতে পায়? আর দেখিলেই কয় জনে উহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে সমর্থ হয়?

স্বার্থপরতারও এইরূপ মার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত এই দুইটি বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। ইহার নামও স্বার্থপরতা, উহার নামও স্বার্থপরতা;—একই পদার্থ, একই প্রকৃতি। প্রভেদ এই মাত্র, একটি সহজেই ধরা পড়ে; আর একটিকে চিনিয়া উঠিতে তাদৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তিও অনেক সময়ে পরাজিত হন। মূর্খেরা যখন স্বার্থপরতায় অন্ধীভূত হইয়া পরের প্রয়োজনে বাধা দেয়, অথবা পরের প্রতি নিষ্ঠুরতার একশেষ প্রদর্শন করে, তখন সকলেই তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া নিজ নিজ নিঃস্বার্থ প্রকৃতির পরিচয় দেয়। কিন্তু সেই স্বার্থপরতা সুশিক্ষার মায়াময়স্পর্শে আবার যখন আর এক মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন দেখিলে

নিন্দা করা দূরে থাকুক, বরং সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করিতেই সকলের প্রবৃত্তি জন্মে।

আধুনিক সুসভ্য ভাষায় পরিমার্জ্জিত স্বার্থপরতার প্রথম নাম 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য'। পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা পরের প্রতি কর্ত্তব্য কাহাকে বলে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতেন। এইক্ষণ আপনার প্রতি কর্ত্তব্য তাহার সঙ্গে যোজিত হইয়া নীতিশাস্ত্রের বৃহৎ এক পরিচ্ছেদ বৃদ্ধি করিয়াছে *। অন্যদীয় ইষ্টের বিঘ্ন জন্মাইয়া স্বকীয় অভীষ্ট সংসাধন করিতে হইলে, এক্ষণ আর স্বার্থপর বলিয়া অপযশের ভাজন হইতে হয় না; 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' এই প্রচলিত বাক্যটিকে অতি গম্ভীর ভাবে উচ্চারণ করিলেই সকল দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। তুমি যে বস্তুটিকে ভালবাস, অন্যেও যদি সেই বস্তুটিকে ভালবাসে, তোমার ভালবাসিবার উৎকৃষ্টতর কারণ থাকুক আর না থাকুক, তুমি আপনার প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের জন্যই তাহার হস্ত হইতে উহা কাড়িয়া লইতে পার। ইহাতে স্বার্থপরতা নাই। কেহ যদি অকারণেও তোমার অপ্রিয় হয়, তাহার অনিষ্টচেষ্টায় ব্যাপৃত হইতে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি স্বতঃ পরতঃ অশেষবিধ অত্যাচার করিয়া তাহাকে আহার নিদ্রায় বঞ্চিত রাখিতে পার। ইহাতে অণুমাত্রও অপরাধ স্পর্শিবে না। যেহেতু, ইহা আপনার প্রতি কর্ত্তব্য।

নিজমুখে নিজের যশোগীত গান করাকে প্রাচীন ভাষায় আত্মশ্লাঘা বলে। আত্মশ্লাঘা দ্বাদশ মহাপাতকের মধ্যে পরিগণিত। কেহ কেহ আত্মশ্লাঘাকে মৃত্যুরই নামান্তর বিবেচনা করিতেন। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, একদা পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাদ করিয়া, মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। যদুকুলপতি,

* "Egoism Versus Altruism."

মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়দিক্ রক্ষার্থ পরামর্শ দিলেন,—'তোমার মরিবার আর প্রয়োজন নাই, আত্মগুণ কীর্ত্তন কর, তাহাতেই সমান ফল ফলিবে।' পার্থ সেই কথাপ্রমাণ আত্মগুণ কীর্ত্তন করিয়া অবধারিত মৃত্যুসংকল্প হইতে অব্যাহতিলাভ করিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্যাপি আত্মনাম উচ্চারণে বিশেষ নিষেধ রহিয়াছে। কিন্তু এইক্ষণকার প্রথানুসারে আপনার ভেরী আপনাকে বাজাইতে হইলে কিছুই আর আপত্তি নাই। 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' এই শব্দ কয়টিকে একটুকু সানুনাসিক স্বরে পূর্ব্বে বলিয়া লইলেই নীতিজ্ঞের বুদ্ধি এবং নিন্দুকের জিহ্বা মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় সংকুচিত হইয়া যায়। তাহার পর, যাহা কিছু বলিবার থাকে, সকলই কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, এক 'আপনার প্রতি কর্ত্তব্য' স্বার্থপরতার শত শত কার্য্যকে অতি সুদৃশ্য আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেছে, অথচ কেহই তৎসমুদয়কে প্রকৃত নামে পরিচয় দিতে সাহস পাইতেছে না।

বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে স্বার্থপরতার আর এক নাম 'পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য'। পরিবার শব্দের অর্থ প্রধানতঃ স্ত্রী। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলে, অবশ্যই রক্ত মাংসের আকর্ষণে সময়ে সময়ে পরাজিত হইতে হয়; অবশ্যই মন কখনও না কখনও স্নেহ, মমতা ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি দুর্দ্দম বৃত্তিচয়ের শাসনে অভিভূত হইয়া পড়ে। অতিক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরাও চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পাইয়াছেন যে, এ সকল বন্ধন সহজে শিথিল হয় না। হৃদয় সর্ব্বথা অবহেলিত হইয়াও, যেন আপনার পরাক্রমে আপনি আসিয়া আধিপত্য করে। কিন্তু হৃদয়ের আধিপত্য স্বীকার করিতে গেলে, কে পৃথিবীতে অভীষ্ট ফল ভোগ করিয়া সুখে অবস্থান করিতে

পারে ? হৃদয় অন্ধ। হৃদয়ের গণিতজ্ঞান নাই, হিতাহিত বোধ নাই, এবং আত্মপর বিবেচনা নাই। কেহ ক্ষুধায় কাতর হইলে, উহা আপনার মুখের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া দিতে বলে। কাহারও কোন বিশেষ অভাব দেখিলে, উহা সেই অভাব মোচনের জন্য নিরন্তর উৎপীড়ন করে। আপদের উপর আপদ এই, যদি উহার শ্রুতিমোহন কোমলকণ্ঠে মোহিত হইয়া একবার কোন একটি কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, উহার স্পর্দ্ধা ও পরাক্রম এত বাড়িয়া উঠে যে, পরিণামে উহার সহিত একত্র অবস্থানও অসাধ্য হয়। এই সকল সংসারযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতিদানের নিমিত্তই পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, এই প্রশস্ত নীতি, অন্ধকার গৃহে আলোকবর্ত্তিকার ন্যায়, সহসা সমুদ্ভূত হইয়াছে; এবং যে ইহার আশ্রয় লয়, উহা তাহাকেই দারিদ্রদুঃখ প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত বিঘ্ন হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে। এই নীতির অনুগত হইলে হৃদয় দুচারি দিন অত্যাচার করিলেও শেষে পরাভব মানিয়া পলায়ন করে, এবং একান্তই যদি পলায়নের পথ না পায়, তাহা হইলে, পাদদলিত কুসুমবৎ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া থাকে।

পথশ্রান্ত ভিখারী, মধ্যাহ্নরৌদ্রে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া দ্বারে এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইতেছে। তাহার আর্ত্তনাদে তোমায় আর কর্ণপাত করিতে হইবে না। যদি মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহার প্রতি ফিরিয়া চাও, তবে তোমাদ্বারা পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য রূপ পরম ধর্ম্ম আর প্রতিপালিত হইল না। কোন দূরসম্পর্কিত আত্মীয় দুদিনের তরে আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হইলেন ; তাঁহাকে অম্লানবদনে প্রত্যাখ্যান কর। প্রবৃত্তির ক্ষণিক স্ফুরণে অধীর হইয়া, তাঁহাকে

আশ্রয় দিলে, পরিবারের প্রতি নিঃসন্দেহ ঘোরতর অকর্ত্ত-ব্যের অনুষ্ঠান হইবে। বহুদিনের পরীক্ষিত বন্ধু আজি বিপন্ন হইয়া নিকটে উপাগত। তাঁহার নিকট শতবার উপকার পাইয়াছ, এবং মুখে মুখে তাঁহাকে শতবার প্রাণ, মন ও সর্ব্বস্ব উপহার দিয়াছ। এইক্ষণ কোন্ প্রাণে অথবা কোন্ মুখে তাহা অস্বীকার করিবে? যদি স্নেহ এবং কৃতজ্ঞতার ঋণ কিঞ্চিন্মাত্রও পরিশোধ করিতে যাও, তাহা হইলে অপরি-ণামদর্শী হৃদয় একটুকু তৃপ্ত হইয়া অর্থশূন্য অকর্ম্মণ্য আ-শ্বাসদানে একটুকু ক্ষণস্থায়ী আনন্দ জন্মাইতে পারে; কিন্তু লোকে যাহা বিবেচনার কার্য্য বলে, কোন অংশেই তাহা করা হয় না। নিষেধ করাও কঠিন; কারণ তাহার উপ-যুক্ত একটি হেতুবাদ চাই। তুমি এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ নানাবিধ দুর্ভাবনায় বিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছ, এমন সময়ে পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, অকস্মাৎ স্মৃতিপথে উদিত হইল, এবং সমুদয় চিন্তা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। পরি-বারের প্রতি কর্ত্তব্যের নিকট বন্ধুতা, প্রতিশ্রুতি, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা কোথায় থাকে?

বস্তুতঃ পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন পার্থিবপ্রয়ো-জনসিদ্ধির এক অব্যর্থসন্ধান। আপনার প্রতি কর্ত্তব্যের ভাবে স্বার্থপরতার সামান্য কিঞ্চিৎ গন্ধ পাওয়া গেলেও, পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যের ভাবে কখনও তাহা অনুভূত হয় না। এই নাম লইয়া ভ্রাতা অনায়াসে ভ্রাতা ও ভগিনীকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে পারে, স্বজন স্বজনের মমতায় জলাঞ্জলি দিতে সমর্থ হয়, এবং কুলপাবন কৃতী পুত্র সাক্ষাৎ স্নেহরূপিণী জননীকেও পিতার পরিবার বলিয়া পায়ে ঠে-লিয়া ফেলিতে সাহস পায়।

স্বার্থপরতার যে দুইটি নাম ব্যাখ্যাত হইল, তাহা শ্রুতিকঠোর হইলেও এক পক্ষে কল্যাণকর, সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত না হইলেও, অর্থবাদশাস্ত্রসম্মত এবং সকলের প্রীতিকর না হইলেও পণ্ডিতসমাজের নিতান্ত প্রিয়। কিন্তু ইহা কাব্য-শাস্ত্রে যেসকল নামে সমাদৃত হইয়াছে, তাহা এমনই মধুর ও মনোহর যে শুনিলে সকলেরই চিত্ত তরল ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে।

কেহ পরদুঃখে নিতান্ত অন্ধ; কাব্যশাস্ত্রে তাঁহার নাম কোমলপ্রাণ। তিনি কখনও কাহারও দুঃখ কি দুরবস্থার কাহিনী শুনিতে পারেন না। কাহারও কোনরূপ ক্লেশ দর্শন তাঁহার কোমলচক্ষে কখনও সহ্য হয় না। নাটক কি উপন্যাসাদির যে যে স্থলে করুণরসের কথা থাকে, তাহা পাঠ কি শ্রবণ করিবার সময়, তাঁহার কপোলদেশ বহিয়া ধারায় নয়নবারি নিপতিত হয়; যাত্রাভিনয়ে রামের জটা বল্কল অথবা বিরহবিধুরা ব্রজাঙ্গনার আলুলায়িত কুন্তল দর্শন করিলে, তাঁহার বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিত হইয়া যায়; এবং মহারাজ রিচার্ডের সময় ইংলণ্ডে য়িহুদীয় অঙ্গনাদিগের কিরূপ দুর্দ্দশা ছিল, তাহা যখন কেহ তাঁহার নিকট বর্ণনা করে, তখন তাঁহার হস্ত পদ নিস্পন্দ হইয়া আসে। কিন্তু এদিকে একজন প্রতিবেশী তেমন কোন আপদে পড়িলে, কিংবা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেহ কোনরূপ উৎকটব্যাধিতে শয্যাগত হইলে, তাহার নিকটস্থ হওয়া তাঁহার পক্ষে প্রাণান্তকর হইয়া উঠে। যাহারা পরের রোগ শোক ও বিঘ্ন বিপত্তির সময়, নিতান্ত নির্ম্মমের মত সম্মুখে থাকিয়া, নিয়ত পরিচর্য্যা করে, তাঁহার বিবেচনায় তাহাদিগের মন পাষাণ হইতেও কঠিন। নহিলে, যে সকল

অবস্থা স্মরণ করিতেও তাঁহার মর্ম্মস্থান দগ্ধ হইয়া যায়, তাহারা কিরূপে চক্ষু মেলিয়া তাহা দর্শন করে, এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার মধ্যে ডুবিয়া রহে?

কাহারও স্বভাব এই, তিনি সর্ব্বদাই লোকের নিকট নিজ দুঃখের গীত গাইয়া গাইয়া পৃথিবীর সময় নাশ করেন। তাঁহাকে কেহ বিনয়নম্র বলে, কেহ অবলার ন্যায় মৃদুস্বভাব বিবেচনায় ভাল বাসে এবং কেহ বা অতি সূক্ষ্মচর্ম্মা বলিয়া কৃপা করে; কিন্তু প্রায় কেহই স্বার্থপর বলিতে সাহসী হয় না। তিনি যে কোন সময়ে, যে কোন কথা উত্থাপন করেন, তাহার আরম্ভ, মধ্য ও শেষ সর্ব্বত্রই দীর্ঘশ্বাস। বিধাতা তাঁহার প্রতি চিরকালই বাম; অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে অশুভ বিনা তাঁহার অদৃষ্টে কখনও কোন শুভ ঘটনা ঘটে না। জনক জননী বীতস্নেহ, ভার্য্যা অপ্রিয়চারিণী, ভ্রাতা উদাসীন, ভৃত্য অবাধ্য, এবং বন্ধুবর্গও যার পর নাই স্বার্থপর। যে তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছে, সেই তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে। তিনি মনুষ্যকে অমৃত বলিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লন; তাঁহার কপালদোষে সেই অমৃতই গরল হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দাহন করে। তিনি সোণা বলিয়া হাত বাড়ান; দৈবের ছলনায় সেই সোণাই তাঁহার হাতে ছাই হইয়া উঠে। তাঁহার আপনার দুঃখেরই অবধি নাই, তিনি পরের দুঃখ কখন কি শুনিবেন, বল। আরও দুঃখ এই, সংসার এমন হৃদয়শূন্য যে, কেহ দুদণ্ড বসিয়া কর্ণ পাতিয়া তাঁহার সকল গুলি কথাও একবার আদ্যোপান্ত শুনিতে চাহে না। কাব্যে স্বার্থপরতার এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত এবং আরও অনেক নাম আছে। সমুদয়ের উল্লেখ অনাবশ্যক।

স্বার্থপরতা রাজনীতিশাস্ত্রের নিকটও কতকগুলি শ্রদ্ধাস্পদ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় তন্মধ্যে সভ্যতাবিস্তার এইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার উপর আর কথাই নাই। সভ্যতাবিস্তার কাহাকে বলে, অতি সংক্ষেপেই তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মনে কর তুমি এক দেশের এক পরাক্রান্ত রাজা। তোমার রাজভাণ্ডার ধনে পরিপূর্ণ, রাজ্য জনবৈভবে টল মল, বাণিজ্য দিগন্তবিস্তৃত, সকলই শোভাময়। কিন্তু সৃষ্টির কি নিয়ম! এত সম্পদ সত্ত্বেও তোমার শান্তি নাই। ঐ যে অনতিদূরে তোমার দুর্ব্বল প্রতিবেশিদিগের একটি দুর্ব্বল রাজ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তোমার সহ্য হয় না। তুমি উন্নত ও উচ্চলালসান্বিত, এই জন্যই উহা তোমার চক্ষুর শূল। তুমি যত কেন চেষ্টা না কর, ঐদিগেই তোমার চক্ষু পুনঃ পুনঃ নিপতিত হয়। তোমার কেনই যেন ইচ্ছা হয় যে, যে কোন রূপে পার, একবার ঐ রাজ্যটিকে তুমি কবলিত কর। যদি উৎকৃষ্ট কোন কারণ বিনা হস্ত প্রসারণ কর, তবে অন্যান্য পরশ্রীকাতর নিষ্ঠুর প্রতিবেশীরা অমনি তোমাকে লুব্ধ শৃগাল কি বুভুক্ষু ব্যাঘ্র বলিয়া তিরস্কার করে। অথচ উপায়ও একটি না হইলেই নয়। সেই উপায়, সভ্যতাবিস্তার,—অমোঘ, অনবদ্য এবং অনন্ত যশের নিদান। যাহারা পূর্ব্বে তোমার ক্ষুধাকুলতা দেখিয়া নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত ছিল, এইক্ষণ তাহারাই তোমার স্তাবক। কারণ এইক্ষণ তুমি কিছুই আত্মসাৎ করিতেছ না; কেবল সভ্যতাবিস্তাররূপ মঙ্গলময় ব্রতপালনেই রত রহিয়াছ।

অসভ্য আফরিকগণ পর্ব্বত-কুহরে কি পর্ণকুটীরে বাস করিয়া নিতান্ত অসুখে দিনপাত করিতেছে, ইহা কেমনে তোমার সহ্য হইবে? তুমি স্বয়ং এইরূপ সমৃদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া অন্যের এবং-

বিধ দুরবস্থা কিরূপে চক্ষু মেলিয়া দেখিবে? অতএব তুমি সভ্যতা বিস্তার করিতে গিয়া তাহাদিগের গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিতেছ, তাহাদিগের স্ত্রী পুত্র কাড়িয়া আনিতেছ, এবং তাহাদিগের রাজা কি প্রধান সেনাপতিকে শৃঙ্খলবদ্ধ দশায় স্বদেশের সকলের নিকট প্রদর্শন করিয়া তোমার নিঃস্বার্থপ্রেমের পরিচয় দিতেছ। অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন আমেরিকেরা সুদুস্তর সাগরপারে কোন প্রকারে পড়িয়া আছে। তুমি তাহাদিগের সেই দুঃখ দুর্গতির কথা শুনিয়া কিরূপে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত রহিবে? অতএব তুমি সভ্যতা বিস্তারের জন্য তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অসভ্যতার অঙ্কুরও যেন পৃথিবীতে না থাকিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে সবংশে উচ্ছিন্ন করিতেছ, এবং তাহাদিগের বাস্তুভূমিতে তোমার নিজ বাসগৃহের স্তম্ভ তুলিতেছ। সভ্যতার মধ্যে জ্ঞান, ধর্ম্ম, বাণিজ্য সকলই পরিগণিত হয়। সুতরাং ইহার যে কোন নামে তুমি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই ন্যায়ানুমোদিত। হে মনুষ্য! যদি এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কেহ তোমাকে স্বার্থপর বলে, সে ইহ পরত্র কোথায়ও সুখী হইবে না। যে শিক্ষাবিরহে কিংবা সংসারের মায়ামোহে অন্ধীভূত রহিয়া তোমার এই সমস্ত পরহিতকর পবিত্র কার্য্যে স্বার্থপরতার ছায়া দর্শন করে, আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, কুম্ভীপাকের অন্তঃপ্রদেশেও সে স্থান পাইবে না।

চাটুকার।

ভ্রমর যদি মধুরভাষী বলিয়া এত আদর পাইতে পারে, কোকিল, দয়েল, শ্যামা, বুলবুল, ইহারাও যদি শুধু মধুরভাষিতার জন্য রসিক ও প্রেমিক, ভাবুক ও বিলাসীর বিনোদকুঞ্জে কিংবা আদরের পিঞ্জরে স্থান পাইতে অধিকারী হয়, তবে মধুরভাষীর অগ্রগণ্য চাটুকারের প্রতি লোকের এত অশ্রদ্ধা ও এত অবজ্ঞার কারণ কি?

চাটুকারবর্গ নীতিকারবর্গের নিকট এইরূপ তর্ক করিতে পারে;—'দেখ, আমরা অপরাধী কিসে? তোমাদিগের ভ্রমর যেমন সতত গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া মধুপূর্ণ কুসুমের নিকট উড়িয়া বেড়াইতেছে, আমরাও সেইরূপ, যেখানে মধুর আশা, সেখানে মনের সুখে, সুমধুর নিঃস্বনে গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া ও গুণের কথা কহিয়া ভ্রমরের মত উড়িয়া বেড়াইতেছি। ভ্রমরকে তুমি পুনঃ পুনঃ তাড়াইয়া দেও, কুসুমে যদি মধু থাকে, ভ্রমর পুনরায় আসিয়া উড়িয়া বসিবে। আমাদিগকেও তুমি পুনঃ পুনঃ তাড়াইয়া দেও, অথবা পদাঘাতে দূর কর; আমরা যে মধুর জন্য লালায়িত, তোমাতে সেই মধুর কণামাত্রও যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে, লাঞ্ছিত হই, বিড়ম্বিত হই, আমরা ততক্ষণ তোমার নিকট পড়িয়া থাকিব। ভ্রমরও আর কোন গুণের সংবাদ লয় না, ঐ এক মধুগুণেই চির-মুগ্ধ;—আমরাও আর কোন গুণের সংবাদ লই না,—আর কোন গুণ আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করি না, ঐ এক মধুগুণেই তোমার নিকট চির-বদ্ধ। মধু ফুরাইলে ভ্রমরের আর দেখা নাই; মধু ফুরা-

ইলে আমাদিগকেও দেখিবার আর প্রত্যাশা নাই। ভ্রমর তখন নূতন ফুলে, আমরাও তখন কোন এক নূতন স্থলে। ইহাতে আমাদিগের অপরাধ কি?

'দেখ, বসন্তের কোকিল, কুসুম-বিলসিত বৃক্ষবাটিকায় উপবিষ্ট হইয়া, উহার ঐ কল-কূজনে যুবজনের হৃদয়কে কিরূপ উদ্ভ্রান্ত ও উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। কে উহার নিন্দা করে? যাহার হৃদয় পূর্ব্বে পর্ব্বতের ন্যায় ধীর ও নিস্পন্দ ছিল, উহার ঐ উন্মাদিনী কণ্ঠসুধা তাহাকে পতঙ্গের ন্যায় অধীর করিতেছে;—যে ছলনা কাহাকে বলে তাহা স্বপ্নেও জানিত না, উহা তাহাকে ছলনা শিখাইতেছে;—লাজুকের লজ্জা ভাঙ্গিতেছে; মনে যে ভাব কোন সময়েও প্রবেশ-পথ পায় নাই, উহা সেই ভাবকে মনের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছে;—যেখানে শান্তির সুখ-নিদ্রা, সেখানে অশান্তির উদ্বেগ আনিয়া শয্যাকণ্টক ঘটাইতেছে;—তৃপ্তিতে অতৃপ্তি সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকে আকুলিত রাখিতেছে। কোকিল এত দোষে দোষী, তথাপি কে উহাকে নির্ভর্ৎসন করে? তুমি প্রতিজ্ঞার উপর অটল হইয়া মনে মনে সংকল্প করিতেছ যে, প্রবৃত্তির আবিল পঙ্কে প্রাণান্ত হইলেও আর কখনও নিমজ্জিত হইবে না;—কোকিল সেই সময়ে পঞ্চমে উঠিয়া, কু উ কু বলিয়া, তোমায় উপদেশ দিতেছে যে, এমন কুৎসিত সংকল্পকে ক্ষণকালের তরেও মনে পুষিও না। তুমি হৃদয়ের অন্তর্জ্বালা আর সহিতে না পারিয়া,—হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ তুষানলে অন্তর্দগ্ধ হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিতেছ যে, এ জীবনে আর কখনও কোন কারণে, নীতিবিগর্হিত কণ্টকাকীর্ণ বর্ত্মে পাদচারণা করিবে না;—কোকিল পুনরপি সেই সময়ে, উহার সেই চিরপরিচিত মোহন কণ্ঠে কু উ কু বলিয়া তোমায় উপদেশ দিতেছে যে, এমন কুবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া সকল সুখে বঞ্চিত

হইও না,—বিবেকের এই নীরস-কঠোর নির্ম্মম নীতিকে মুহূর্ত্তের তরেও চিত্তে স্থান দিও না। যে মত্ততার অনুকূলে নিত্য তোমায় এইরূপ মন্ত্রণা দেয়, তাহাকে তুমি ভালবাস, অথচ আমাদিগকে ঘৃণা করিতে চাহ, ইহা কি অসঙ্গত নহে? অনিন্দিত কোকিলে এবং নিন্দিত চাটুকারে প্রভেদ কি? কোকিলও যেমন পরপুষ্ট, আমরাও তেমনই পরপুষ্ট; উভয়েই উচ্ছিষ্টজীবী, আশ্রয় ত্যাগী, মিষ্টকথার বণিক্, আমোদতন্ত্রের অধ্যাপক এবং প্রমাদ ও মতিভ্রমের অগ্রনায়ক। আমরা চাটুভাষীরা কোকিল হইতে কোন্ দোষে তোমার নিকট অধিকতর দোষী হইব? কোকিল বসন্তের সখা, আমরাও বিলাসের সখা। যখন বসন্তের পর ঝটিকা বহে, কোকিল তখন চলিয়া যায়;—যখন বিলাসের পর বিপত্তির ঝঞ্ঝাবায়ু বহিতে আরম্ভ করে, আমরাও তখন চলিয়া যাই। তবে আমাদিগের মধ্যে এই ন্যায়বিরুদ্ধ তারতম্য কেন?

'আরও দেখ;—এই সংসারের পণ্যবীথিকায় কত কোটি লোক কাঞ্চন-মূল্যে কাচ বিক্রয় করিয়া কৃতার্থ হইতেছে! কে তাহাদিগের সহিত বিবাদ করে? কোথাও প্রেমের বিনিময়ে সুখ, কোথাও সৌহার্দ্দের বিনিময়ে সখ্;—কোথাও জ্ঞানের বিনিময়ে গর্ব্ব, কোথাও মানের বিনিময়ে মর্কটলীলা। যখন এইরূপে দৃষ্ট হইতেছে যে, বঞ্চনাই বাণিজ্য শাস্ত্রের মূলসূত্র, তখন আমরা সেই সূত্র অবলম্বনে নিজ নিজ সৌভাগ্যসঞ্চয়নে কি জন্য বঞ্চিত থাকিব? বাণিজ্য যাহাদিগের উপজীব্য, বাজারের গতিই তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি। তাহারা লোকের রুচি বুঝিয়া রোচক যোগায়, প্রবৃত্তি বুঝিয়া প্রলোভন সংগ্রহে যত্নশীল হয়। আমরাও যখন চাটুভাষার বিপণি খুলিয়া এই নীতিতেই ব্যবসায় চালাইতেছি, তখন কি হেতু আমরা নীতিকারের নিকট বিশেষ রূপে নিন্দনীয় হইব?'

চাটুকারেরা ঠিক্ এই সকল কথা না বলুক, তাহারা স্ব স্ব চিত্তকে প্রায় এইরূপ কথা বলিয়াই প্রবোধ দিয়া থাকে; আর মনে করে যে, যে স্বভাবতঃ বিকল-চিত্ত, তাহাকে বংশীধ্বনি শুনাইয়া কিংবা কন্দুককৌতুক দেখাইয়া বশীভূত রাখিলে,— যে যেরূপ মদিরার জন্য লালায়িত, ভাল হউক আর বিকৃত হউক, তাহাকে সেইরূপ মদিরা দিয়া তৃপ্ত করিতে পারিলে, অথবা মনুষ্যের মনোমোহনের জন্য ঐরূপ আর কোন মোহিনী প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইলে, তাহা কি জন্য দোষ বলিয়া গণ্য হইবে এবং মনুষ্যজাতিই বা তাহাতে অকারণে কেন বিরক্তি দেখাইবে। কিন্তু সূক্ষ্মার্থদর্শিনী নির্ম্মলা বুদ্ধি এসকল মধুর কথায় ভুলিয়া যান না। যাঁহারা মনুষ্যত্বের অস্বাভাবিক বি-কৃতি ও অধোগতি দর্শনে হৃদয়ে গভীর দুঃখ অনুভব করেন, তাঁহারা সেই বিকৃতি ও সেই অধোগতির প্রবর্ত্তক ও প্ররোচক বলিয়া ঘৃণিত চাটুকারদিগকে কখনই অন্তরের সহিত ঘৃণা না করিয়া পারেন না।

ভ্রমরের গুণ-গুঞ্জন এবং কোকিলের কুহুকূজন যাহার হৃদয়ে যে ভাবে কেন অনুভূত না হউক, ভ্রমর ও কোকিল যদি অপরাধী হয়, তাহা হইলে নিবিড় কৃষ্ণ জলদমালা, 'সজ-লদ সৌদামিনী', শারদীয় গগনের পূর্ণচন্দ্র, চন্দ্রালোক-প্রফুল্লা প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণী, এ সকলও মনুষ্যের নিকট নিতান্ত অপ-রাধী। কারণ, সৃষ্টির এ সকল মনোহর দৃশ্যে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই উদ্বেল হয়। কিন্তু উদ্বেল হইলেই যে উহা আবিল হইবে, এমন কথা কে বলিয়াছে? ভক্তিতেও মনুষ্যের মন উদ্বেল হয়। কিন্তু ভক্তির মত নিরাবিল ভাব আর কি হইতে পারে? চাটুকার মনুষ্যের চিত্তকে উদ্বেল না করিয়া আবিল করে। এই জন্যই চাটুকার মানবীয় উন্নতির এক ভয়ানক

কণ্টক। যাঁহারা একথার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝেন না, বুঝাইলেও হয় ত তাঁহারা তাহা বুঝিবেন না। তথাপি বুঝাইবার জন্য একবার যত্ন করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্যের অধ্যাত্ম উন্নতি ও চারিত্রবিকাশের প্রথম সোপান কি?—না, আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান বিনা কোন জ্ঞানেরই কিছুমাত্র মূল্য নাই। যে আপনাকে বুঝিতে না পারে, আপনাকে চিনিতে না পারে,—আপনার অভাব, অপূর্ণতা, দোষ ও গুণ ভাল করিয়া জানিতে না পারে, তাহার ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছু মাত্র ভরসা নাই। সে আপনার হইয়াও আপনার নহে। কেন না, প্রবৃত্তির প্রবলস্রোত তাহাকে যে দিকে লইয়া যায়, সে সেই দিকেই ভাসিয়া যায়;—স্রোতের জলে তৃণ, তরঙ্গের গতিতেই তাহার গতি। ইয়ুরোপীয় তত্ত্ববিদ্যার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সক্রেতিস্ এই নিমিত্তই বলিয়া গিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল। 'মনুষ্য! আপনাকে আগে জান, তাহা হইলেই সৃষ্টির সকল তত্ত্ব জানিতে পারিবে।' এই নিমিত্তই কবি উপদেশ করিয়াছেন যে, যদি আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হও, তাহা হইলে অযুতকোটি দীপালোকেও জগতের গূঢ়তত্ত্ব দেখিতে পাইবে না। চাটুকার এই আত্মজ্ঞানলাভের প্রধান পরিপন্থী; মনুষ্যের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপই তাহার একমাত্র ব্রত, এবং মনুষ্য আপনাকে যেন বুঝিতে না পারে, আপনাকে যেন জানিতে না পারে,—যে আপনি যাহা নহে, সে আপনাকে তাহা জানিয়া যেন মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ইহাই তাহার এক মাত্র অভিলষিত। যে একবারে নিরক্ষর মূর্খ, সে তাহাকে মহিমান্বিত পুরুষ বলিয়া সম্মান করে; যে রূপে অলম্বুষের অবতার, সে তাহাকে কন্দর্পের কান্তবিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করে; এবং দুষ্কৃতির দুর্গন্ধ ভিন্ন আর কিছু-

তেই যাহার মতি যায় না ও তৃষ্ণা পূরে না, সে তাহাকে ‘ সৌখীন ’ বলিয়া বর্ণনা করে। তাহার অভিধান ভাষার প্রচলিত অভিধান হইতে সর্ব্বাংশে পৃথক্‌। উহাতে আলোকের নাম অন্ধকার, অন্ধকারের নাম আলোক; ধর্ম্মের নাম অধর্ম্ম, অধর্ম্মের নাম ধর্ম্ম; বিষের নাম অমৃত, অমৃতের নাম বিষ। সত্যের এইরূপ অবমাননা মনুষ্যের অসহনীয়, মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর।

যেমন তরুলতার পরিবর্দ্ধনের জন্য সূর্য্যের আলোক, তেমনই মনুষ্যহৃদয়ের পরিস্ফূর্ত্তি এবং মনুষ্যশক্তির পরিবর্দ্ধনের জন্য সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ। তরুলতা যেমন সূর্য্যের উত্তাপময় আলোকে বঞ্চিত হইলে, শুষ্ক, শীর্ণ ও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়; মনুষ্য-হৃদয় এবং মানুষী শক্তিও সত্যের সন্তাপনী দীপ্তিতে বঞ্চিত হইলে ঠিক্‌ সেইরূপ রুগ্ন, জীর্ণ ও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে অবস্তু মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহা প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম। কিছুতেই ইহার অন্যথা নাই। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সত্যের দ্যুতি, আপাততঃ যার পর নাই দুর্ব্বিষহ হইলেও পরিণামে মনুষ্যের প্রাণ-প্রদ বলিয়া স্পৃহণীয়; এবং যাহারা চাটুকারের জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সেই সত্যকে ঢাকিয়া রাখে, অথবা মনুষ্যকে আত্মজ্ঞান সম্পর্কে সেই সত্যে বঞ্চনা করে, তাহারা আপাততঃ যার পর নাই প্রীতিকর হইলেও পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

“ ত্যজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা ”।

দুষ্টজন যদি নিতান্ত প্রীতিভাজনও হয়, তাহাকে সর্পক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।* নতুবা সমস্ত শরীর যদি বি-

* “ And if thy right eye offend thee, pluck *it*

ষাক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে শেষে আর কোন ঔষধেই ধ-রিবে না।

চাটুকারের আর এক অপরাধ এই, সে মনুষ্যকে মহত্বের উপাসনা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মোপাসনায় প্রবর্ত্তিত করে, এবং যে ঐরূপে তাহার ফাঁদে পড়িল, তাহাকে কৃত্রিম উপাসনার কৃত্রিম ধূপে উন্মাদিত রাখিয়া, কর-ধৃত-পুতুলের মত নৃত্য করাইতে রহে। ইহাও সামান্য কথা নহে। মনুষ্য যদি বড় হইতে চাহে, তাহা হইলে আপনা হইতে উচ্চতর আদ-র্শের উপাসনাই তাহার একমাত্র উপায়। যাঁহারা চাটুকারে পরিবৃত থাকেন, তাঁহারা উপাসনার সেই সম্পদে অনধিকারী। কারণ, তাঁহারা নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট উপাসনায় অন্ধীভূত হইয়া, আপনার ক্ষুদ্রতাকেই মহত্বের আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করেন, এবং এই অনন্ত জগতে আর যে কিছু উপাস্য আছে, সেই ধারণা তাঁহাদিগের সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে দূরীভূত করিয়া ফেলেন। রোমের কোন কোন সম্রাট্ ও ফ্রান্সের কোন কোন রাজা এইরূপ মোহে অভিভূত হইয়া সংসারে উপহসিত হইয়াছেন; এবং যাঁহারা সম্রাট্ নহেন, রাজা নহেন, অথবা রাজকীয় জগতের ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গ কিংবা

---

out, and cast *it* from thee : for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not *that* thy whole body should be cast into hell. ”

“ And if thy right hand offend thee, cut *it* off, and cast *it* from thee : for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not *that* thy whole body should be cast into hell.”

Sermon on the Mount.

ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটানুকীট বলিয়াও গণ্য হইবার যোগ্য নহেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে উল্লিখিত মোহবিকারের আচ্ছন্নতায় বিবিধ হাস্যজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অহরহ হাস্যাস্পদ হইতেছেন। যে উপাসনা মনুষ্যকে উপরে উঠাইবার ভান করিয়া দুর্গতি ও অবনতির দিকে এইরূপে টানিয়া আনে,—স্বর্গের অপূর্ব্ব শোভা দেখাইবে বলিয়া অবশেষে শাখামৃগের লাঙ্গুলগুম্ফিত উচ্চ (!) আসনে আনিয়া উপবেশন করায়,—যে উপাসনা পুষ্পচন্দনের নির্ম্মল সৌরভে অরুচি জন্মাইয়া পিশাচ-ভোগ্য পূতিগন্ধি পঙ্কে চিত্তকে আসক্ত করিয়া তুলে,—স্রোতস্বিনীর সজীব প্রবাহে কিংবা সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ করিতে না দিয়া তিমিরাবৃত বদ্ধকূপের পঙ্কিল জলেই চিরদিন ডুবাইয়া রাখে, চাটুপটু চতুর লোকের তাদৃশ ন্যক্কারজনক উপাসনায় আত্মবিস্মৃত হওয়া অল্প দুঃখ, অল্প দুর্ভাগ্য অথবা অল্প ক্ষতি নহে।

চাটুকারের তৃতীয় অপরাধ এইরূপ বিড়ম্বনাকর না হইলেও অন্য এক ভাবে বিশেষ অপচয়কর। প্রিয়জনের প্রিয়সম্ভাষণ এবং প্রীতিমুগ্ধ সুহৃজ্জনের প্রণয়পূর্ণ কথোপকথন কাহার না প্রার্থনীয়? প্রশংসার পার্থিব সুখ বিবেকলভ্য চিত্তপ্রসাদরূপ দুর্ল্লভ সুখের নিকট যত কেন নিম্নস্থানীয় হউক না, যে প্রশংসায় কাপট্যের কারুকার্য্য নাই, তাহা কাহার না বাঞ্ছনীয়? লোকের মুখে ভালবাসার ভালকথা শুনিলে কাহার আত্মা না উল্লসিত হয়? শক্তিমান্ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট সদর্থ পরিশ্রমের দক্ষিণা স্বরূপ সাধুবাদ পাইলে কে না আপনাকে ধন্য মনে করে? কিন্তু যাঁহারা চাটুকারের ক্রীড়নক, মনুষ্যসেব্য এ সকল সুখ তাঁহাদিগের নিকট আকাশকুসুম। যেখানে ছলনাময়ী প্রীতি অনন্তকথার অনন্তছল-

নায় মনুষ্যের কর্ণে মধু ঢালিতে থাকে, প্রকৃত প্রীতি লজ্জায় সেখানে মুখ দেখাইতে চাহে না, এবং বিপৎকালের আবরণ-ভূতা ছায়ার ন্যায় নিত্য সন্নিহিত থাকিলেও, লজ্জায় সে-থানে মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে ভালবাসে না। আর, যেখানে অকার্য্যে প্রশংসা হয়, অপকার্য্যে ধন্যবাদ হয়, এবং বিনা কার্য্যেও যশের ঢক্কা নিনাদিত হয়, পুরুষকার-সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তিরা অবজ্ঞায় সেথানে পদক্ষেপ করেন না, এবং সেথানে কদাচিৎ কথনও প্রকৃত কার্য্য দর্শন করিলেও প্রশংসা বিতরণে সাহস পান না।

মানব প্রকৃতির মর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মনস্বী ব্যক্তিরা এই সকল কথা আলোচনা করিয়াই চাটুকারদিগকে ঘৃণা করিয়াছেন, * এবং

---

* দক্ষ কাহয়াছেন,—

" ধূর্ত্তে বন্দিনি মল্লেচ কুবৈদ্যে কিতবে শঠে,
চাটুচারণচৌরেভ্যো দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্।"

অর্থাৎ ধূর্ত্ত, স্তুতিপাঠক, মল্ল, কুবৈদ্য, কিতব, (যে জুয়া খে-লায়) শঠ, চাটুকার, নট এবং চোর এই নয় ব্যক্তিকে দান ক-রিলে তাহা নিষ্ফল হয়, সুতরাং ইহাদিগকে আধা পয়সাও দিবে না। (দক্ষস্মৃতিঃ, তৃতীয়োধ্যায়ঃ)।

এই শ্লোকে চাটুকারের নাম দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম বন্দী অর্থাৎ ভাট,—দ্বিতীয় দস্তর মত চাটুকার। ইহাতে বোধ হইতেছে যে,চাটুকথা এবং চাটুবৃত্তি উভয়েরই উপর মহাত্মা দক্ষের সমান বিদ্বেষ ছিল। ধূর্ত্ত, কিতব, শঠ ও চোর ইহা-দিগের নাম যে চাটুকারের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, ইহা অসঙ্গত কিংবা বিচিত্র নহে। কিন্তু মল্ল, কুবৈদ্য ও নট এই তিনও চাটুকারের সহিত একসূত্রে নিবদ্ধ ও দানাদি সাহায্য-

মনুষ্যের ভাষাও এই সকল কারণেই পৃথিবীর সকল দেশে, সকল কালে, চাটুকারদিগকে অতি নিকৃষ্টজীব বিবেচনায় ঘৃণার শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে। চাটুকারেরা চোর নহে, চাটুকারেরা দস্যু নহে। কিন্তু ইহাদিগের ভাষাগত উপাধি চোর-দস্যুর নাম হইতেও অধিকতর ঘৃণাজনক। শৌণ্ডিকেরা পৃথিবীর যে অপকার না করে, স্তুতি ও প্ররোচনার জঘন্য সুরা উপঢৌকন দিয়া ইহারা সেই অপকার সাধন

বিষয়ে একই ভাবে নিষিদ্ধ হইল কেন তাহা একটুকু বিচিত্র বোধ হইতে পারে।

চাটুকার সম্পর্কে শেক্ষপীর কহিয়াছেন,—

"No vizor does become black Villany
So well as soft and tender flattery."

মহর্ষি ইসায়া কহিয়াছেন,

" My people, they that praise thee, seduce thee, and disorder the paths of thy feet.

দায়ুদ এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যে,—

" হে পরমেশ্বর তুমি বঞ্চনাপর চাটুকারদিগের জিহ্বা কাটিয়া ফেলাও।"

অটওয়ে কহিয়াছেন,

"No flattery boy, an honest man can't live by it,
It is a little sneaking art, which knaves
Use to cajole, and soften fools withal.
If thou hast flattery in thy nature, out with't,
Or send it to a Court, for there 'twill thrive."

ডি ফো কহিয়াছেন,

"When flatterers meet, the devil goes to dinner.

করে, এবং পাদলেহী কুক্কুর নীচতার যে মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয়, ইহারা তাহা অপেক্ষাও নীচতর নীচতা অকুণ্ঠিতমনে ও অম্লানবদনে প্রদর্শন করিয়া, মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের অতি গভীর ঘৃণা উৎপাদন করাইয়া দেয়। ইহারা বাত-কুক্কুট, যে দিকে বায়ু বহে, সেই দিকেই ইহাদিগের পুচ্ছপতাকা। ইহারা দৃষ্টিদাস, যে দিকে দৃষ্টিচালনা, সেই দিকেই ইহাদিগের উল্লম্ফন। অথবা ইহারা আপনারাই আপনাদিগের উপমাস্থল। ইহাদিগের সংকীর্ত্তিত ব্যবসায়ের উপর স্বর্ণবৃষ্টি হউক!

ফেণ্টন কহিয়াছেন,

"Bewere of flattery, 'tis a flowery weed
Wich oft offends the very idol Vice
Whose shrine it would perfume.

আর অবলাকুলরত্ন হানামোর বলিয়াছেন,

" Hold!
No adulation!—'tis the death of Virtue!
Who flatters, is of all mankind the lowest,
Save him who courts the flattery."

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, যিনিই মনুষ্যজগতের কোন খবর লইয়াছেন, তিনিই চাটুকারকে মনের সহিত ঘৃণা করিয়াছেন। সুতরাং নজীর ফএসলার ইহা অপেক্ষা দীর্ঘতর তালিকা দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ, যখন কবি, দার্শনিক, ঋষি, মুনি ও নীতিকারেরা সকলেই চাটুকারকে সমান বিদ্বেষ করিয়াছেন, তখন ইহা অবশ্যই মানিয়া লইতে হইয়াছে যে, চাটুকার অতি জঘন্য জীব।

ষট্ কারক।

ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্—

ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় হয়, তাহাকে কারক বলে।

পৃথিবীতে অনেক লোক আছে, তাহাদের সহিত কোন ক্রিয়ার অন্বয় অর্থাৎ সম্পর্ক নাই। তাহারা কোন দিনও কোন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় নাই, এবং লিপ্ত হইবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যায় না। তাহাদিগকে এই নিমিত্ত কারক বলিতে পারি না। তাহাদিগকে উপসর্গ কিংবা উপপদ বলা যায় কি না, ইহা বিচার্য্য রহিল। ভগবান্ পাণিনির মতে এই শ্রেণিস্থ কতকগুলির আর এক নাম 'নিপাত', এবং ইহাতে বোধ হয়, মহর্ষি যেমন বিচক্ষণবৈয়াকরণ, তেমনই নীতিনিপুণ দার্শনিক ছিলেন।

ষট্কারকাণি—

অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা এই ছয় কারক।

অপাদান।

যতো বিশ্লেষঃ—। ১।

যাহা হইতে বিশ্লেষ অর্থাৎ একবারে ছাড়াছাড়ি হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে।

এই সূত্রানুসারে সম্প্রদত্তা কন্যা এবং দত্তকপুত্র এই দুই-য়ের সম্বন্ধে জনকজননী, এবং দেশী আম্ভমু, উচ্ছেদশীল নব্য সভ্য, এবং বিলাতি বাবু এই তিনের সম্বন্ধে পিতৃকুল, পৈতৃক আচার ব্যবহার এবং দেশীয় সমাজ অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

কেন না ঐ ঐ স্থলে বিশ্লেষ অর্থাৎ বিভাগজনকীভূত ব্যাপারের কিছুই আর বাকি রহে না এবং যাহা হইতে বিশ্লেষ ঘটে সেও অচিরেই সম্পূর্ণরূপে উদাসীনের দশায় আসিয়া পহুঁচে,—বিশ্লিষ্ট পদার্থ থাকে বা যায় তৎপ্রতি ফিরিয়া চাহে না। *

ভয়হেতুঃ—। ২।

যাহা হইতে ভয় হয়, তাহাকে অপাদান বলে।

বালকের অপাদান মাষ্টার মহাশয়, কারণ তিনি কথায় অকথায় মুষ্টিযোগ কি যষ্টিযোগের বিবিধ বিধান করেন; নবোঢ়া বধূর অপাদান শাশুড়ী কিংবা নবরঙ্গিণী ননদিনী, কারণ তাঁহারা কাজে অকাজে ঝঙ্কার দেন; বৃদ্ধের অপাদান যুবতী ভার্য্যা, কারণ তাঁহার আরক্ত অপাঙ্গ, বক্র গ্রীবা, এবং ক্রোধস্ফুরিত অধরবিম্ব দর্শন করিলেই হৃদয় কাঁপিয়া উঠে; বনে অপাদান ব্যাঘ্র কিংবা ভল্লুক, কাছারিতে অপাদান হাকিম, কাছারির বাহিরে অপাদান কনষ্টাবল এবং বাঙ্গালির নিত্য অপাদান নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ। † গরিব

---

* যাহাকে ডাইভোর্স অর্থাৎ পরিণয়চ্ছেদ বলে, সেই একটা অনুষ্ঠান হইয়া গেলে পরিত্যক্ত পতিপত্নীও পরস্পরসম্পর্কে অপাদান হন। কারণ 'অপসরতোমেষাদপসরতি মেষ' ইত্যাদি স্থলে ভাষ্যপ্রদীপকার ভর্তৃহরি বলিয়াছেন;—

"মেষান্তরক্রিয়াপেক্ষমবধিত্বং পৃথক্ পৃথক্।
মেষয়োঃ স্বক্রিয়াপেক্ষং কর্ত্তৃত্বঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।"

যেখানে পরিণয়ের উচ্ছেদ হয় নাই, প্রণয়ের মাত্র বিচ্ছেদ হইয়াছে, সেখানেও উল্লিখিত সূত্রানুসারে দম্পতি একে অন্যের সম্পর্কে অপাদান বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন কি না, তৎসম্বন্ধে ভাষ্যে কি ভাষ্যপ্রদীপে কিছুই লেখা নাই।

† নবদ্বীপের অর্থ নূতন দ্বীপ;—নূতন দ্বীপের অর্থ পুরাণবর্ণিত

ভদ্রলোকের পক্ষে চাকর মহাশয়, গরিব দুঃখী প্রজার পক্ষে স্থূ-লোদর ও বিকটনেত্র নাএব সম্প্রদায়, কুলনারীর পক্ষে নাট'কে বাবু, অন্তঃসারশূন্য চট'কে লেখকদিগের পক্ষে সমালোচকের সম্মার্জ্জনী, বড় ঘরের ফুটন্ত ছেলেদের পক্ষে সখের ইয়ার, আর ভাঙ্গা ঘরের অফুটন্ত ছেলেদের পক্ষে শুঁড়ী কি স্তুদের বণিক্ ঘোরতর অপাদান।

যত আদানম্—। ৩।

যাহা হইতে আদান অর্থাৎ উশুল করা যায়, তাহাও অ-পাদান বলিয়া অভিহিত হয়।

হতমূর্খ কুলীনের অপাদান অধিকতর মূর্খ শ্রোত্রিয়, বংশজ কিংবা মৌলিক-সমাজ। আছালতশ্রেণির ওমেদারের অপাদান দেশস্থ নিরীহ ভালমানুষ,—কুটুম্বশ্রেণিস্থ ভাতু'ড়ের অপাদান বড়মানুষ কুটুম্ব, বৈদ্যশ্রেণিস্থ হাতু'ড়ের অপাদান গ্রামস্থ অশি-ক্ষিত লোক ও বৃদ্ধা গৃহিণী, উকীল ও মোক্তারের অপাদান মাম-লাবাজ ভূম্যধিকারী এবং চাঁদাজীবীর অপাদান সভাবাজ কিংবা রাজনীতিবাজ নূতন ধনী। লম্বসাটপটাবৃত, নিসানসহি জামাই বাবুর পক্ষে এই অর্থে শ্বশুর এক চমৎকার অপাদান। গুরুর অ-পাদান শিষ্য, যত ইচ্ছা তত উশুল করিয়া লও, কথাটিও বলিতে পারিবে না। কোন নূতন রকমের টেক্সের বেলায়, সরকারের অপাদান জমিদার, জমিদারের অপাদান তালুকদার, তালুক-দারের অপাদান হাওলদার এবং সকলের শেষ অপাদান মাঠের কৃষক। ভারতবর্ষ বিদেশীয় বণিগ্জাতির সম্বন্ধে আজ কাল বড় সন্তোষজনক অপাদান হইয়া উঠিয়াছে। অলঙ্কার উশুল

জম্বুদ্বীপাদি সপ্তদ্বীপের মধ্যে যাহার গণনা নাই, আধুনিক ইতি-হাসের তাদৃশ কোন অসামান্য দ্বীপ।

করিবার সময়, স্ত্রীর পক্ষে স্ত্রৈণ স্বামীকেও অপাদান বলা যাইতে পারে।

ভুবঃপ্রভবঃ—। ৪।

আবির্ভাব-ভূমি অর্থাৎ প্রথম প্রকাশ স্থান অপাদান হয়।

যে স্থানে কতকগুলি লোক একত্র উপবেশন করে,—এক জনে কি বলে, আর সকলে করতালি দিয়া দশদিগ পূর্ণ করিয়া লয়, তাদৃশ স্থানকে অপাদান বলি। কারণ তথায় অনেকের মাহাত্ম্য প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অর্থে আরও অনেক প্রকারের স্থান অপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পরাজেরসোঢ়ঃ—। ৫।

যিনি যাঁহার নিকট যে বিষয়ে হারি মানেন, তিনি তাঁহার নিকট সেই সম্পর্কে অপাদান। যথা, তাশ পাশা ও দবা প্রভৃতি ক্রীড়নক ভবচন্দ্রের নিকট হারি মানিয়াছে; অতএব ভবচন্দ্র অপাদান;—অথবা ভবচন্দ্র তাশ পাশার নিকট হারি মানিয়াছে, অতএব তাশ পাশা তাহার সম্পর্কে অপাদান। গৌরী, মাধ্বী ও পৈষ্টী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মদিরা মোহনচাঁদের নিকট হারি মানিয়াছে, অতএব মোহনচাঁদ অপাদান;—অথবা মোহনচাঁদ মদিরার নিকট হারি মানিয়া এইক্ষণ গাঁজা ধরিয়াছেন, অতএব মদিরা মোহনচাঁদের অপাদান। বাঙ্গলা গ্রন্থ এবং প্রগল্‌ভা বঙ্গবধূ ইদানীন্তন বাবুদিগের সাধারণ অপাদান। কারণ বাঙ্গলা গ্রন্থে তাঁহাদিগের দন্তস্ফুট হয় না, এবং বঙ্গভামিনীর ভ্রূকুঞ্চনের কাছেও তাঁহারা স্থিরপ্রাণে তিষ্ঠিয়া দাঁড়াইতে পারেন না। অনেকের পক্ষে গ্রন্থমাত্রই অপাদান। কারণ ক অক্ষর তাঁহাদিগের গোমাংস। কি বাঙ্গালা, কি ইংরেজী, কি ফারসী, কি নাগরী কোন ভাষার কোন গ্রন্থেই তাঁহাদিগের ঢেঁকিরামী বুদ্ধি প্রবিষ্ট হয় না। কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম তাঁহার টোলের রমাকান্ত ভট্টা-

চার্য্যকে অপাদান বলিয়া অভিবাদন করিবেন, কেন না তিনি অহোরাত্র প্রাণপণ করিয়াও পরিশেষে রমাকান্তের নিকট হারি মানিয়াছিলেন,—এবং এইক্ষণও শিক্ষাব্যবসায়ী ব্যক্তি মাত্রেই কোন না কোন ছাত্রকে এই অর্থানুসারে অপাদান বলিয়া অভ্যর্থনা করেন। কারণ, আদেশ, উপদেশ ও যষ্টি মুষ্টি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রক্রিয়াই তাদৃশ ছাত্রের নিকট পরাভূত হয়।

যতঃ প্রমাদঃ—। ৬।

যাহা হইতে প্রমাদ ঘটে, তাহাকেও অপাদান বলে।

মূর্খপুত্র, মূর্খমিত্র, মূর্খমন্ত্রী ও মূর্খবৈদ্য এই চারিটিই এই সূত্রের উদাহরণ স্থলে সর্ব্বপ্রথমে অপাদান বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। কৃপণ পিতা চিরজীবনের যত্নে যাহা কিছু সঞ্চয় করে, মূর্খপুত্র চক্ষু ফুটিতে না ফুটিতেই ধূলিরাশির সহিত তাহা উড়াইয়া দিয়া নানারূপ প্রমাদ ঘটায়;—শত্রু না যত অপকার করে, মূর্খমিত্র তাহা হইতেও অধিকতর অপকারের কারণ হয়; মূর্খমন্ত্রী হিতৈষিতা সত্বেও আপনার মূর্খতাহেতু কুবুদ্ধি দিয়া বিপদে ডুবায়;—এবং মূর্খবৈদ্যই যে, যমের সাক্ষাৎ অবতার, সকল শাস্ত্র এবং সকল দেশেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুষ্যগণনায় মূর্খস্বামী এবং রূপাভিমানিনী কুলকামিনীও প্রমাদজনক বলিয়া অপাদান সংজ্ঞা পাইতে অধিকারী। বস্তুগণনায় এই সূত্রের প্রধান উদাহরণ মদ আর সুদ। কারণ, এই দুইই যে ভয়ানক প্রমাদের নিদান তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কোন কোন বৈয়াকরণ মুদ্রা ও কঙ্কণের ঝণৎকারকেও প্রমাদের বীজ বলিয়া অপাদান সংজ্ঞা দেন। তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্তে অতিব্যাপ্তি দোষ স্পর্শে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

সম্প্রদান।

যস্মৈ দানম্—।১।

যাহার উদ্দেশে দান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে।

সংসারে সম্প্রদান কারকের অভাব নাই। সকলেই, কাহারও না কাহারও নিকট, কোন না কোন সময়, সম্প্রদানের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করেন। দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়ার সময়ে, সম্প্রদান কারকের উৎপীড়নে দ্বার অবরোধ করিতে হয়। সম্প্রদানের মধ্যে এদেশে গুরু, পুরোহিত, ভাট, বামন, বৈষ্ণব ও ভিক্ষুক প্রভৃতিরই বিশেষ গণনা। বঙ্গের মহারাজগুরুরা সম্প্রদানের শিরোমণি।* কোন দেশেই অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মত সম্প্রদান আবির্ভূত হয় নাই। ছাত্রকে চপেট এবং অশ্রুপূর্ণনয়না অসহায়া বৃদ্ধা জননীকে গালাগালি দিতে হইলে, তাঁহাদিগকে সম্প্রদান বলা যায় কি না ইহা মীমাংসিত হয় নাই। 'খণ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটং দদাতীতি' ভাষ্যপ্রয়োগানুসারে পূর্ব্বোক্ত স্থলেও সম্প্রদান সংজ্ঞার ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিলাতে সম্প্রদানদিগের উপর বড় শাসন। তাহাদিগকে রাজপথে দাঁড়াইয়া লোককে জ্বালাতন করিতে দেয় না। তাহারা কাগজ ছাপাইয়া আড়ম্বর সহকারে দান গ্রহণ করে, অতএব তাহারা মহাসম্প্রদান।

রুচ্যর্থানাম্প্রীয়মানঃ—।২।

যে বস্তুটি যাহার নিকট ভাল লাগে, সেই বস্তুর সম্বন্ধে তিনি সম্প্রদান।

তোমার বাগানে জাতি, যুতি, ও মল্লিকা প্রভৃতি ফুলগুলি

---

* Vide the great Maharaja Libel Case of Bombay.

—"ধনদারাদিকং সর্ব্বং গুরবে হি নিবেদয়েৎ"।

ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা আমার নিকট বড় ভাল লাগে। অতএব ঐ ফুলগুলির সম্বন্ধে আমি সম্প্রদান। আমি চাহিয়া নিতে পারি,—ভাল ; না চাহিয়া নিতে পারি,তাহাও ভাল। কিন্তু আমি সম্প্রদান। এইরূপে, তোমার ঘর বাড়ী, জমা জমি, তোমার রাজ্য, তোমার দেশ, তোমার ঐ কণ্ঠবিলম্বি স্বর্ণহার, এবং তোমার আরও যাহা কিছু আছে, সবই আমার নিকট ভাল লাগে। অতএব তোমার সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই আমি স্বয়মিচ্ছু সম্প্রদান। তোমায় জানাইয়া নি, আর না জানাইয়া নি, আমার যখন চ'খে লাগিয়াছে ও চিত্তে রুচিকর জ্ঞান হইয়াছে, তখন আমার সম্প্রদানতা আর ঠেকায় কে? কারণ শাস্ত্রে আছে, "দেবদত্তায় রোচতে মোদকঃ"—মোয়াটি দেবদত্তের বড় ভাল লাগে, অতএব দেবদত্ত ঐ মোয়াটির সম্পর্কে সম্প্রদান। তবে এক প্রতিবন্ধক এই, তুমিও আমার যাহা কিছু আছে না আছে, তৎসম্পর্কে আপনা আপনি সম্প্রদান হইয়া বসিতে পার। এইরূপ সম্প্রদানতার সংঘর্ষস্থলে মীমাংসার একমাত্র শাস্ত্র সমাজবিজ্ঞানরূপ আধুনিক ভাষ্য। কিন্তু তাহার দোহাই সকলে মানে কি?

করণ।

সাধকতমং করণং।

পরকীয় ক্রিয়া নিষ্পত্তির যে সর্ব্বপ্রধান সাধক, তাহাকে করণকারক বলে।

করণকারক অলস ও নিষ্ক্রিয় নহে। সে সর্ব্বদাই ভাল কি মন্দ কোনরূপ ক্রিয়ায় সংলিপ্ত থাকিবে। কিন্তু সে ক্রিয়া, তাহার নিজের নহে। কর্ত্তা তাহাকে যে ভাবে যে ক্রিয়ায় নিয়োগ করেন, সে সেই ভাবে সেই ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয়। রাখালের হাতে লড়ি, শ্যামের হাতে বাঁশী, বাজিকরের হাতে পুতুল, কুলটার হাতে কামিনীবল্লভ, আমলার হাতে নূতন হাকিম, নিম-

চাঁদের হাতে অটল, ইঁহারা করণ কারক। কর্ত্তারা যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করেন, ইঁহারা তাহার সহায়তা করেন। কলুর বলদ করণ কারক, তেল কাকে বলে তা চক্ষে দেখিতে পায় না, অথচ দিবারাত্র ঘানি টানে। আফিসের কেরাণী এবং আদালতের মোহরের করণ কারক; কি লেখে তা বুঝে না, অথবা বুঝিতে চায় না, কি বুঝিবার অবকাশ পায় না, অথচ সকল সময়েই লেখে। দলপতির হাতে ভক্তিডোরে বান্ধা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভক্তেরা করণকারক। তাহাদিগের উদরে প্রকৃত কর্ত্তা যে দুই চারিটি বুলি ফুৎকার সহ পূরিয়া দেন, তাহারা তাহাই সকল স্থানে সতত বলিয়া বেড়ায়, এবং বলিয়া বলিয়া বালক ভুলাইয়া দলনাথের দলপুষ্টি করে। চাটুপটু ব্যক্তিরা, চাটুবাক্যে মনোমোহন করিয়া, যাহার দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া লয়, সেও সর্ব্বথা করণকারক। কারণ, ইহা অহরহই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হয় যে, স্তুতিবাদের শ্রুতিসুখাবহ সুমধুরধ্বনিতে হৃদয় বিমোহিত হইলে, লোকে অতি সহজেই কর্তৃত্বে বঞ্চিত হইয়া করণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যাকরণ অনুসারে করণকারক আরও অনেক আছেন, তাঁহাদিগকে সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে না পাইলেও তাঁহাদিগের কাহিনী শুনা যায়, এবং কার্য্যফলেই তাঁহাদিগের পরিচয় পাইতে হয়। কারণ তুমি ক্রিয়া কর, আর ক্রীড়া কর,—দেবতার বাঞ্ছিত দুর্ল্লভরত্নের জন্য আকুল হও, অথবা পিশাচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পঙ্কে ডুব, করণকারকের সাহায্য বিনা কিছুই সম্পাদিত হইবার নহে। যাঁহারা কণিকনীতির কালকূট লইয়া ক্রীড়া করেন, করণকারকের প্রয়োগনৈপুণ্যেই তাঁহাদিগের প্রধানপরীক্ষা। যাঁহারা আর পাঁচ রকমের কার্য্য করেন, তাঁহাদিগেরও প্রধান সাধন করণকারক। কেন না, লোকে যাহাকে উপকরণ বলে, তাহাও করণেরই অন্তর্গত।

আমরা বাহুল্যভয়ে সর্ব্ববিধ করণের নাম সংকলন না করিয়া, এস্থলে দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিলাম।

অধিকরণ।

আধারোঽধিকরণম্।

ক্রিয়ার যে আধার, তাহাকে অধিকরণ কারক বলে।

অধিকরণকারক শয়ন মন্দিরের খট্টার ন্যায় কোন এক স্থলে পড়িয়া থাকেন, কর্ত্তা তাঁহার মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া লোককে নিমন্ত্রণ খাওয়ান। অনুষ্ঠিত কার্য্যের গুণ ও যশ টুকু কর্ত্তার, দোষ ও অপযশখানি অধিকরণের। ইংরেজিতে অনুবাদ করিতে হইলে, অধিকরণ কারককে কোন কোন অর্থে scape-goat বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়। কারণ, সকলেই সকল কর্ম্মের মন্দ ফল অধিকরণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া থাকেন।

যে স্থলে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাকেও অধিকরণ বলে। যথা গৃহে উপবেশন করিয়াছে, এই বাক্যে গৃহ অধিকরণ কারক। এ দেশের পুরুষেরা পূর্ব্বকালে অরণ্যে তপশ্চরণ করিতেন, রণক্ষেত্রে সম্মুখযুদ্ধে বিক্রম দেখাইতেন, এবং অন্তঃপুরে পুরবাসিনীদিগের সন্নিধানে বিনীতভাবে অবস্থিত থাকিতেন। তখন অরণ্য, রণক্ষেত্র, এবং অন্তঃপুর যথাক্রমে তাঁহাদিগের তপশ্চর্য্যা, বিক্রমপ্রকাশ এবং বিনয়প্রদর্শনরূপ ক্রিয়াত্রয়ের অধিকরণ ছিল। তাঁহারা এইক্ষণ বহুলোকাকীর্ণ, কোলাহলপূর্ণ, শতদীপসমুজ্জ্বল সভাস্থলে তপস্যা করেন ; বিক্রমপ্রকাশ অর্থাৎ জাঁক পাক জাহির করিতে হইলে, অবগুণ্ঠনাবৃতা অন্তঃপুরসুন্দরীদিগের সম্মুখীন হন ; আর পদাঘাত সহিয়াও পরাক্রান্ত শত্রুর নিকট বিনয় ও নম্রতা দেখান। সুতরাং সভাস্থল, অন্দরমহল, এবং শত্রুসান্নিধ্যই ইদানীং বিপরীতরীতিক্রমে তাঁহাদিগের প্রাগুক্ত তিনটি ক্রিয়ার অধিকরণ হইয়াছে

সন্দেহ নাই। এইরূপ যে ঘটিবে তাহা পূর্ব্বতন টীকাকারেরা বুদ্ধির অল্পতাহেতু অনুমান করিতে পারেন নাই।

কর্ম্ম।

কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম।

কর্ত্তা যেটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাকে কর্ম্মকারক বলে।

এই অর্থানুসারে ছাগ মেষ প্রভৃতি দেবতাদিগের প্রিয় বস্তুকে কর্ম্মকারক বলা যাইতে পারে। সুতরাং, যাহারা পুরুষকার পরিহার করিয়া ছাগ মেষের মত জীবন যাপন করেন, তাঁহারা কর্ত্তার সম্পর্কে কর্ম্মকারক। কর্ম্মকারকের আর একটি অপেক্ষাকৃত সরল সংজ্ঞা আছে, তাহা এই—

ক্রিয়য়াক্রান্তং কর্ম্ম।

কর্ত্তার ক্রিয়া দ্বারা যে আক্রান্ত হয়, অর্থাৎ কর্ত্তার ক্রিয়া যাহার গায়ে যাইয়া ঠেকে, তাহাকে কর্ম্মকারক বলে। ইংরেজেরা বিলাতে ক্রিয়া করেন। সেই ক্রিয়া, সাগর পার হইয়া, পাহাড় ভেদ করিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়া ঠেকে, অতএব ভারতবর্ষবাসীরা এই সম্বন্ধে কর্ম্মকারক। গোসাঞি প্রভু আসরে নামিয়া, বাহু লাড়িয়া বৃন্দাবনলীলা বর্ণনা করেন; শ্রোতৃবর্গ অশ্রুধারায় আকুল হইয়া একে অন্যের অঙ্গে গড়াইয়া পড়ে। কোন বক্তা সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া গগণভেদি তার স্বরে দুটা অসম্বদ্ধ কথা ছাড়িয়া দেন; আর অজাতশ্মশ্রু বালকবৃন্দ প্রমত্তবৎ নাচিয়া উঠে। কেহ কবিকল্পিত কপিবরের ন্যায়, সভ্যতা শিক্ষার অভিলাষে দু চারি দিন দেশান্তরে পর্য্যটন করিয়া দেশে আসিয়া কি দুই একটা চিজ প্রদর্শন করেন, এবং সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়। ইহারা সকলেই কর্ম্মকারক; কারণ, ইহারা অন্যদীয় ক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

যাহারা বুদ্ধি স্বত্বেও পরের বুদ্ধিতে চলে, চক্ষু স্বত্বেও পরের চক্ষে দেখে, অন্যে খাওয়াইলে খায়, আপনি কখনও আহারের অন্বেষণ করে না,—অন্যে উঠাইলে উঠে, আপনি উ-ঠিবার জন্য যত্নপর হয় না; চরণে আঘাত কর, তাহা সহিয়া লইয়া, সেই চরণই লেহন করে, তাহাদিগকেও কর্ম্মকারক বলি। বাঙ্গালি সর্ব্বত্রই কর্ম্মকারক, গৌরাঙ্গদিগের নিকট বি-শেষতঃ।

কর্ত্তা।

স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।

যে আপনার ক্রিয়াতে করণাদি কারকান্তরের উপযুক্ত সহায়তা ব্যতিরিক্ত কখনও কোনরূপ নিকৃষ্ট পরতন্ত্রতা স্বীকার করে না, আপনিই স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হয়, তাহাকে কর্ত্তৃকারক বলে। অথবা—

ক্রিয়াসম্পাদকঃ কর্ত্তা।

যিনি আলস্যকীট কিংবা কাষ্ঠলোষ্ট্রের ন্যায় কোথাও পড়িয়া থাকেন না, অথবা বাতে স্থিত তৃণের ন্যায় পরকীয় শক্তি-তে ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়েন না, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জগতে স্বয়ং কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহাকে কর্ত্তা বলি।

যেমন খগসমাজে গরুড়, আর পশুসমাজে সিংহ, সেই-রূপ কারকমধ্যে অথবা মনুষ্যসমাজে কর্ত্তা। যাঁহারা কর্ত্তৃকারক বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহাদিগকে দেখিলেই চেনা যায়। তাঁ-হাদিগের ললাট প্রশস্ত, মস্তক উন্নত, দৃষ্টি মর্ম্মস্পর্শিনী, বুদ্ধি গভীর, আত্মা উদ্যমপূর্ণ, আকাঙ্ক্ষা অতীব উচ্চ, চিত্ত নির্ম্মল, অচঞ্চল ও পর্ব্বতবৎ ধীর, বাক্য অর্থযুক্ত এবং গতি স্বাধীনতা-ব্যঞ্জক। কি তাঁহাদিগের দেহ, কি তাঁহাদিগের মন, কিছুই পরকীয় লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত নহে। তাঁহাদিগের আলস্য নাই, ঔ-

দাস্য নাই, আহারনিদ্রায় দৃক্‌পাত নাই এবং কালাকালভেদ নাই। তাঁহারা সকল সময়েই কার্য্যলিপ্ত। কর্ত্তা নিকটস্থ হইলে কর্ম্মকরণাদি অন্যান্য সমস্ত কারক আপনা হইতেই শ্রদ্ধাবনত অথবা শক্তিমোহে অনুগত হইয়া পড়ে। কর্ত্তাদিগের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে। কিন্তু ভাল মন্দ উভয়ই অবিসংবাদিতরূপে কর্ত্তা। যথা মেরাট ও ওয়াশিংটন, হেমডেন, ও রবিস্পিয়র।

পরিশিষ্ট।

অবস্থাবশাৎ কারকাণি।

যে স্থলে যে কারক বিহিত হইল, অবস্থাবশতঃ কোন কোন সময়ে তাহার অন্যথাভাব ঘটিয়া থাকে। যথা কেহ পুরুষসমাজে কর্ম্মকারক, নারীসমাজে কর্ত্তৃকারক, আর সুচতুর বুদ্ধিমানের হস্তে করণ কারক। বঙ্গদেশীয় রাজা মহারাজ ও হুজুরদিগের মধ্যে অনেকেই অধীনবর্গের নিকট কর্ত্তৃকারক, তখন গর্জ্জনে বজ্রধ্বনিও নীচে পড়ে, এবং চক্ষুর বিকট আবর্ত্তনে বালকবৃন্দও ভয়ে পলায়; আর সাহেবদিগের নিকট কর্ম্মকারক, কারণ সর্ব্বদাই শ্বেতাঙ্গপদারবিন্দে প্রণত এবং তাঁহাদিগের পদরেণু স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্ত।

বক্তা।—যাহারা পরের কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাদিগকে প্রযোজ্য কর্ত্তা বলে। পূর্ব্বতন ভারতবাসীরা স্বকীয় ক্ষমতায় স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করিতেন, অতএব তাঁহারা প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন। ইদানীন্তন ভারতবাসীরা পরের ক্ষমতায় পরকীয় প্রণোদনে কর্ত্তৃত্ব করেন, অতএব তাঁহারা প্রযোজ্য কর্ত্তা। পরে চালায় বলিয়া তাঁহারা রেলের গাড়িতে চলেন, পরে দেখায় বলিয়া তাঁহারা গ্যাসের আলো দেখেন,—তাঁহাদিগেরই পাট তুলা দিয়া পরে তাঁহাদিগকে বস্ত্র বুনাইয়া দিলে

তাঁহারা সখ করিয়া পরিধান করেন এবং দীপশলাকার প্রয়োজন হইলেও তাঁহারা পরের দিকে চাহিয়া রহেন।

উপসংহার—বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র মানবজীবনরূপ অবিনাশি বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য এই কারক প্রকরণ পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের প্রতি পরিশেষে উপদেশ এই, তাঁহারা যেন সকলেই অবস্থাধীন কারকতা পরিহার করিয়া ইচ্ছাধীন কারকতা লাভ করিতে কায়মনোবাক্যে যত্নপর হন, এবং কোনরূপ জঘন্য জাতীয় করণকারক কিংবা জঘন্য লোকের জঘন্য ক্রিয়াক্রান্ত কর্ম্মকারকের দশায় পরিণত না হইয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তির মাত্রানুরূপ কর্ত্তৃকারকতা উপার্জ্জন করিতে প্রাণপণ করেন। আর সর্ব্বসাধারণ মনুষ্যসন্তানের প্রতি সাধারণ উপদেশ এই, পাণিনির শিষ্যবর্গ তাঁহাদিগের সম্পর্কে যাহাতে 'নিপাত' সংজ্ঞা প্রয়োগ করিতে না পারে, তৎপ্রতি যেন তাঁহারা দৃষ্টি রাখেন। কেন না, মনুষ্যের মধ্যে বাঞ্ছিত ক্রিয়াযোগে অতিক্ষুদ্র মনুষ্য হওয়াও বাঞ্ছনীয়, তথাপি নিক্রিয় হইয়া 'নিপাত' নামের উপযুক্ত হওয়া প্রার্থনীয় নহে।

সামাজিক নিগ্রহ।

অমিশ্রসুখ ও অমিশ্রসম্পদ মনুষ্যের আশাতীত পদার্থ। যে-খানে যে পরিমাণে পরিতৃপ্তি, সেখানে সেই পরিমাণে অতৃপ্তি ; যে বাণিজ্যে যে পরিমাণে ক্রয়, সেই বাণিজ্যে সেই পরিমাণে বিক্রয়। প্রণয়ে পরাধীনতা, ভোগে বৈরাগ্য, আশায় উদ্বেগ, প্রভূত্বে আপদ, কীর্ত্তিতে কলঙ্ক, বৈভবে লোকের বিদ্বেষ এবং বৃদ্ধিতে অহেতুক ভয়। এই ক্ষতিলাভ এবং সঞ্চয় ও অপচয়ের নিয়ম অব্যর্থ ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। সংসারে কোথাও ইহার অন্য-থাভাব পরিলক্ষিত হয় না। মনুষ্যের সামাজিক সুখ ও সামা-জিক সম্পদও প্রকৃত প্রস্তাবে কড়ায় ক্রান্তিতে এই নি-ষ্ঠুর নিয়মের অধীন। দার্শনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা সমাজ-শক্তির অন্ধভক্ত, তাঁহারা আপাততঃ এই কথায় সায় দিতে ইচ্ছুক না হইলেও, অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিলে, অবশ্যই পরি-শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। প্রত্যক্ষপ্রমাণের সহিত কে কোথায় দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিতে পারে ?

সমাজের গৌরব সর্ব্বত্র অবিসংবাদিত। নিতান্ত স্থূলদৃষ্টিতেও ইহা প্রতীত হয় যে, মানবজাতির অদ্য পর্য্যন্ত যে কোন বিষয়ে যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, সমাজবন্ধনই তাহার পত্তনভূমি। মনুষ্য সামাজিক জীব, তাই মনুষ্য পৃথিবীর রাজা ;—নরলোকে দেবতা ; জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে এবং উর্দ্ধস্থ নভোমণ্ডলে অধীশ্বর। নহিলে, মনুষ্য কোথায় কি অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। বস্তুতঃ, যদি ব্যাঘ্রপ্রভৃতি শারীর-শক্তিসম্পন্ন হিংস্রজন্তুসকল সমাজবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিত, তাহা

হইলে মানবীয় শক্তি, বুদ্ধি ও হৃদয়াদি বৃত্তিচয়ের সাহায্যসত্ত্বেও, ভূলোকে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিত কি না, সন্দেহের কথা। আবার দেখ, সমাজ-বন্ধন যে শুধু মনুষ্যের যাবতীয় সম্পদের নিদান, এমন নহে। মনুষ্যের যত কিছু সুখ আছে, তাহারও প্রধান প্রস্রবণ সমাজ। মনুষ্য একাকী দুখানি হাত আর দুখানি পা লইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে; কোটি লোক সমবেত হইয়া সেবকের মত নিয়ত তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। তাহার একটি অভাব অনুভূত হইতে না হইতে, সেই অভাব মোচনের জন্য চতুর্দ্দিগ্ হইতে সহস্রবিধ সামগ্রী আপনি আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে। সে হাসিলে, সংসার হাসে; সে দুঃখে এক ফোটা চক্ষের জল ফেলিলে, আকাশ রোদন-ধ্বনিতে নিনাদিত হয়। ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে। গভীরভাবে চিন্তা করিলে, ইহার অপার মহিমার নিকট মস্তক স্বতঃই অবনত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সৌভাগ্যও অমিশ্র বস্তু নহে। বিধাতার কি ইচ্ছা, এ কমলও কণ্টক-জড়িত! সামাজিক জীবনের সুখ ও সম্পদের ত অবধিই নাই; কিন্তু নিগ্রহ কতগুলি আছে, তাহাও একবার আলোচনা কর। মনুষ্যজাতি বিনা মূল্যে এই অসীম বৈভবের অধিস্বামী হইয়াছে, ইহা ভুলিয়াও মনে করিও না।

সামাজিকনিগ্রহের অনেক অর্থ হইতে পারে। রাজা যে দণ্ড বিধান করেন, এক অর্থে ইহা সামাজিকনিগ্রহ। কারণ, সমাজশক্তি রাজার নিকট অর্পিত না হইলে তিনি কাহারও কিছু করিতে পারেন না। শিক্ষালোকশূন্য মূর্খদিগের অবশ্যই এইরূপ সংস্কার থাকিতে পারে যে, সংসারে রাজা বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, রাজকীয় বেশভূষায় অলঙ্কৃত এবং রাজশক্তির প্রচণ্ড প্রতাপে প্রতাপান্বিত, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্যশ্রেণির বহির্ভূত এক প্রকার বিচিত্র জীব। তাঁহারা যাহা

ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং যাহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে অধিকারী হন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপ্লব পরম্পরা এবং ঊনবিংশতি শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞান ইহা বাহুবলে, বাক্যবলে, এবং নীতির অকাট্য যুক্তিবলে সপ্রমাণ করিয়াছে যে, অন্যান্য মনুষ্যও যেমন সমাজের আশ্রিত ও সমাজরক্ষিত, রাজারাও তেমনই সমাজের আশ্রিত ও সমাজরক্ষিত। রাজাদিগের যাহা কিছু বল সম্ভবে, তাহার আদিবীজ সমাজ। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজা কি রাজপুরুষকৃত সর্ব্বপ্রকার নিগ্রহই সামাজিকনিগ্রহের নামান্তর মাত্র। রাজা যদি অতি নীচপ্রকৃতি ও নিকৃষ্ট মতির লোক হন, তাহা হইলে তিনি সমাজশক্তির অপব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু সেই অপব্যবহারও সমাজের নামে। সমাজ ছাড়া রাজা আর শক্তিশূন্য জড়পদার্থ উভয়ই অবস্তুমধ্যে পরিগণনীয়। যাজকের অভিসম্পাত, জাতিচ্যুতি, লোকাপবাদ, এগুলিও সামাজিকনিগ্রহ। কারণ, ঐ সমস্ত স্থলে একটি বা কএকটি লোক, সমাজের কোন না কোন এক বিভাগের প্রতিনিধিরূপে,এক বা দশজনের এইরূপ নির্য্যাতন করে। যখন সমাজের দোহাই না দিলে ঐরূপ নির্য্যাতনের কিছুই মূল্য কি মাহাত্ম্য থাকে না, তখন উহাকে সামাজিকনিগ্রহ বিনা আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু আমরা এ প্রবন্ধে যে সকল নিগ্রহের প্রসঙ্গ করিব, তাহা উল্লিখিত উভয়বিধ নিগ্রহ হইতে পৃথক্। পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহ সকল বাস্তব বা কল্পিত অপরাধের শাস্তি স্বরূপ। কেহ দোষ করে, এবং দোষের ফলভোগী হয়। ইহাতে ক্ষোভ করিবার কিছুই কারণ নাই। কিন্তু মনুষ্যজাতি সমাজের অপূর্ণতা ও অভ্যন্তরীণ রুগ্নতাহেতু বিনাদোষেও যে সকল অপ্রতীকার্য্য নিগ্রহ ভোগ করিয়া আসিতেছে, আমরা তাহ

হাকেই প্রকৃত সামাজিকনিগ্রহ বলি। ইহার কএকটি উদাহরণ দেখ।

আমাদিগের বিবেচনায় সামাজিকজীবনের সর্ব্বপ্রধান নিগ্রহ স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি। আমরা জানি যে, স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচার এক কথা নহে। যিনি স্বাধীন, তিনি মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্য।—তিনি দেবতা। তাঁহার বাসনা ও বিবেক এক পথে বিচরণ করে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও আত্মা একই সূত্রে গ্রথিত রহে। তাঁহার বুদ্ধি ও হৃদয় পরস্পর বিরোধশূন্য হইয়া একে অন্যে কৃতার্থ হয়। পক্ষান্তরে যে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের অধীন হইয়া যখন যাহা মনে লয়, তখনই তাহা করিতে চাহে, সে প্রবৃত্তির ঘূর্ণপাকে পড়িয়া চিরকালই পাগলের মত ঘুরিতে থাকে। কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, যিনি সামাজিক, তিনিই পরাধীন, এবং যিনি যে পরিমাণ সূক্ষ্মসূত্রিত সমাজের সভ্য, তিনি সেই পরিমাণ সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ। স্বাধীনতাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইলে, মনুষ্য কখনই এইক্ষণকার অবস্থান্বিত ছিন্নসূত্রজড়িত সমাজে বাস করিতে পারে না। মনুষ্যের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং মনোবৃত্তিগণের অত্যূর্দ্ধ দেশকেও অতিক্রম করিতে চায়; কিন্তু সমাজ তাহার পায়ে বিবিধ রজ্জু বন্ধন করিয়া তাহাকে ধূলিময় কৌমার ক্রীড়াতেই চিরকাল বান্ধিয়া রাখিতে চেষ্টা করে।

অনেকেই হয় ত শিক্ষার গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া আপনাদিগকে স্বাধীন মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাদৃশ বৃথাভিমানী পণ্ডিতদিগের বিড়ম্বনা চিন্তা করিলে হাস্য সংবরণ করাই কঠিন হয়। তাঁহাদিগের স্বাধীনতা কোথায়? কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীন বলিব? যখন দেখিতেছি যে, তাঁহারা সম্যক্ প্রকারে পরের হস্তে গঠিত, পরের দ্বারা পরিচালিত এবং

পদে পদে পরের অধীন; যখন দেখিতেছি যে, তাঁহাদিগের মনের প্রত্যেক চিন্তা, হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব এবং আশার প্রত্যেক তরঙ্গ সমাজের শাসনে এই একরূপ রহিয়াছে, এই রূপান্তর ধারণ করিয়া আর এক খেলা খেলিতেছে, তখন তাঁহাদিগকে স্বাধীন না বলিয়া ভূতশক্তির ক্রীড়নকনিচয়কেই স্বাধীন বলি না কেন?

ঐ যে ফুলটি স্রোতের জলে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, উহাকে কি তুমি স্বাধীন বল? উহার যদি স্বাধীনতা না থাকে, তবে সামাজিক মনুষ্যেরও স্বাধীনতা নাই। উহাকে জোয়ারে উপরে তুলিতেছে, ভাটায় নীচে নাবাইতেছে এবং তরঙ্গের প্রত্যেক অভিঘাত, একবার ডুবাইয়া, আরবার ভাসাইয়া উঠাইতেছে। সামাজিক মনুষ্যও, অবস্থার স্রোতে নীয়মান হইয়া, আজ সাধুর মূর্ত্তি ধারণে প্রশংসা লইতেছে, কল্য অসাধুর বেশ ধারণ করিয়া তিরস্কৃত হইতেছে; এই দাতা বলিয়া লোকের ধন্যবাদ পাইতেছে, এই কৃপণ কি পরস্বাপহারী বলিয়া কলঙ্কের অর্ণবে ডুবিয়া যাইতেছে। সে কি যেন ভাবে, কি যেন করে, কিছুই তাহার আয়ত্ত নহে। অবোধ মনুষ্য করস্থত্রধৃত পুতুলের খেলা দেখিয়া আমোদ করে; যাঁহার বুদ্ধি আছে, তিনি মানুষীলীলারূপ পুতুলখেলা দেখিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন। যদি স্বাধীনতার সহিত কোন ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা থাকে, সেই ভাব যান্ত্রিকতা। সামাজিক জীবনকে যান্ত্রিক জীবন বলিলে, সে কথা কি কোন মতে অসঙ্গত হইবে? মনুষ্যের হাসি কান্না, আমোদ প্রমোদ, হর্ষ বিষাদ, এবং অনুরাগ ও বিরাগ ইহার অধিকাংশ ভাবই কি যান্ত্রিক লক্ষণে লাঞ্ছিত নহে? তোমার যখন মন খুলিয়া হাসিতে ইচ্ছা হয়, তখন সমাজের 'আদব কাএদা' তোমাকে কাঁদিতে বলে এবং তোমার যখন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, তখন

সেই 'আদব কাএদা' তোমাকে হাসির হিল্লোলে ভাসাইয়া রাখে। এইরূপে তুমি অশ্রুপূর্ণ নয়নে হাস, হাস্যপূর্ণ নয়নে কাঁদ,—বিরক্ত হৃদয়ে ভাল বাসিয়া সেই শূন্যগর্ভ ভালবাসাতেই পরিতৃপ্ত রহ—এবং অনুরক্ত হৃদয়ে ঘৃণা করিয়া সেই শূন্যগভ ঘৃণায় পৌরুষী মহিমার ছায়া দেখ। ইহারই নাম কি স্বাধীনতা?

ধর্ম্ম স্বাধীনতার প্রাণ। মনুষ্যকে সামাজিক জীবনের দক্ষিণাস্বরূপ যথার্থ ধর্ম্মকেও বলিদান করিতে হয়। যথার্থ ধর্ম্মে পরমুখপ্রেক্ষিতা কখনই স্থান পায় না। যথার্থ ধর্ম্মের ভাব স্তুতির কলকণ্ঠে স্ফীত হয় না, এবং নিন্দার বিষদংশনেও শুকাইয়া যায় না। মনুষ্যের সামাজিকধর্ম্ম স্তুতিনিন্দারূপ বিষাণদ্বয়ে বিলম্বিত। বর্ত্তমান সময় যে ভাবের স্বপক্ষ,তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম; আর বর্ত্তমান সময় যে ভাবের বিপক্ষ, তাহাই মনুষ্যের অধর্ম্ম। সে সময়ের শাসনে কখনও যোগী, কখনও ভোগী এবং কখনও বৈদিক, কখনও বৌদ্ধ। এক সময়ে যাহা তাহার ধর্ম্ম, আর এক সময়ে তাহাই তাহার অধর্ম্ম, এবং এক সময়ে যাহা তাহার অধর্ম্ম, আর এক সময়ে তাহাই তাহার ধর্ম্ম। আজি সময়ের শাসনে সে জাতিবন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, কালি সময়ের শাসনে সে জাতিবন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। আজি সময়ের শাসনে ভিক্ষার ঝুলি, ব্যাঘ্রাম্বর, ত্রিপুণ্ড্রক ও ত্রিশূল তাহার ধর্ম্মসাধন; —কালি সময়ের শাসনে ফকিরের কাচমালা কিংবা মঙ্ক ও যেশুটদিগের ক্রুশচিহ্নেই তাহার ধ্যান, ধারণা ও স্বর্গ মোক্ষ। ইহাই কি মনুষ্যের স্বাধীনতার লক্ষণ? পাপ-পুণ্য ও সত্যাসত্যের পরীক্ষার সময়ও মনুষ্য অধিকাংশ লোকের মত কোন্ দিকে, ইহারই গণনা করে; আপনাকে গণনায় আনে না, আনিলেও আপনার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করে না। সে লোকের নি-

কটে ভজনা করে, লোকসমাজে ঢাকঢোল বাজাইয়া দান ও পরোপকারাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং লোকচক্ষুতে প্রসন্নদৃষ্টি দর্শন করিলেই, সকল সাধনা সিদ্ধ হইল ভাবিয়া, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে।

ফরাশিরা একবার সভায় বসিয়া ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছিল। সভ্যদিগের অধিকাংশের মত হইল যে, 'ঈশ্বর নাই'। সভায় ব্যবস্থাপুস্তকেও অমনি লিখিত হইল যে, 'ঈশ্বর নাই'। এই ঘটনা লইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী পণ্ডিতেরা অনেক হাসিয়াছেন। কিন্তু সংসারে সভ্যসমাজে প্রতিদিন যে এইরূপ কত ঘটনা ঘটিতেছে, তৎপ্রতি অনেকেই দৃষ্টি করেন না। যে সকল কথা সমাজে নীতিসূত্র কিংবা ধর্ম্মের মৌলিকবিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে, গাঢ় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, তত্তাবতের অধিকাংশই অধিকাংশ লোকের মতের দ্বারা ব্যবস্থাপিত; অনুষ্ঠানকারীর স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন প্রবৃত্তির সহিত কোনরূপেই সম্বন্ধ নহে। সত্য বটে, কখনও কখনও দুই একটি লোক আপনার পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া প্রবহমাণ স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, এবং আত্মার স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মের নির্ম্মুক্তভাবকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমস্ত সংসারের উপদ্রব নির্ভীক হৃদয়ে মস্তকে বহন করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অনেকেই এক আপদ এড়াইতে গিয়া আর এক আপদে নিপতিত হন। তাঁহারা আপনার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিতে যাইয়া সহস্রাধিক লোকের স্বাধীনতাকে রাহুর মত গ্রাস করিয়া বসেন, এবং আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিবার প্রযত্নেই অসংখ্য লোককে দাসত্বের দৃঢ়নিগড়ে বদ্ধ করেন। যদি মেষ বলিয়া অভিহিত হইলে মনে দুঃখানুভব হয়, তবে ব্যাঘ্র বলিয়া অভিহিত হইলেই কি সুখী হইবার কারণ ঘটিবে? যথার্থ স্বাধীনমনা ব্যক্তি নিজের স্বাধীন-

তাকে যেমন সম্মান করেন, পরের স্বাধীনতা যাহাতে রক্ষা পায়, তজ্জন্যও সেইরূপ যত্নপর থাকেন। কোন দিগে ইহার অন্যথা কি বিরুদ্ধাচরণ হইলেই তিনি সমাজের দাস।

কপটতাশিক্ষা সামাজিকজীবনের আর এক নিগ্রহ। বালকেরা কপট বলিয়া যাহাকে যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলুক; তোমার যদি বুদ্ধি থাকে, তবে তুমি কখনই মনুষ্যকে কপট বলিয়া নিন্দা করিও না। কপটতা মনুষ্যসমাজের অপরিহার্য্য পাপ। যে মনুষ্যসমাজে বাস করিয়াছে, সেই কপট হইয়াছে। কপট না হইলে সামাজিকেরা তাহাকে ক্ষণকালও তিষ্ঠিয়া থাকিতে দেয় না। তুমি যাহাকে হৃদয়ে অশ্রদ্ধা কর, এবং যাহার সংস্পর্শ হইতে সহস্র হস্ত দূরে রহিতে অভিলাষী হও, সমাজের শাসনে তাহাকেও তোমার আদর সহকারে গ্রহণ করিতে হয়; আর যাহাকে তুমি প্রাণের মধ্যে পুষিয়া রাখিতে আকাঙ্ক্ষা কর, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিলেও, অনেক সময়ে তোমার নিন্দার সীমা থাকে না। লোকে যাহাকে সভ্যতা অথবা শিষ্টাচার বলে, তাহার এক অর্থ প্রদর্শন, আর এক অর্থ প্রচ্ছাদন। যাহা সত্য, তাহা তুমি প্রচ্ছাদন করিতেছ, আর যাহা অসত্য, তাহাই তুমি প্রদর্শন করিতেছ। ইহাই সংসারের নীতি এবং ইহাই সভ্যসমাজের পরিগৃহীত পদ্ধতি। যদি তুমি মুহূর্ত্তের জন্যও নিরাবরণ হও, যদি তুমি তোমার হৃদয়ের প্রকৃত ইতিবৃত্ত মনুষ্যজাতিকে অন্ততঃ একবারও খুলিয়া পড়িতে দেও, তুমি শৈশব হইতে যাত্রা করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত কখন কোন্ পঙ্কিল হ্রদে, কখন কোন্ দুরিতময় নিরয়ে ডুব দিয়াছ, যদি তাহা অকপটচিত্তে সকলের নিকট ব্যক্ত কর, তাহা হইলে হয় ত রাজা তোমাকে কারাবাসে দেন, সামাজিকেরা তোমাকে অপাংক্তেয় করেন, আত্মীয় স্বজনেরা তোমা হইতে দূরে চলিয়া যান,

এবং যাঁহাকে কি যাঁহাদিগকে প্রাণের প্রিয়তম পুতুল বলিয়া পূজা করিতেছ, তিনি কিংবা তাঁহারাও তোমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু তুমি ইহার কিছুই করিতেছ না। সমাজ তোমাকে কার্য্যতঃ বঞ্চনা করিতে শিক্ষা দিতেছে, অথবা বাধ্য করিতেছে; তুমিও বাধ্য হইয়া বঞ্চনা করিতেছ। কপট গুরু, কপট শিষ্য উভয়ই সমান শ্রদ্ধাস্পদ ও সমান ভক্তিভাজন !! এইরূপ জীবনে যদিও তোমার সুখের পথে কোন কণ্টক পড়িতেছে না, তথাপি এ কথা নিঃসংশয় যে, জলৌকা যেমন নিঃশব্দে রক্তশোষণ করে, ইহাও সেইরূপ নিঃশব্দে তোমার পুরুষকারকে শোষণ করিতেছে, এবং তোমার যাহা হওয়া উচিত ছিল, তোমাকে তাহা হইতে না দিয়া আর একটা নূতন সাঁচে ঢালিতেছে। যদি একটি মিথ্যা কথা বলিলে পাপ হয়, আর সেই পাপে সাহস-শৌর্য্যাদি অধ্যাত্মসম্পদের কোন প্রকার অপচয় ঘটে; তবে আরম্ভ হইতে শেষ নিরবচ্ছিন্ন কপট জীবনে অবশ্যই সামাজিক মনুষ্যের বিষম অনিষ্ট হইতেছে, সন্দেহ নাই।

সামাজিক জীবনের আর এক নিগ্রহ নীচসেবা। নীচবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নীচসেবা স্বীকার না করিলে, মনুষ্যসমাজে সকল স্থলে অন্ন মিলে না,—মনুষ্যসমাজে স্থানলাভেরও প্রায়শঃ সম্ভাবনা রহে না। শাস্ত্রে ইহা লেখা আছে যে,—

"হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ"

নীতিকারেরা নীতির বিভিন্ন আকৃতিতে এই উপদেশটি অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং কবিসম্প্রদায়ও ইহাকে কথার অনন্তভঙ্গিতে প্রচার করিতে যত্ন পাইয়াছেন।* কিন্তু মনুষ্যসমাজে যাহারা ধনে মানে বড়, যাহারা পাঁচ জনকে পশ্চাৎ ফেলিয়া পংক্তির অগ্র-

* "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

মেঘদূত।

ভাগে আসীন হইয়াছে,—সম্পদ যাহাদিগের মর্কটমূর্ত্তিতে মাধুরী ঢালিতেছে এবং যাহারা সেই সম্পদের সুরাস্বাদে মত্ত হইয়া মনুষ্যমাত্রকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছে,তাহারা কি সাধারণতঃ মহত্ত্বের উপাসক? তাহাদিগের যত কিছু বৃদ্ধি ও বৈভব হইয়াছে, তাহা কি মহত্ত্বের উপাসনার ফল? যদি তাদৃশ ব্যক্তিদিগকেও মহত্ত্বের উপাসক বলিয়া আদর কর, তবে জম্বুকাদি জন্তুরা অপরাধ করিল কিসে? আর, সেই চিরসেব্য, চিরারাধ্য মহত্ত্বই বা কোথায়? যে মহত্ত্বের চিন্তামাত্রেই হৃদয় আনন্দে অধীর হয়, চিত্তবৃত্তি পুলকে পরিপূর্ণ ও উদ্বেল হইয়া উঠে, সেই মহত্ত্ব কোথায় গিয়া লুক্কায়িত রহিয়াছে, কেহ কি তাহা বলিতে পারে? সমাজ যাঁহাদিগকে সেব্য পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছে,—মনুষ্য যাঁহাদিগকে লোকপাল, দিক্‌পাল ও ধর্ম্মাবতার প্রভৃতি উপাধিযোগে আরাধনা করিতেছে,—কবিতা যাঁহাদিগকে কুলটার মত ভজনা করে, ইতিহাস যাঁহাদিগের অনুরোধে দিনকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিন করিতে সম্মত হয়, তাঁহারাই কি সেই মহত্ত্বের আশ্রয়স্থল? যাঁহাদিগকে লোকে নিরো, কেলিগুলা, ক্যাথেরিয়া কিংবা জন কি জেম্‌স্ বলে, তাঁহারাই কি সেই সেবনীয় মহত্ত্বের শারীরদৃশ্য? কিন্তু সমাজের সেব্য সেবক সমান পদার্থ! যেমন দাতা,তেমন গৃহীতা। যেমন দেবতা, তেমনই তাহার পূজক এবং ধূপদীপনৈবেদ্য ও পূজার প্রথা। এবং এইভাবে এইরূপ মহত্ত্বের উপাসনাই সামাজিক জীবনের অর্দ্ধেক কার্য্য!

কেহ বহুসংখ্য মনুষ্যের বক্ষের রক্তে অবগাহন করিয়া আপনার কলঙ্করাশি প্রক্ষালণ করিয়াছেন,—অতএব তাঁহার পাদতলে লুণ্ঠিত হও; কেহ ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি বহুসংখ্য সুহৃৎ স্বজনকে বঞ্চনা করিয়া, অথবা বহুমনুষ্যের ইহপরকালের সকল আশা ও সকল ধর্ম্ম ডুবাইয়া দিয়া আপনি ধর্ম্মাবতার হইয়া-

ছেন, অতএব তাঁহাকে পূজা কর। এইরূপ অসুর, রাক্ষস ও দৈত্যদানবের চরণলেহনই কি সামাজিকসমৃদ্ধির সোপানপংক্তি নহে? পৃথিবীতে কয় জনে ইহার প্রতিরোধ করে এবং প্রতিরোধ করিলেই বা কয় জনে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়া থাকে? পারিসের ভূতপূর্ব্ব বেষ্টাইল, রুসিয়ার বর্ত্তমান সাইবিরিয়া মহত্ত্বের কি পুষ্টির জন্য? ডায়োজিনিস সেকেন্দর সাহকে আপনার দৃষ্টিসান্নিধ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ডায়োজিনিস যদি সামাজিক মনুষ্য হইতেন, এবং সমাজকে মানিয়া চলিতে শিক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ পৌরুষ-প্রতাপ দেখাইতে সাহস পাইতেন কি না, সংশয়ের কথা। যাঁহারা ডায়োজিনিসের প্রাণ লইয়া সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সমাজযন্ত্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া পরিশেষে বেকন কি বকিংহামের আত্মা লইয়া স্বর্গে গিয়াছেন!

আমরা প্রকার মাত্র প্রদর্শন করিলাম; বুদ্ধিমান্ পাঠক একটুকু নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত সংকলন করিতে পারিবেন। কারণ, দেশাচার, কুলাচার ও ভদ্রাচার নামে যত প্রকার আচার ব্যবহার সমাজকর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশইকোন না কোন অংশে মনুষ্যের নিগ্রহস্বরূপ। কেহ দেশাচারের শাসনে দরিদ্র হইতেছে কি দুরিতপঙ্কে ডুবিতেছে, কেহ কুলাচারের নিকট স্নেহ মমতা কি কুলগৌরবকে বলি স্বরূপ উপহার দিতেছে; কেহ ভদ্র হইতে গিয়া প্রকৃত বিচারে অভদ্রতার প্রান্ত সীমায় পঁহুচিতেছে, এবং কেহ বা বুদ্ধি ও হৃদয় প্রভৃতি যাহা কিছু বিধিদত্ত বৈভব ছিল, তাহা সমাজের চরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়া, অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় নিবিড় অন্ধকারে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে।

ইহার পর জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সমাজ যদি বস্তুতঃই ম-

ষ্যের স্বাধীনতার পথে এইরূপ বিষম প্রতিবন্ধক এবং কপটতা, লোকবঞ্চনা ও নীচসেবা প্রভৃতি অধর্ম্মের শিক্ষক, তবে কি ইহা পরিত্যাজ্য? প্রাচীন ঋষিতাপসেরা পুরুষার্থসাধনের জন্য যেরূপ বনচারী হইতেন, আমরাও কি এত শতাব্দীর পরীক্ষার পর এইক্ষণ ফিরিয়া সেই পথ অবলম্বন করিব? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা একবার নহে, সহস্রবার বলিব,—না। যে আশৈশব সমাজের ক্রোড়ে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সমাজের নিকট এত নিগ্রহসত্ত্বেও অশেষ উপকার পাইয়াছে, এইক্ষণ আর তাহার সমাজ-পরিত্যাগের অধিকার নাই। সমাজ মিষ্ট হউক আর তিক্ত হউক, তাহাকে অবশ্যই উহার সংরক্ষণ করিতে হইবে। ইহার নাম কৃতজ্ঞতাধর্ম্ম এবং ইহারই নাম কঠোর কর্ত্তব্যব্রত। কর্ত্তব্যের পথ কাহারও জন্য কুসুমাস্তীর্ণ নহে। আমরা যেরূপ আমাদিগের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক বলিয়া দেহপিঞ্জরকে ভাঙ্গিয়া ফেলি না, জীর্ণ অথবা রুগ্ন হউক উহাতেই কোন প্রকারে অবস্থান করি, এবং যত পারি উহার উৎকর্ষসাধনের জন্য চেষ্টা করি;—সেইরূপ আমাদিগের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক বলিয়া এই সমাজপিঞ্জরকেও আমরা বিনষ্ট করিতে অধিকারী নহি; জীর্ণ অথবা রুগ্ন হউক, উহার মঙ্গলসাধনকেই মনুষ্যত্বের সার বলিয়া স্বীকার করি। ইহা সত্য বটে যে, সমাজের মঙ্গলচেষ্টাও অন্য একভাবে অশেষপ্রকার নিগ্রহের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু ভাল মন্দ উভয়ভাবেই যদি আপনাকে উৎসর্গ দিতে হইবে, তাহা হইলে ভাল'র জন্য আত্মোৎসর্গই ভাল। যেখানে আনুগত্য ও সৎপ্রতিরোধ উভয়ত্রই সমান নিগ্রহ, সেখানে কুৎসিতভাবে কুৎসিত আনুগত্যের বিড়ম্বনাভোগ অপেক্ষা হিতৈষিতার যন্ত্রণাভোগই শ্রেয়স্কর।

প্রণয়ের ইজারা।

A Question of Law.

এ পৃথিবীতে প্রণয়ের কায়েমী পত্তন অর্থাৎ স্থায়ী বন্দোবস্ত বড় অল্প দৃষ্ট হয়। তাদৃশ প্রণয়ের দাতা ও গৃহীতা,—মালিক ও দখলকার উভয়ই সৌভাগ্যবান্। কারণ, যাঁহারা কালের তরঙ্গে আহত ও প্রতিহত হইয়াও সকল অবস্থাতেই সমান রহিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি এবং তাঁহাদিগের সেই সৌভাগ্য চিরদিনই শান্তিসুখের নিদান। সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই যে প্রণয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রণয়ের ইজারা মাত্র। যেমন ইজারা মহাল বৎসরে বৎসরে অথবা দু চারি পাঁচ বৎসরের অন্তরে নূতন লোকের সহিত নূতন বন্দোবস্তের অধীন হয়, ঐরূপ প্রণয় মহালেরও বৎসরে বৎসরে, অথবা দু চারি পাঁচ বৎসর পরে নূতন লোকের কাছে নূতন পত্তন হয়,—এবং ইজারার বিলি বন্দোবস্তে যে সকল নিয়ম দেখা যায়, প্রণয়ের বিলি বন্দোবস্তেও ঠিক্ সেইসকল নিয়মই অবলম্বিত হইয়া থাকে।

ইজারা বন্দোবস্তের এক নিয়ম ডাক পত্তন। মালিক কিংবা মালিকের প্রতিনিধি মহালের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া নিলাম ডাকিতে বসেন,—এবং যে আসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মূল্য ডাকে, তাহার নিকটই মহাল পত্তন করেন। প্রণয়মহালেরও এইরূপ। সেখানেও মালিক কিংবা মালিকের কোন ঘনিষ্ঠ স্বজন ঐরূপ নিলাম ডাকিতে থাকেন; এবং যে ব্যক্তি সাহস করিয়া সকলের উপর উচ্চ ডাক দেয়, তৎকালের জন্য

তাহার হাতেই মহাল তুলিয়া দেন। নয়সো রূপায়া এক,—নয়সো রূপায়া দো,—দেখ যায়;—বড় সস্তা যায়;—এইরূপ অল্প জমায় প্রণয়ের এমন মহাল আর পাইবে না,—নিবে ত এই বেলা নেও, এমন সুখের মহাল সকল সময়ে ঘটিবে না,—এইরূপে ডাক হইতে থাকে এবং যে আসিয়া 'নয়সো রূপায়া তিন' বলে, সে ই মহালের দখলকার হইয়া বসে।

নয়সো রূপায়া একটা কথার কথা; কিন্তু ফল-কথা এই যে, যেমন কোন না কোন রূপ সেলামি বিনা সায়র মহালের পত্তন হইতে পারে না, সেইরূপ কোন না কোন রূপ সেলামি বিনা প্রণয়ের ইজারা মহালেরও পত্তন হয় না। প্রভেদ যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা সেলামির প্রকারভেদে। কোন মহালের সেলামি পাঠা কলা, কোন মহালের সেলামি পাদ-লেহন;—কোন মহালের সেলামি স্তুতির ভেট, কোন মহালের সেলামি স্বর্ণাভরণ। মাতালের প্রণয় পাট্টা করিলে ইজারার সেলামি মদ, এবং গেঁজেলের প্রণয় পাট্টা করিলে ইজারার সেলামি গাঁজা। আর, সরলমতি শিশুদিগের প্রণয় মহাল ইজারা লইলে সেখানকার সেলামি মধুর কথা, মিঠাই মণ্ডা, অথবা দুই একখানি মনোহর খেলেনা। এই শেষোক্ত মহালে মুনাফার অতি অল্প প্রত্যাশা থাকিলেও ঝঞ্ঝাট বড় কম এবং কোন রূপ জ্বালা যন্ত্রণা ও বাজে জমা নাই।

ইজারা বিলির আর এক নিয়ম কর্ণাকর্ণি। মালিক মহালের ডাক করিতে সাহস পান না, এই জন্য প্রার্থীদিগের সহিত কর্ণাকর্ণি করেন; এবং কে কত বেশী বলে, তাহা কর্ম্মচারীর মুখে গোপনে শুনেন। তৃতীয় নিয়ম ধ'রে গছানো। মহালে কোন রূপ খুঁত কি খতরা আছে; কেহ প্রকাশ্য রূপে মহাল ডাকে না, গোপনেও নিতে চায় না। এইরূপ স্থলে

মালিক আপনিই প্রার্থী হইয়া,—সেলামি ও মালিকানার মাত্রা কমাইয়া, কোন না কোন ব্যক্তিকে কিছু কালের জন্য, মহাল গছাইয়া দেন। প্রণয়ের ইজারাতেও এই দুই নিয়মের প্রচলন আছে। ইহাতেও স্থলবিশেষে ঐ প্রকার কর্ণাকর্ণি হয়, এবং স্থলবিশেষে ঐরূপ ধ'রে গছানো দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে দিকেই যেরূপ নিয়ম খাটাও, প্রণয়ের ইজারা বিলি মালিকের যেমন অনিষ্টকর, ইজারাদারেরও তেমনই ক্ষতিকর। জমা জমীর ইজারাতে ইজারার মূল জিনিসটা পুনরায় প্রায় পূর্ব্বের অবস্থাতেই ফেরত পাওয়া যায়। প্রণয়ের ইজারার মূল জিনিসটা হৃদয়; হৃদয়টিকে ইজারার ম্যাদের পর ঠিক্ পূর্ব্বের অবস্থায় পাওয়া যায় কি না সে বিষয়ে গম্ভীর সন্দেহ আছে। কোন ইজারাদার উহাতে একটুকু কালি ঢালিয়া দেয়, তাহা আর উঠে না; কেহ উহার ফুলের বাগান বিনাশ করিয়া আপনার প্রয়োজনে কাঁটাবনের সৃষ্টি করে, তাহার আর উন্মূলন হয় না। সুতরাং মালিক শেষে মহাল লইয়া বিপদে পড়েন। ইজারাদারের অনিষ্ট ইহা অপেক্ষাও অধিক। তুমি ইজারাদার, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পাঠা কলা যোগাইতেছ, কিংবা মনুষ্যত্বের সর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি দিয়া পাদলেহন করিতেছ। কিন্তু মহাল যে দুদিন পরেও তোমার হাতে থাকিবে, তাহা কে বলিতে পারে?—তুমি ইজারাদার, মালিকের মন পাইবার জন্য, কখনও বানর সাজিয়া নৃত্য করিতেছ, কখনও বিদূষকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কান্নার কথায়ও খিল খিল করিয়া হাসিতেছ,—কখনও স্তুতির ভেট মাথায় লইয়া দ্বারে পড়িয়া রহিয়াছ, কখনও ভেটের নৌকায় জাতিমান ও কুল-ধর্ম্ম প্রভৃতি তোমার যাহা কিছু ছিল, তাহা বোঝাই করিয়া ঘাটে পড়িয়া আছ। কিন্তু মহাল যে দুমাস পরেও

তোমার হাতে থাকিবে, তাহার বিশ্বাস কি? এমন অবস্থায় ঐ পাদলেহন প্রভৃতি শৌবনী ক্রিয়া এবং সর্ব্বস্ববিক্রয়ই কি তোমার শেষ দক্ষিণা নহে? দেখ কত লোক ঐরূপ ইজারা লইয়াছে এবং ইজারাদারি করিয়া পরিশেষে দেউলিয়া বনিয়াছে ও ফেইল হইয়াছে। তোমার কি দেউলিয়া বনিতে ও একবারে ফেইল হইতেও দুঃখ কিংবা লজ্জা ভয় হয় না?

এই ভবের হাটে সময়ে সময়েই এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, অমুকের সহিত অমুকের পূর্ব্বে বড় প্রণয় ছিল, এইক্ষণ সে প্রণয় বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সংবাদে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্, তাঁহারা এইরূপ সংবাদে বিস্মিত হন না। তাঁহারা জানেন যে ঐ প্রকার স্থলে প্রণয়ের স্থায়িবন্দোবস্ত ছিল না; শুধু প্রণয়ের ইজারা ছিল। ইজারার মেয়াদ ফুরাইয়াছে ও প্রণয় ভাঙ্গিয়াছে;— জলরেখা জলে ধুইয়া গিয়াছে। শঠতা যেখানে বিশেষ কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য স্বার্থপরতার সহিত প্রণয় করে, সেই প্রণয়ও কি স্থায়ী হইবে? প্রবৃত্তি যেখানে ক্ষণিকতৃপ্তির জন্য প্রমত্ততার সহিত প্রণয়ের বাঁধে বদ্ধ হয়, সেই প্রণয়ও কি অটল রহিবে? অথবা ঘৃণা এবং অবজ্ঞাই যেখানে প্রণয়ের একমাত্র পুষ্টির বস্তু, প্রণয় কি সেখানেও চিরস্থায়িরূপে আবদ্ধ থাকিবে? তাহা হইলে মনুষ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে যত কিছু শুনিয়াছি, সমস্তই মিথ্যা কথা।

চোরচরিত।

(তুলনা)

তুমি চুরি করিয়াছ—এইরূপ প্রশ্ন করিলে অকলঙ্কচরিত্র সাধু ব্যক্তি অমনি ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠে, এবং আন্তরিক বিরক্তি ও অবজ্ঞার একশেষ প্রদর্শন করে। আর, যে প্রকৃত চোর, সেও লজ্জায় জড়সর হইয়া অধোবদনে রহে;—চুরি করিয়াছি এমন কথা প্রাণান্তেও মুখে আনিতে সাহস পায় না। ডাকাতেরা ডাকাতির কথা স্বীকার করিতে কখনও ঐরূপ অসহ্য লজ্জা অনুভব করে না। চৈতন্য জন্মিলে, দুঃখিত হয়, অনুতপ্ত হয় এবং মনের মর্ম্মবেদনায় যার পর নাই জর্জ্জরিত হয়; কিন্তু লজ্জামিশ্রিত হৃদয়জ্বালার সেই যেএক অকথ্য ক্লেশ,তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত থাকে।

স্পেন, ইটালী ও কর্সিকা প্রভৃতি দেশে, লোকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে তেমন লজ্জিত হয় না। যদি কাহারও সহিত কাহারও বিষম মনোবাদ ঘটে, তবে আইনের চক্ষে এক মুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, পরস্পর পরস্পরের রুধির বর্ষণ করা তাহাদের মধ্যে একবারেই দোষের কার্য্য নহে। কিন্তু যদি কেহ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কাহাকেও চোর বলে, তবে যে বলে তারই এক দিন, অথবা যাহাকে বলা হইল তাহারই এক দিন।

চোর পরস্বাপহারী, ডাকাতও পরস্বাপহারী। তবে, এই উভয়ের সম্বন্ধে লোকের মনে এবংবিধ ভাব-বৈচিত্র্য কেন? কেন লোকে চোরকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে; আর কেন ডাকাতকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ না করিয়া বিদ্বেষ ও ভয় করে? আমরা ইহার উত্তরে এই বলি যে, মানব-মনের স্বাভাবিক মাহা-

ত্মাই এই ভাবগতবিভেদের একমাত্র কারণ। মনুষ্যবিশেষের চরিত্রে যিনিই যত প্রকার দোষ প্রদর্শন করুন, সাধারণমানব-জাতিরূপ বিরাটপুরুষের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রকৃতির যে স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুগঙ্গার ন্যায় চিরনিয়ত অন্তস্তলবাহি রহিয়াছে, তাহা কখনই পঙ্কিল হয় নাই, কখনও পঙ্কিল হইবে না। মনুষ্য স্বভাবতঃই মহত্ত্বের ভক্ত ও গৌরবানুরক্ত। ডাকাতের চরিত্রে, নিতান্ত মলিন অবস্থায় রহিলেও, একটু পুরুষকার, একটু মহত্ত্ব আছে; চোরের তাহা নাই। সুতরাং সমস্ত মনুষ্যজাতি, যেন এক মনে, চোর অপেক্ষা ডাকাতকে অধিক সম্মান করে।

ডাকাত ভীরু নয়। সে যখন আক্রমণ করে, তখন শব্দ করিয়া লোককে জানিতে দেয় এবং আলোক জ্বালিয়া লোককে দেখিতে দেয়। না জানাইয়া এবং দেখিতে না দিয়া আক্রমণ করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। চোরের গতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রবেশ করে, নিঃশব্দে অপহরণ করে, এবং আলোক দেখিলেই ভয়ে তাহা নিভাইয়া ফেলে। এক দিকে এই নির্ভীকতা এবং আর এক দিকে এই ভয়-বিহ্বলতাই এই উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্যের প্রধান লক্ষণ, এবং পার্থক্যের এই লক্ষণ নিতান্ত ছোট কথা নহে। যে ভয় মনুষ্যকে দুষ্কৃতি হইতে নিবারণ করে,—সৎকার্য্যে মতি দেয় অথবা সামাজিক শাসনের অধীনে আনে, সে ভয়ের প্রশংসা করি। যে ভয় মনুষ্যকে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে প্রণোদন করে,—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে শাসন করিয়া পরিণাম-চিন্তায় নিযুক্ত রাখে, সে ভয়কে ভক্তি কিংবা বিবেকের সমশ্রেণিস্থ বৃত্তি না বলিলেও সদ্‌বৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করি। কিন্তু যে ভয় ইহার কিছুই না করিয়া ছলনা ও বঞ্চনা মাত্রই শিক্ষা দেয়,—দুর্নীতির

পঙ্কিল হ্রদের মধ্যে একটি গভীরতর গর্ত্ত খনন করিয়া মনুষ্যকে তাহার অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতে চাহে, অথবা আপনিই যুগপৎ দুর্নীতির আবরণ ও অন্যতম সাধন হয়, সে ভয় যে নিতান্তই জঘন্য বস্তু, নিতান্তই ঘৃণার সামগ্রী তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। চোরের চিত্ত এইরূপ ভয়েই জড়িত—গঠিত, ও এইরূপ ভয়েই নিয়ত চালিত, এবং ডাকাত অতিবড় পাপিষ্ঠ হইলেও এইরূপ পূতিগন্ধি ভয়ের সম্পর্ক হইতে নির্ম্মুক্ত। ডাকাতকে সিংহ বলি না; কারণ ততদূর উচ্চাশয়তা নাই। তবে ব্যাঘ্রজাতীয় বলিয়া অকুণ্ঠিতমনে নির্দ্দেশ করিতে পারি। চোরের কথা মনে হইলেই ধূর্ত্ত, বঞ্চক ও ছলনাপর শৃগালজাতি স্মরণপথে উদিত হয়। এই দেখা দিল, এই লুকি মারিল, এই কার কি করিল, এই কোথায় পলাইল, কিছুই কাহারও জ্ঞানগম্য নহে। ডাকাত দুরাত্মা, চোর পিশাচ। ডাকাতের অনায়াসে সংশোধন হইতে পারে; কারণ তাহার প্রকৃতিতে তেজস্বিতা আছে। সেই তেজস্বিতার স্রোত অসৎপথ হইতে সৎপথে প্রবাহিত হইলেই, ডাকাত তেজঃপুঞ্জ সুপুরুষ মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠে। চোরের স্বভাব কিছুতেই শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয় না। চোরকে বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত কর, মাথায় মুকুট পরাও, যত ইচ্ছা তত সাজাও, তথাপি সে চোর। তাহার চক্ষুর চাউনি অবধি চরণবিন্যাসের ভঙ্গি পর্য্যন্ত সমস্তই চৌরলক্ষণাক্রান্ত। অঙ্গারও অগ্নি সংস্পর্শে ক্ষণকাল অগ্নির ন্যায় ধগ্‌ধগ্‌ করিয়া জ্বলিতে পারে। কিন্তু নীচতা যে এক পদার্থ, উহাকে শত বল করিয়া টানিলেও উপরে উঠান যায় না।

কবিসম্প্রদায়ও চোর অপেক্ষা ডাকাতের অশেষ গুণে অধিক সম্মান করিয়াছেন। বিলাতে রবিনহুড ও ভূমধ্যসাগরবিহারী দস্যুপতিদিগের চরিতকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে অনেক খানি সুন্দর

কাব্য লিখিত হইয়াছে, এবং লোকে অদ্যাপি সেই সকল কাব্য আন্তরিক অনুরাগের সহিত পাঠ করিতেছে। বিলাতের সর্ব্বপ্রধান উপন্যাসলেখক ওয়াণ্টার স্কট তদীয় আইভান্‌হো নামক উপন্যাসে রাজবীর রিচার্ড এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ আইভান্‌হোর চরিত্র আঁকিয়া যত আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, বোধ হয় দস্যুরাজ রবিনহুডের চরিত্র চিত্রণে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার রবিনহুড সুন্দর ও মহান্। রবিনহুড মনুষ্যকে ভয় করে না। বয়গিল্‌বার্ট্ ও ফ্রণ্টডিবিয়ফ প্রভৃতি লোকভয়ঙ্কর যোদ্ধৃবর্গ তাহার শত্রু,—রবিনহুডের তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। রাজা জন বহুসৈন্যপরিবৃত সিংহাসনের উপরে বসিয়া তাহার উপর ক্রোধের মর্ম্মান্তিক দাহনে ভ্রূকুটি করিতেছেন, কিন্তু সেই ভ্রূকুটিতে তাহার ভ্রুক্ষেপও নাই। অথচ আইভান্‌হোর অসহায় ভৃত্য রাত্রিযোগে রবিনহুডের হাতে পড়িয়া তাহার মাথায় লগুড়ের আঘাত করিতেছে; রবিনহুড উহাকে অসহায় দেখিয়াই তখন অক্রুদ্ধ ও সর্ব্বতোভাবে ক্ষমাধর্ম্মান্বিত। রবিনহুড বলবান্‌দিগের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া নিত। কিন্তু সেই লুণ্ঠিতবস্তুর বিভাগের সময়ে সে ধর্ম্মাধ্যক্ষ অপেক্ষাও অধিকতর ন্যায়পরতা দেখাইত। সে আপনাকে ধনুর্বিদ্যায় তদানীন্তন বৃটিশ দ্বীপে অদ্বিতীয় বলিয়া জানিত। কিন্তু তাহার কর-ধৃত ধনু ভ্রমেও কখন দুর্ব্বলের উপর শরত্যাগ করিত না এবং সে অন্যলভ্য যশ ও প্রতিষ্ঠায় কখনও কাতর হইত না। সে একগুণে যদি গ্রহণ করিত, সহস্রগুণে পুনরায় বিতরণ করিত;—একজনের যদি অপকার করিত, সহস্রজনের পুনরায় উপকার করিয়া চিত্ত চরিতার্থ রাখিত। বস্তুতঃ আইভান্‌হো নামক উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক কে তাহা নিরূপণ করা কঠিন। রিচার্ড রাজার মধ্যে রাজা, এবং আইভানহো ও

পুরুষের মধ্যে পুরুষ। কিন্তু রবিনহুড দস্যুবৃত্তিতে কলঙ্কিত হইলেও এই উভয়েরই মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইবার যোগ্য। রবিনহুড রিচার্ডকে প্রণয়ের উপহার দিয়াছে, আইভান্‌হোকে নীতির পথ প্রদর্শন করিয়াছে; এবং এই উভয়কার্য্যেই আপনার পৌরুষের উপর অক্ষুব্ধ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একজন দলপতি দস্যুর পক্ষে ইহার উপর আর গৌরব কি?

অধুনাতন উপন্যাসলেখকদিগের অগ্রগণ্য বুলওয়ার লিটনও, পল ক্লিফোর্ডের আখ্যায়িকা লিখিয়া, বহু লোকের চিত্তবিনোদন করিয়াছেন। পল দস্যুদলের নেতা ছিল, সমাজ ও সামাজিক নিয়মের ঘোরতর বিদ্রোহী ছিল এবং ধনীদিগের পরম শত্রু ছিল। তথাপি তাহার সাহস, শৌর্য্য, দুর্ব্বলে দয়া, প্রবলে পরাক্রম, ইত্যাদি পৌরুষগুণনিচয় স্মরণ করিয়া, কে না পুলকে কণ্টকিত হয়? রবিনহুডের কাহিনীতে প্রীতির গন্ধ নাই, পল প্রণয়কুসুমেও অলঙ্কৃত। পল দস্যুনায়কতায় দুর্ব্বার, অথচ প্রণয়ে পবিত্র ও কুসুম-কোমল। কিন্তু পলের সহচরবর্গের মধ্যে, যাঁহারা এদিগে শাস্ত্রের কথা কহিয়া, গোপনে গোপনে চৌর্য্য কর্ম্মে হস্ত প্রসারণ করিতেন, তাঁহাদিগের ছবি মনে পড়িলেই, মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া আসে।

বুলওয়ারের রচিত রায়েন্‌জি নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইহা অপেক্ষাও একটি উৎকৃষ্ট আলেখ্য আছে। রায়েন্‌জি কাব্যের নায়ক, ওয়াল্টার ডি মণ্ট্রিল প্রতিনায়ক। রায়েন্‌জির বল,—বিদ্যা, বুদ্ধি, বাগ্মিতা, চতুরতা, আর লোকের অনুরাগ; ওয়াল্টার ডি মণ্ট্রিলের বল,—দৃঢ় দুই বাহু, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, আর অজেয় সাহস। একজন রাজার বলে বলীয়ান্, আর একজন আপনার বলে বলীয়ান্। একজন দস্যুনিবারক রাজপুরুষ, আর একজন সংসারদ্রোহী দস্যুরাজ। এই শেষোক্ত ব্যক্তি যে, লোকপীড়ক

জয়ধ্বনির মধ্যে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। যাঁহারা সকল বিষয়েই চৌরনীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা আর দশগুণে বিভূষিত থাকিয়াও আজ পর্য্যন্ত জগতের অবজ্ঞাভাজন রহিয়াছেন।

আমরা চোর-চরিত কীর্ত্তন করিতে গিয়া চোর ও ডাকাতের প্রকৃতিগত প্রভেদ দেখাইয়াছি। কিন্তু বোধ হয় ইহাতেই আমাদিগের অভীষ্ট উৎকৃষ্টতররূপে সংসিদ্ধ হইয়াছে। কারণ তুলনায় যাহা বুঝান যায়, সংজ্ঞাদ্বারা তাহা বুঝাইয়া উঠা কঠিন। বর্ত্তমান তুলনায় ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, পরস্বাপহারীদিগের মধ্যে চোর অতি নীচাশয়, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি এবং অধমজাতি ; আর ডাকাত শত অপরাধে অপরাধী হইয়াও নির্ভীকচিত্ত, পাপরত হইয়াও মহত্ত্বশালী এবং পতিত হইয়াও পুনরুত্থানক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া কি লোকে এইক্ষণ বাঞ্ছারাম বিদ্যাবাগীশের মত নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুসারে চুরি ছাড়িয়া ডাকাতি ধরিবে? কলঙ্কের মধ্যেও কুত্রচিৎ কখনও প্রীতির কমনীয় ফুল ফোটে ব-বলিয়া কি মনুষ্য সাধ করিয়া কলঙ্কের কালি গায়ে মাখিবে? মিল্টনের সয়তান মহত্ত্ব ও তেজস্বিতায় অনেক দেবতারও লজ্জার স্থান। ইহার এমন অর্থ নয় যে, এইক্ষণ হইতে সকলকেই সয়তান হইতে হইবে;—ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, মহত্ত্ব ও তেজস্বিতা যদি অধমসংসর্গে কিংবা আসুর আকর্ষণে অধঃপাতে যায়, তথাপি উহা পুনরুদ্ধারের অস্ফুট আকাঙ্ক্ষায় মনুষ্যচক্ষু আকর্ষণ করিবে।

প্রচলিত ও অপ্রচলিত মিথ্যা কথা।

মনুষ্যসমাজ কখনই মনুষ্যকে পার্য্যমাণে মিথ্যা কথা কহিতে দেয় না। কারণ, যদি সকলেই সকল বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে, আর মিথ্যা কথাই সত্যকথার স্থানীয় হইয়া সর্ব্বত্র সমানরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সামাজিক জীবন পদে পদেই অশেষ আপদে জড়িত হইয়া পড়ে, এবং অতিসামান্য কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করাও মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য কি অসামান্য ক্লেশসাধ্য হইয়া উঠে। এই নিমিত্তই পৃথিবী ব্যাপিয়া মিথ্যুকের নিন্দা, শৃগালাদি ধূর্ত্তজন্তুর সহিত তাহার তুলনা, ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া তাহার অপবাদ, এবং বরবর্ণিনী কামিনীদিগের পাণিগ্রহণ ও প্রণয়সুধার অযোগ্য বলিয়া তাহার শাসন। যেন তাহাকে অপাংক্তেয় করিতে পারিলেই সকলের মঙ্গল হইল, এবং কোন রূপে তাহার সংস্রবে আসিলেই সকলের ইহকাল ও পরকাল ভাসিয়া গেল। দিবা দুপ্রহরে, সূর্য্যালোকে দণ্ডায়মান হইয়া, পরের বুকে ছুরি বসাও; তোমার নাম বীর। আর, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর একটি মিথ্যা কথা বলিয়া আপনার কি পরের কোন কার্য্য সাধন কর, তোমার নাম নরাধম। সঙ্গত কি অসঙ্গত বুঝি না, ইহাই শাস্ত্রের বিধি,—ইহাই সমাজের সর্ব্ববাদিসম্মত সাধারণ ব্যবস্থা, এবং এই ব্যবস্থার দৃঢ়তার উপরই বাণিজ্য, ব্যবসায়, ভোগ, বিনিয়োগ, আশ্বাস ও বিশ্বাস, দৌত্য, বিচার এবং লোকের সহিত লোকের আরও অশেষ প্রকার কার্য্যসম্বন্ধ ও সামাজিকযন্ত্রের সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার অবস্থান। কিন্তু লোকচরিত্র কি বিচিত্র! মিথ্যুকের এত নিগ্রহ, এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও কতকগুলি

মিথ্যা কথা সমাজে অদ্যাপি যার পর নাই সমাদৃতভাবে প্রচলিত রহিয়াছে,এবং সভ্যতা ও শিষ্টব্যবহার সকল স্থলেই বিভিন্নভাবে তত্তাবতের অনুমোদন করিতেছে। যদি কোন একটা নাম নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণীর মিথ্যা কথার নাম ' প্রচলিত মিথ্যা কথা ', এবং যে গুলি শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও লোকগর্হিত তাহার নাম ' অপ্রচলিত মিথ্যা কথা ' রাখিলেই কোনরূপ আপত্তির আর সম্ভাবনা থাকে না। এস্থলে, প্রথমতঃ প্রচলিত অথবা শিষ্টসম্মত মিথ্যা কথারই কতিপয় উদাহরণ দিব।

১। ভাল আছি।—বিধাতা যে অবস্থায় কেন রাখুন না, আমি ভাল আছি। সূর্য্যের উদয় হইতে সূর্য্যের পুনরুদয় পর্য্যন্ত সহস্র স্থানে সহস্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সকলেই জিজ্ঞাসা করিবে, ' ভাল আছ?'—উত্তর, 'ভাল আছি '। শরীর রোগে শোকে ভস্ম হইয়া যাইতেছে, হৃদয় মনুষ্যলোচনের অদৃশ্য অনন্ত যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হইতেছে, মনুষ্যনিবাস গভীরতমসাচ্ছন্ন তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে; আমি তথাপি ভাল আছি। যাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া উঠাইয়াছি, সে আজি উত্থিত হইবা মাত্রই মাথার উপরে পদাঘাত করিতেছে; যাহাকে চন্দনতরুর ন্যায় সুখশীতল জানিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতাম, সে আজি বিষবৃক্ষের ন্যায় জ্বালা দিতেছে; যে সংসারের পুষ্পিত কান্তি দেখিয়া প্রীতির হিল্লোলে ভাসিতাম, সেই সংসার আজি দগ্ধমরুর ন্যায় ধূ ধূ জ্বলিতেছে;—যাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতাম, প্রাণের মধ্যে পুষিয়া রাখিতাম, তাহারা আজি সেই প্রাণে দংশন করিবার জন্য সর্পের মত জিহ্বা বাড়াইতেছে; তথাপি আমি ভাল আছি। যদি মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলি, তাহা হইলেই শিষ্টাচারের উল্লঙ্ঘন হইল; অতএব আমি ভাল আছি। সামাজিকতার অনুরোধে আমাকে সকল সময়ে, সকল

স্থলে এবং সকল অবস্থাতেই ভাল থাকিতে হইবে, এবং অন্তরের আগুণ ঢাকিয়া রাখিয়া ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গি ও মৃদুমধুহাস্যসহকারে সকলের কাছেই ভাল আছি বলিতে হইবে। নহিলে, আমার মত অসভ্য আর নাই।

২। কিছু না।—গোপনীয় আলাপ গোপন করিবার জন্য যত প্রকার বাক্য প্রকল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'কিছু না' এইটিই অতি মনোহর। যুবক যুবতী কোন নিভৃতস্থলে বসিয়া প্রণয়প্রসঙ্গে শতকথা কহিতেছে। বৃদ্ধা পিতামহী সহসা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোরা বুল্‌বুলের মত কি বলাবলি করিতেছিলি ?' উত্তর, 'কিছু না'। কতিপয় বয়োবৃদ্ধ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কোন উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারের মুলোৎপাটনের জন্য পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয়ের গরল ঢালিয়া দিতেছেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনারা কি করিতেছিলেন'? উত্তর, 'কিছু না'। 'কিছু না' বলিলে তাহার উপর আর বাঙ্‌নিষ্পত্তির অধিকার নাই। যদি তুমি 'কিছু না'কে 'কিছু' মনে করিয়া উহার মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে তুমি নিতান্ত মূঢ়। 'কিছু না' পাশ্চাত্যপুরসুন্দরীদিগের সমধিক আদরের অবলম্বন। তাঁহাদিগের যত কিছু, সকলই কিছু না। কহিতেও মিষ্ট, শুনিতেও মিষ্ট, তার পর যেমন হউক।

৩। ঘরে না।—একথাটি বিলাতি সভ্যতার অবশ্যম্ভাবি ফল ; এ দেশীয়েরাও প্রায় শিখিয়া উঠিলেন। গৃহস্বামী, বিশিষ্ট কোন প্রয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া ঘরে রহিলেই, ঘরে না। যাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা, তাহাদিগের জন্য কোন সময়েই ঘরে না। যদি তিনি ঘরে বসিয়া এই পাপমগ্নসংসারে সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য সত্যময় সদ্‌গ্রন্থ রচনায় নিবিষ্ট থাকেন, তথাপিও তিনি ঘরে না। যেই দ্বারস্থ কেহ ঘরে না বলিল,

অমনি তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে। এ কথায় সংশয়াবিষ্ট হইয়া ফিরিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, যে 'ঘরে না' বলিল সে মিথ্যুক নয়, মিথ্যুক তুমি; অন্ততঃ তুমি মানবুদ্ধিবর্জ্জিত।

৪। আপনাকে ধন্যবাদ!—যে উপকার করে সে মহান্ ব্যক্তি, কিন্তু যে উপকৃত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে পারে, সে মহত্তর। কারণ, উপকার সম্বন্ধে দান যত কষ্টকর, গ্রহণ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টকর। এইক্ষণ, সেই কৃতজ্ঞতা, সেই ধন্যবাদ প্রদান, 'নলিনীদলগত জলবৎ' তরল হইয়া পড়িয়াছে। লোকে শয়নে, স্বপনে, উত্থানে, উপবেশনে এবং শিরঃকণ্ডূয়নেও লোককে ধন্যবাদ দিতেছে। যেন সংসার ধন্য হইয়া গিয়াছে। কথায়, অকথায় সকলেই ধন্য ধন্য হইতেছে ও ধন্যবাদের মধুরধ্বনি শুনিতেছে। যেরূপ গতি, তাহাতে বোধ হয় কিছু দিন পরে লোকে পদাঘাত প্রাপ্ত হইলেও আঘাতকারীকে ভুলিয়া ধন্যবাদ দিয়া বসিবে। যাহাকে মনে মনে নিপাত যাও বলি, তাহাকেও যখন শিষ্টাচার রক্ষার্থ 'আপনাকে ধন্যবাদ' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে হয়, তখন যে অভ্যাসবলে কালসহকারে অতদূর ভ্রম ঘটিবে, ইহাতে অসম্ভাবনা কি? অনেক প্রণয়বিহ্বল যুবা ভ্রমবশতঃ অনুচিতস্থলেও অনেক সময়ে প্রণয়ের সম্বোধন মুখে আনিয়া লজ্জিত হইয়া পড়ে; কৃতজ্ঞতাবিহ্বল নবীন সভ্যও সেইরূপ ভ্রমবশতঃ যাহাকে তাহাকে, অথবা অপমান ও দুর্গতির নিদান মর্ম্মান্তিকশত্রুকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এক সময়ে লজ্জিত হইবে।

৫। পত্রের পাঠ।—যাঁহার নিকট পত্র লিখিতে হয়, তাঁহাকে অবশ্যই কিছু না কিছু বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়, এবং আপনাকেও তাঁহার কিছু না কিছু বলিয়া স্বাক্ষর করা আবশ্যক হইয়া উঠে। মিথ্যা কথার এই এক প্রশস্তক্ষেত্র। এই

সূত্র অবলম্বন করিয়া শত সহস্র মিথ্যা কথা বলিলেও কোন প্রকার নিন্দা নাই। ইংলণ্ডে পরিণয়প্রার্থী প্রণয়ীরা প্রথমে পরস্পর পরস্পরকে নয়নের তারা, হৃদয়ের রত্নহার, প্রাণের প্রাণ, তার আবার প্রাণ, অঙ্গের আভরণ, মস্তকের মণি, স্বর্গের দেবতা, দেবলোকের আলোক, ইত্যাদি অসংখ্য শ্রুতিমধুর প্রিয়শব্দে সম্বোধন করেন। শেষে, যদি স্বার্থসম্পর্কিত কোন সামান্য কারণে পরিণয়ের কথা মিথ্যা হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ করিয়া পুনরায় ঐ সমস্ত সম্বোধনপদ লইয়াই আমোদে অধীর হন। রাজপুরুষেরা, প্রভুজগতের প্রভুর ন্যায়, লোকের স্বত্বাধিকার পাদতলে দলন করেন এবং মনুষ্যকে মার্জ্জার মূষিক অপেক্ষাও অধম করিয়া রাখিতে চেষ্টা পান; অথচ অতিক্ষুদ্র কোন ব্যক্তির নিকটও পত্র লিখিতে হইলে আপনাকে তাহার 'একান্ত আজ্ঞানুগত ভৃত্য' বলিয়া স্বাক্ষর করেন।* উদরে অন্ন মিলে না, অঙ্গে বস্ত্র যোড়ে না, এবং দ্বারে দ্বারে অনাহূত অতিথির মত অটন কিংবা আশ্রয়পুরুষের অস্থিচর্ব্বণ ও রক্তশোষণ না করিলে কোন মতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না;—কিন্তু পূর্ব্বপুরুষে কেহ কুলীনকুলের গন্ধকীট ছিলেন, এই জন্য তাঁহার নাম মহামহিম মহিমসাগরবর

* এ দেশের একজন গ্রাম্য ভূস্বামী একদা কোন একটি উচ্চপদাভিষিক্ত রাজপুরুষের নিকট হইতে উল্লিখিতরূপ বিনয়পূর্ণস্বাক্ষরযুক্ত নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া মনের অসহ্য অভিমানে ও উদ্বেল আনন্দে দেবতার আরাধনায় দশসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। কারণ, সেই পত্রে স্বাক্ষরের উপরে লেখা ছিল,—"I have the honor to be, Sir, your most obedient servant". গ্রামস্থ স্কুলের মাষ্টার ইহার অনুবাদে লিখিয়াছিলেন,—"আমার আছে মান হইতে মহাশয়, আপনার একান্ত আজ্ঞানুগত ভৃত্য"।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহিমবরেষু। অথবা মহাত্মা ভুলিয়াও মিথ্যা ছাড়া সত্যের পথে পাদক্ষেপ করেন না, যাহার নিকট যে কোন সম্পর্কে সন্নিহিত হন, তাহারই অপকার ভিন্ন উপকারের কোন ধার ধারেন না,—তামার পাতে প্রতিজ্ঞা লিখিয়া দিলেও পরমুহূর্ত্তেই তাহা পুঁছিয়া ফেলেন, বিপদে যাহার চরণরেণু লইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হন, সম্পদের একবার দেখা পাইলেই তাহার বুকের মাংস লইয়া টানাটানি করিতে থাকেন,—ভ্রূকুটি দেখিলে গড়াইয়া পড়েন এবং ভয়ের যেখানে সাক্ষাৎ সম্ভাবনা নাই সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য ও যশ অপযশ সমস্তই পুরাণপ্রসিদ্ধ জহ্নুমুনির মত একগণ্ডূষে উদরস্থ করিয়া ফেলেন ;—কিন্তু বিধিবিড়ম্বনায় তিনি উচ্চ একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন, এই জন্য তাঁহার নাম প্রচণ্ডপ্রতাপান্বিত দোর্দ্দণ্ডমণ্ডিত ধর্ম্মাবতার প্রবলপ্রতাপেষু। দিনান্তে কি নিশান্তে একবারও যাহাকে স্মরণ করি না, এবং যাহার দুঃখনিরশনের জন্য শরীরের একবিন্দু রক্ত অথবা ভাণ্ডারের একটি লিপ্তাক্ষর তাম্রমুদ্রাও ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হই না, তাহার নাম প্রাণাধিক ; এবং যাহাকে ধূর্ত্ত বলিয়া ঘৃণা করি, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখি ও যাহার ছায়া দর্শনেও বিদ্বেষের বিষে জর্জ্জরিত হই,তাহার নাম প্রিয়তম। * বন্ধু ত হাটে, ঘাটে, মাঠে, সর্ব্বত্রই। মাইডিয়রের সৃষ্টি অবধি বন্ধুতার আর বাধা সম্ভবে কিসে ? তুমি আমাকে চেন না, আমিও তোমাকে চিনি না। একে অন্যের নামটিও কোন দিন ভদ্রতার শাসনে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই। কিন্তু তুমি আর আমি উভয়েই একে অন্যের সম্পর্কে পরম বন্ধু।

* মদেকসদয়, মমাশ্রয়বর, যশোব্যাপিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, পরমারাধ্যতম, এবং ইজ্জতাছার আজিজল্ কদর প্রভৃতি পত্রীয় সম্ভাষণগুলিও এস্থলে বিবেচনার অধীন হইতে পারে।

অপিচ, মনে করিয়াছি তোমার প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত করিব; তোমার নির্ম্মল কীর্ত্তিতে কালি দিব, তোমার উপজীব্যের উপর অন্তরাল হইতে আঘাত করিতে রহিব, এবং যেরূপে পারি তোমাকে তুষানলে পোড়াইব; পত্রে লিখিতেছি,—আমি আপনার একান্ত বিশ্বস্ত শ্রী অমুক। এই সকলই সভ্যতার কথা, সরলতার সার, শিষ্টব্যবহারের মজ্জাগত রস। ইহাতে ধর্ম্মও ব্যথিত হন না, দেবতাও রুষ্ট হইতে পারেন না।

৬। শপথের মন্ত্র।—ইহাও আর একটি সুপ্রসিদ্ধ মিথ্যা কথা। সত্যরক্ষার জন্যই ইহার প্রথম উদ্ভাবনা এবং সত্যের সমূলসংহারই ইহার নিত্য অনুষ্ঠান। শূক, শৌনক ও শাতাতপ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিবর্গ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও জনকাদি মহর্ষিবৃন্দ, এবং সক্রেতিস, শাক্যসিংহ, আরিষ্টোটল, যিশু, পল ও গৌতমাদি জ্ঞানগুরু ও ধ্যানগুরু মহর্ষিনিচয় যাঁহাকে চিন্তার অগম্য, চিত্তের অগম্য, অজ্ঞেয়তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—কৌলিক, কাপালিক, ও তপোরত সাধকগণ পর্ব্বতের শৃঙ্গে, সমুদ্রের তটে, শূন্যগৃহে ও শবাকীর্ণ শ্মশানাদি ভয়ঙ্করস্থানে অহোরাত্র সাধনা ও তপস্যা করিয়াও যাঁহাকে দেখিতে, জানিতে কিংবা অনুভব করিতে পারেন নাই,—বৈজ্ঞানিকেরা তন্ন তন্ন করিয়াও যাঁহার কিছুমাত্র বুঝিতেছেন না, ধর্ম্মাধিকরণে, ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মসংগত বিচারের অনুরোধে হাড়ি ডোম চণ্ডাল অবধি ধৃষ্ট নষ্ট অনন্তলোক তাঁহাকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে "প্রত্যক্ষ জানিয়া" অথবা "প্রত্যক্ষ" দেখিয়া সত্য কথা কহিতেছে! ধর্ম্মসংস্থাপন যাঁহাদিগের ব্যবসায়, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ ভ্রূকুটিযোগে এবং কেহ কেহ বা নৈশবিলাসজনিত তন্দ্রার ভোগে এইরূপে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন,—আর ধর্ম্মের মর্ম্মকৃন্তনের জন্যই যাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান, তাহারা এইরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে! ইহা কোন অংশেও নিন্দ-

নীয় কিংবা নীতিবিরুদ্ধ নহে। এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শনই যে অনেকের প্রধান উপজীবিকা, এবং কোন কোন স্থলে এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শনের জন্য যে প্রণালীসঙ্গত পাঠ দেওয়া হয়, তাহা প্রমাণিত হইয়া গ্রন্থপত্রে লিখিত রহিয়াছে। *

প্রশংসা, বিনয় ও অনুতাপের ভাষাও সাধারণতঃ প্রচলিত মিথ্যা কথা বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। সমৃদ্ধজনের চিত্তবিনোদনের জন্য যত ইচ্ছা তত প্রশংসা কর, বিনীত বলিয়া প্রশংসা লাভের জন্য যত ইচ্ছা তত আত্মদৈন্য কীর্ত্তন কর, এবং আত্মদৈন্য কীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ের অনুতাপ প্রদর্শনের জন্য যত ইচ্ছা তত সত্যের উল্লঙ্ঘন কর, সকলই সুসভ্যসমাজে শোভা পাইবে। বিনোদচন্দ্র এ দেশের একজন 'চঁমৎকাঁর' ব্যক্তি,—মাঁদৃশ দীন হীন 'মঁহাপাঁপী' জগতে আর নাই, এ সকল কথা সর্ব্বত্রই অতিমাত্র শ্রদ্ধার সহিত শ্রুত ও আলোচিত হয়। কিন্তু যদি কোন ধৃষ্টব্যক্তি শিষ্টতার সীমা বিস্মৃত হইয়া অমনি জিজ্ঞাসা করে যে, 'বিনোদচন্দ্রকে সে দিন আপনি পরোক্ষে যার পর নাই তুচ্ছ একটি বিষয় ধরিয়া অত নিন্দা করিলেন কেন'; অথবা যদি সে এইরূপ উক্তি করে যে, যাহার মত 'মঁহাপাঁপী' জগতেই আর নাই, মনুষ্যাশ্রমে তাহার অবস্থান করাই অনুচিত, পরপ্রশংসাকারী, বিনয়ী, ও অনুতাপী বক্তা তৎক্ষণাৎ ক্রোধে স্ফীত ও কণ্টকিত হন, এবং প্রশংসার ভাষা, বিনয়ের ভাষা ও অনুতাপের ভাষা, ক্ষণকালের

---

* ইদানীং এদেশে কতকগুলি লোকের জন্য প্রত্যক্ষদর্শনের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞাজ্ঞাপনের নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে, এবং সকলের পক্ষে খাটে না। পার্লিয়ামেণ্টে ব্রাড্‌লকে লইয়া যে ঘোরতর বিবাদ যাইতেছে তাহাই ইহার প্রমাণ। যে পর্য্যন্ত না ব্রাড্‌ল প্রকারতঃ প্রত্যক্ষদর্শন করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার নিষ্কৃতি নাই।

তরে অভিধানে পূরিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ নূতন আর এক ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করেন। ধন্য রে সভ্যতা! তুই ই সকল শক্তির মূলশক্তি এবং সকল শাস্ত্রের চরমসিদ্ধান্ত। তোর প্রভাবে আলোকও অন্ধকার হয় এবং অন্ধকারও আলোক হইয়া যায়। তোর আরাধনা বিনা মনুষ্যের আর কিছুই কার্য্য নাই।

এই প্রবন্ধে প্রচলিত মিথ্যাকথার দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলে আরও সহস্র দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইবেন। অপ্রচলিত অথবা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মিথ্যাকথাসম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, যে শ্রেণির উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদিতর সমস্তই অপ্রচলিত সংখ্যায় নিবেশিত হয়। কোন ভয়ানক মত্ত পাপিষ্ঠ, পিশাচের তৃষ্ণা এবং রাক্ষসের ক্ষুধা লইয়া, সতী সাধ্বী কুল-ললনার সর্ব্বনাশ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যদি তুমি তখন সেই অনাশ্রয়া বিপন্ন অবলার উদ্ধারের জন্যও ঘুণাক্ষরে একটি মিথ্যা কথা মুখে আন, তাহা 'অপ্রচলিত' মিথ্যা কথা। তোমার সেই একটি মিথ্যা কথা হয় ত একটি প্রাণীর প্রাণরক্ষা, একটি পবিত্রহৃদয়া পুরমহিলার ধর্ম্মরক্ষা এবং একটি সম্ভ্রান্তবংশের জাতিমান রক্ষার কারণ হইতে পারে;—তুমি ঐ একটি মিথ্যা কথা বলিয়া এক জনকে আবরিয়া না রাখিলে, হয়ত শতজনের অন্তরে আজীবনব্যাপিনী মর্ম্মবেদনার অগ্নি জ্বলিতে পারে, কিন্তু নীতিশাস্ত্র তথাপি তোমাকে ঐ মিথ্যা কথাটি বলিতে দিবে না। কেন না, উহা 'অপ্রচলিত'। দুঃখদগ্ধা জননী কি দৌরাত্ম্যনিপীড়িতা জন্মভূমির তাপনিবারণ ও দুর্গতিহরণের জন্যও যদি কেহ একটি অনিষ্টসম্পর্কশূন্য নির্দ্দোষ অনৃতবাক্য ব্যবহার করে, তাহাও সাধুদিগের অসম্মত ও অসহনীয়।

কারারুদ্ধ ধর্ম্ম।

যাহাকে সাধারণতঃ লোকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলে, আমরা তাহাকে কারারুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। সকল দিকে দৃষ্টি করিলে, বোধ হয় কেহই এই বিশেষণটিকে অপপ্রযুক্ত কিংবা অসঙ্গত বলিবেন না।

যে বায়ু অনন্ত আকাশপথে অনন্তকাল হইতে নির্ম্মুক্তভাবে সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাকে নির্ম্মুক্ত বায়ু বলি। তাহার স্পর্শ শীতল, স্বাস্থ্যকর ও বলবর্দ্ধক। আর যে বায়ু কোন গৃহের প্রাচীরচতুষ্টয়ের মধ্যে বহুকাল যাবৎ বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে বদ্ধ অথবা কারারুদ্ধ বায়ু বলি। তাদৃশ দূষিত বায়ু সেবনে অত্যল্পকাল কষ্টে স্বষ্টে প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব না হইলেও, কখনও দীর্ঘকাল কুশলে থাকা সম্ভবপর হয় না। যে জল গিরিপ্রস্থ হইতে শত ধারায় বহির্গত হইয়া সাগরাভিমুখে অবিরতগতি প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে নির্ম্মুক্ত জল বলি। আর যে জল কোন কূপে কি সংকীর্ণ খাতে বদ্ধ দশায় ঠেকিয়া রহিয়াছে, তাহাকে বদ্ধ অথবা কারারুদ্ধ জল বলিয়া উল্লেখ করি। যেমন উহা সদ্যঃ প্রাণকর, তেমন ইহা সদ্যঃ প্রাণহর।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। যে ধর্ম্ম মনুষ্যের হৃদয়কন্দর হইতে স্বাভাবিক শোভায় বিনিঃসৃত হইয়া দিগন্ত প্রমোদিত করে, তাহা প্রাকৃত ও নির্ম্মুক্ত; এবং যে ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়রূপ অপ্রশস্ত গৃহে, কি সংকীর্ণ কূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা অপ্রাকৃত ও কারারুদ্ধ। এই কারারুদ্ধ ধর্ম্ম, কারারুদ্ধ বায়ু কি কারারুদ্ধ জলের ন্যায়, কিয়ৎকালের জন্য মনুষ্যের উপযোগী হইলেও,

বহুকাল সেবনে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট না করিয়া যায় না। নির্ম্মুক্ত ধর্ম্ম হৃদয়কে নিয়ত প্রসারিত করে; কারারুদ্ধ ধর্ম্ম অতিকোমল স্বভাবসুন্দর হৃদয়েও কেমন এক বিকৃত ভাব জন্মাইয়া, উহাকে দিন দিন সংকুচিত করিয়া ফেলে। উহার স্নেহ ও সহানুভূতির স্রোত আর পূর্ব্ববৎ সকলদিকে প্রবাহিত হয় না, সকলকে আর উহা আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারে না, এবং সকলের সুখ দুঃখে উহা আপনি অণুমাত্রও সুখ দুঃখ অনুভব করে না। ছিন্নমূল লতার ন্যায় উহা নীরস ও নিরানন্দ; কোথায় দেখিয়া লোকে প্রাণ শীতল করিবে, না তাহার পরিবর্ত্তে দেখিয়াই লোকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

যখন প্রভাতসূর্য্যের কাঞ্চন-কান্তি কিরণজালে নভোমণ্ডল আলোকিত হয়, তখন পৃথিবীর সকলেই আনন্দে গাত্রোত্থান করিয়া সেই অনুপম ও অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করে। কারণ, সকলেই সূর্য্যকে আপনার বলিয়া জানে। সূর্য্য লইয়া কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ নাই। যখন চন্দ্রমার সুধাময়ী জ্যোৎস্না, মেঘাবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, জগতে সুধাবর্ষণ করে, অতি দুঃখী ব্যক্তিও তখন মাথা উঠাইয়া একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করে। চন্দ্রকে কেহই পর ভাবে না। এইরূপ, যখন যথার্থ কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি সংসারে যথার্থ কোন ধর্ম্মবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, শত্রু মিত্র সকলেই তখন পুলকিতচিত্তে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হয়, এবং শতমুখে তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিয়া আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করে। নিন্দুকের জিহ্বা ভয়ে অবসন্ন হয়, বিদ্বেষী নিজ বিদ্বেষভাব বিসর্জ্জন করে, এবং ঘোরতর অবিশ্বাসীও অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য, এ কি দেখিতেছি বলিয়া, বিস্ময়ে স্তম্ভিত থাকে। তাদৃশ ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মভাবকে কেহই প্রাণের বাহিরে

রাখিতে চায় না। কিন্তু যে ধর্ম্ম, শীতকালীয় নিষ্পত্র পাদপের ন্যায়, অতিরূক্ষবেশে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শকমাত্রকেই ব্যথিত করে, যে ধর্ম্ম আত্মপর ও ক্ষতিলাভগণনায় সুচতুর বণিক্ হইতেও অধিকতর চতুরতা প্রদর্শন করে, যে ধর্ম্ম বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া শাসন করে এবং প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, সংসারের সকল লোক তাহাকে কথনই আপনার ধর্ম্ম বলিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লইতে পারে না। তাদৃশ ধর্ম্মের আশী-র্ব্বাদের নাম অভিসম্পাত, সাধনার নাম বৈরশোধন এবং স্ব-র্গের নাম জন-মানব-বর্জ্জিত আশাশূন্য শ্মশান। ইতিহাসের নিকট জিজ্ঞাসা কর, ইতিহাসও সহস্রমুখে ও সহস্র উদাহরণে একথায় সাক্ষ্যদান করিবে।

অষ্টম হেন্‌রীর লোকবিগর্হিত দুর্নীত কার্য্য সকল স্মরণ করিলে, কাহার হৃদয় না দুঃখে জর্জ্জরিত হয়? হেন্‌রী একই সময়ে বহু ললনার প্রণয়লাভের জন্য প্রয়াস পাইত; এবং যে তাহার প্রণয়ের ফাঁদে পড়িত, সে তাহাকেই সর্ব্বতোভাবে বিড়-ম্বনা করিয়া, হয় প্রাণে মারিত, না হয় পথের ভিখারিণী করিয়া বাহির করিয়া দিত। হেন্‌রী আশা দিয়া লোককে নিরাশ ক-রিত, বাক্য দিয়া বঞ্চনা করিত,—সাধু, সদাশয় ও সদুৎসাহশীল মহানুভব ব্যক্তিদিগকে নিপীড়ন করিয়া কতকগুলি জঘন্যচরিত্র নিকৃষ্ট লোকের সংসর্গে নিকৃষ্টভোগে বিভোর রহিত। বস্তুতঃ হেন্‌রী যেমন নীচমতি, তেমনই নিষ্ঠুর, নীতিশূন্য ও নির্ব্বিবেক পাষণ্ড ছিল, এবং তাহার সমসাময়িক স্তাবকেরা তাহাকে বড়ই একটা বাহাদুর রাজা বলিয়া আদর করিয়া থাকিলেও, পৃথিবীর সমস্ত লোক তাহাকে দুরাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করিত। কিন্তু হেন্‌রী আপনার কোন দুরভিসন্ধিতে দিনকতক কাল ক্যাথলিকদিগের পক্ষসমর্থন করিয়া প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে নির্য্যাতন করিয়াছিল, এবং

প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের আদিপ্রবর্ত্তক মহাত্মা লুথরের উদয়োন্মুখী যশঃপ্রতিভায় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তদীয় উপদেশনিচয়ের প্রতিবাদে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিল।* সুতরাং এই এক গুণেই তাহার সকল দোষ ঢাকিয়া ফেলিল,—পোপ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন,—এবং ইউরোপীয় ধর্ম্মজগতের তদানীন্তন-রাজধানী রোমনগরী তাহাকে 'ধর্ম্মরক্ষক'† এই উচ্চ উপাধি প্রদান করিয়া ধর্ম্মের মান ও গৌরব রক্ষা করিল। এইরূপ আবার স্পেন দেশে যাঁহারা ধর্ম্মের নামে মনুষ্যজাতির উৎপীড়নের একশেষ করিতেন, লোকের গার্হস্থ্য শান্তিকে চিরদিনের জন্য বিনাশ করিয়া ফেলিতেন, এবং দয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অবলার কোমল প্রাণে আঘাত দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, যাজকসম্প্রদায়ের নিকট তাঁহারাই ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য বলিয়া পূজা পাইতেন; আর যাঁহারা ধর্ম্মকে প্রীতির প্রস্রবণ, দয়ার জীবন এবং শান্তির চিরপ্রিয় নিকেতন স্বরূপ জানিয়া লোকের প্রতি অত্যাচারে বিমুখ থাকিতেন, তাঁহারা অধার্ম্মিক ও অবিশ্বাসী বলিয়া সকলের অবজ্ঞাভাজন রহিতেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা কি ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, ধর্ম্মভাবের কারারুদ্ধতাই এই প্রকার বিকৃতভক্তি, বিকৃতপ্রেম,—অপাত্রে শ্রদ্ধা এবং সৎপাত্রে ঘৃণার মূল? সাধুতা, সত্যবাদিতা, পরমার্থনিষ্ঠা ও পরোপকারপ্রবৃত্তি প্রভৃতি গুণসমূহ দেশভেদে ও কালভেদে কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। যাহা এ দেশে

* উল্লিখিত গ্রন্থখানিও হেন্‌রীর নিজ রচনা নহে। সার্ টমাস মোর নামক জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি হেন্‌রীর অনুরোধে উহা রচনা করিয়া দেন, এবং হেন্‌রী এই উপকারের পরিশোধে কিছুদিন পরে তাঁহার শিরশ্ছেদ করে।

† "Defender of the Faith."

সাধুতা, তাহা সকল দেশেই সাধুতা ; এবং যাহা এখানে পরোপকার, তাহা সর্ব্বত্রই পরোপকার। যাহা প্রকৃতমহত্ত্ব, তাহা সকল স্থলেই মহত্ত্ব বলিয়া পূজনীয় এবং লোকে যাহাকে চারিত্রগৌরব বলে, তাহাও সকল স্থলেই সমান আদরণীয়। তবে যিনি একসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের নিকট অতিভক্তিভাজন ও পরোপকারপরায়ণ বলিয়া আদর্শস্থানীয় হন, অন্য সম্প্রদায়ীরা তাঁহাকে ধর্ম্মালোকবঞ্চিত কৃপাপাত্র দীন ব্যক্তি বলিয়া অবজ্ঞা করে কেন ? আর, সাম্প্রদায়িকসম্পর্কশূন্য ব্যক্তিমাত্রই যাহাদিগকে পিশাচ কিংবা ততোধিক অধম বলিয়া অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ কোন মত কি কার্য্যের পোষকতা করিলে তাহারাই বা কীর্ত্তির বৈতরণীতে তরিয়া যায় কেন ? কারারুদ্ধ ধর্ম্মের কৃত্রিমজ্যোতিঃই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? বুদ্ধদেবের অমানুষ তপোরতি, রামচন্দ্রের অলৌকিক স্নেহশীলতা, জন হাওয়ার্ডের পরদুঃখকাতরতা, চৈতন্যের প্রেম, এবং অমরস্হনুর সত্যানুরাগ অবিকৃতচিত্ত সাধারণলোকদিগের সততশিরোধার্য্য রত্ন স্বরূপ। কিন্তু যাঁহারা, ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে গিয়া, কোন না কোনরূপ কারায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর ; শুনিবে ইহাঁদের একজন নাস্তিক, আর একজন পতনোন্মুখ আস্তিক, এবং সকলেই তমসাচ্ছন্ন মূঢ়।

কারারুদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান পরিচয় এই, উহা দিবান্ধবৎ আলোকভয়ে সংকুচিত। মনুষ্যের চক্ষু ও মনুষ্যবুদ্ধির প্রখর-দীপ্তি কোন প্রকারেই উহার সহ্য হয় না। পুরাতন কবিরা মৈশরী নিশাকে ভয়ঙ্করতামসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু মিশরদেশের পুরাতন ধর্ম্মতত্ত্ব তাহা অপেক্ষাও গভীর অন্ধকারে আবৃত ছিল। যেসুট সম্প্রদায়ীরা কিম্ভূত মনুষ্য, তাহা অদ্যাপি লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পায় নাই। তাহারা কোথায় আছে, কোথায়

নাই; কোথায় কি করিতেছে, কোথায় কি না করিতেছে এবং কি উদ্দেশ্যে কেন ছায়ার ন্যায় এই দৃশ্য হইতেছে, এই আবার লুকাইতেছে, তাহা যেস্থট বিনা পৃথিবীর কাহারও বোধগম্য নহে। কাপালিকদিগকে প্রাণে বধ কর, তথাপি তাহারা কাপালিক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির কর্ণে মনের মর্ম্মকথা খুলিয়া বলিবে না। জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক নিকটবর্ত্তী হইলেই ইহারা ক্রোধ ও ভয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করে,এবং যে কোন ব্যক্তি জ্ঞানালোক সহায় করিয়া পরীক্ষার জন্য ধর্ম্মতত্ত্বের সন্নিহিত হইতে যত্নশীল হন, তাঁহাকেই ধর্ম্মজগতের পরমশত্রু বলিয়া নানাচক্রে বাহির করিয়া দেয়।

ইহার আর এক পরিচয় ধর্ম্মধ্বজা। ধ্বজা বলিলে সাধারণতঃ পতাকাদি জয়বৈজয়ন্তীই স্মৃতিতে আইসে। কিন্তু ধর্ম্মধ্বজা নানা প্রকার। উহা কোথাও তিলক, কোথাও ত্রিপুণ্ড্রক, কোথাও গৈরিকবস্ত্র, কোথাও ব্যাঘ্রাম্বর। এই ধ্বজা ধারণের জন্য কেহ মস্তক মুণ্ডন করিতেছে, কেহ মস্তকের কেশরাশিকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া জটা বান্ধিতেছে;—কেহ দিগম্বর সাজিতেছে, কেহ ঊর্দ্ধবাহু রহিয়া মনুষ্যের বিস্ময় জন্মাইতেছে। ইহারই অনুরোধে বম্ বম্ ও চেৎ চেৎ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মধ্বনি,—ইহারই শাসনে বস্ত্রবৈচিত্র,ভিক্ষার ঝুলি,কাচ-কাঞ্চন,রুদ্রাক্ষতুলসী ও শঙ্খস্ফাটিকাদি বিবিধবস্তুর বিচিত্রমালা, এবং ইহারই প্রয়োজনে একাহার, ফলাহার ও কুত্রচিৎ কখনও অনাহারপ্রভৃতি নানাবিধ আত্মনিগ্রহ। বস্তুতঃ পৃথিবীতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মধ্বজা এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর প্রবল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। আমাদিগের এমন বলা উদ্দেশ্য নহে যে, যেখানে ধর্ম্মধ্বজা, সেখানেই ধর্ম্মের ভান, এবং ধ্বজা মাত্রই ভণ্ডতার পরিচায়ক। বিবেকের উদ্ভ্রান্ত উপদেশ অনেককে অনেকসময়ে ধ্বজাধারণে অনুরক্ত

করিতে পারে,এবং নূতনত্বের মোহনমাধুরী কিংবা ছলনার মোহন প্রলোভনেও মনুষ্য কখনও কখনও ধর্ম্মধ্বজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তথাপি ইহা অবধারিত যে, ভক্তির অপ্রাকৃত গতি কিংবা ভণ্ডতার ছলনাময়ী মতি, ইহার যে কোন কারণেই মনুষ্য ধ্বজাধারণ করুক,ধ্বজালাঞ্ছিত ব্যক্তিমাত্রই কারারুদ্ধধর্ম্মের নায়ক অথবা ক্রীড়নক। যাঁহারা ধর্ম্মকে সৌন্দর্য্যের ন্যায় সর্ব্বজনীন আরাধ্য পদার্থ বলিয়া জানেন, তাঁহারা কখনও কোন রূপ ধ্বজা ধারণ করিয়া আপনাকে সাধারণমনুষ্যসমাজ হইতে পৃথক্‌রূপে চিহ্নিত রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

কারারুদ্ধ-ধর্ম্মের তৃতীয় পরিচয় জাতিভেদ। উহা জাতিভেদের পুরাতন বন্ধনশৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও, আবার নূতন এক প্রকার জাতিভেদের উদ্ভাবন করে, এবং জাতিবিদ্বেষের বিষমবহ্নিকে প্রজ্বলিত রাখিয়া তদ্দ্বারাই আপনার কার্য্যসাধনে যত্নশীল রহে। কোন মনুষ্যই সর্ব্বাবয়বে ধার্ম্মিক অথবা সর্ব্বাবয়বে অধার্ম্মিক নহে। যে ধার্ম্মিক,—যে ধর্ম্মে সরলহৃদয়ে শ্রদ্ধান্বিত, তাহারও পদস্খলন সম্ভবে, এবং যে অধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত, তাহারও অনেক প্রকার সৎকার্য্যে স্বাভাবিক অনুরাগ থাকিতে পারে। কিন্তু কারারুদ্ধ ধর্ম্ম প্রথমতঃই ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক, দীক্ষিত ও অদীক্ষিত,প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট এবং মুক্ত ও অমুক্ত* প্রভৃতি বিবিধ অভিনব জাতির সৃষ্টি করিয়া প্রীতি ও সহানুভূতির গতিরোধ করে,এবং অদীক্ষিত,অপ্রবিষ্ট ও অমুক্ত ব্যক্তি যদি নিতান্ত উদারপ্রকৃতির লোক হন,তথাপি তাঁহাকে কুণ্ডলীর বহির্ভূত বলিয়া স্বতন্ত্রশ্রেণির জীব জ্ঞান করে। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের দান, ধ্যান,

* পাঠকবর্গ ক্যালভিনিষ্টদিগের Elect অর্থাৎ অনুগৃহীত কিংবা আদিনির্ব্বাচিত জাতি সম্বন্ধীয় মত ও বিশ্বাসও এস্থলে আলোচনা করিতে পারেন।

লোকহিতৈষিতা এবং কার্য্যতৎপরতা সমস্তই পণ্ডশ্রম ও ভণ্ড-ক্রিয়া। কারণ, তাঁহারা কারাগৃহের বন্দী নহেন। তাঁহাদিগের প্রীতির নাম বিষ, পুষ্পাঞ্জলির নাম পঙ্কপ্রবাহ, এবং উন্নতির নাম অধঃপাত। কারণ, তাঁহারা কারানিগড়ে বদ্ধ নহেন। তাঁহা-দিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে,এবং অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে আনা যাইতে পারে। কেন না, তাঁহারাও মনুষ্যকুলেই জন্মগ্র-হণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনই নির্ম্মুক্তহৃদয়ে ভালবা-সিতে পারা যায় না,—তাঁহাদিগের সহিত যোগে, ভোগে এবং কর্ম্মসূত্রে সম্মিলিত হওয়াও কোনপ্রকারেই সম্ভবপর হয় না। কারণ, তাঁহারা জাতিতে বিভিন্ন।

কারারুদ্ধ ধর্ম্মের চতুর্থ পরিচয় পুরোহিত। পুরোহিতই ইহার চক্ষু, পুরোহিতই ইহার কর্ণ, পুরোহিতই ইহার মস্তিষ্ক এবং পুরোহিতই ইহার হস্তপদ। আমরা পুরোহিতকে এই নিমি-ত্তই ধর্ম্মীয়কারাগৃহের দ্বারপাল অথবা পাণ্ডা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। তুমি দেখিবে ত পুরোহিতের চক্ষে দেখিবে; কেন না তোমার আপনার চক্ষে যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই দৃষ্টিভ্রম। তুমি শুনিবে ত পুরোহিতের কর্ণে শুনিবে; কেন না তোমার আপনার কর্ণে যাহা কিছু শুনিতেছ, সমস্তই শ্রুতিভ্রম। তোমার মনোবৃত্তিচয়কেও তুমি বিশ্বাস করিবে না; কারণ, মনে যাহা জানিতে পাইতেছ, তাহাও স্পষ্টতঃই মতিভ্রম। পুরোহিতের স্বার্থ, সম্মান এবং অভিমান ও পরিমিতজ্ঞানই ইহার প্রাচীর প-রীখা,—এবং পুরোহিতের ভ্রমপ্রমাদই ইহার ভাষ্যপ্রদীপ। তুমি যদি ধর্ম্মের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর,তাহা হইলে ঐ প্রা-চীর ও ঐ পরীখা কখনও উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না, এবং তুমি যদি ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে ইচ্ছুক হও,তাহা হইলেঐ দীপশিখা ভিন্ন অন্য কোনরূপ আলোক ব্যবহার করিতে অধিকারী হইবে না।

কারণ, পুরোহিত যদি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে, সাধারণের জন্য তাহাই সত্য ধর্ম্ম এবং পুরোহিত যদি ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহাও সাধারণের জন্য সর্ব্বথা অধর্ম্ম বলিয়া গণনীয়। কেবল ইহা নহে, হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি, কল্পনার লীলাবিলাস, বুদ্ধির বিকাশ এবং চিন্তার গতি এ সকলও পুরোহিতের অধীনে রহিবে। পুরোহিত যদি স্বাস্থ্যকে হৃদয়ের রোগ বলিয়া বর্ণনা করে, তাহা হইলে স্বাস্থ্যই উহার রোগ এবং পুরোহিত যদি বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিকবিকাশকেও বিকার বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, তাহা হইলে স্বভাবের প্রার্থিত পরিস্ফুরণই বিকার। ফলকথা, ধর্ম্মের জন্য পুরোহিত, এবং পুরোহিতের জন্য তোমরা। ধর্ম্মের সহিত সাধারণ মনুষ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পর্কের আশা বৃথা। পুরোহিত যদি দ্বার ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তোমরা প্রবেশ করিতে পাইবে, এবং পুরোহিত যদি দ্বার বন্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে তোমরা চিরদিনই বাহিরে পড়িয়া থাকিবে।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, ধর্ম্ম কি চিরকালই এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ীদিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কারায় আবদ্ধ থাকিবে? যাহা সত্যের ন্যায় সার্ব্বভৌমিক, সমীরণের ন্যায় সর্ব্বত্র গতিশীল, তাহা কি চিরদিনই এইরূপ নিগড়বদ্ধ রহিবে? সমস্ত পৃথিবী বলিতেছে,—না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন, ইহারাও নিজ নিজ সাধ্যানুরূপ উচ্চৈঃস্বরে মনুষ্যের হৃদয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে,—না। কারাবাসের রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতিশীঘ্রই মনুষ্য প্রভাতসমীর সেবন করিয়া কৃতার্থ হইবে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ফরাশিবিপ্লবের উদয়কালে, পারিসের প্রমত্ত প্রজাবর্গ যখন বাষ্টিল নামক দুর্ভেদ্য কারাদুর্গের দ্বার ভঙ্গ করে, তখন নিরীহপ্রকৃতি ষোড়শ লুই, নিতান্ত চমকিত হইয়া,

কি হইল বলিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পার্শ্বস্থ একজন বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ মন্ত্রী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"মহারাজ! ইহার নাম কারামোচন। এতদিন মনুষ্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইত, তাই তাহারা বদ্ধ থাকিত। এইক্ষণ মনুষ্যের বুদ্ধিকেও কারারুদ্ধ রাখিতে যত্ন হইয়াছে। কিন্তু উহাও কি আবদ্ধ থাকিতে সম্মত হইবে?"

আমাদিগের বোধহয় পৃথিবীর যাজকসম্প্রদায়েরও ঠিক সেই দশা আসন্নপ্রায়। তাঁহারাও নিশ্চয়ই ষোড়শ লুইর ন্যায় কি হইল বলিয়া চমকিত হইবেন, এবং কি হইতেছে, তাহা পার্শ্বস্থ কেহ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে। প্রথমচৈতন্যের স্ফূর্ত্তিসময়ে, হয় ত তাঁহাদিগের অনেকেই দুর্ব্বিষহ দুঃখানলে দগ্ধ হইবেন, সংসার অন্ধকারময় দেখিবেন, সৃষ্টি বিনাশ পাইল বলিয়া আর্ত্তনাদ করিবেন, এবং মনে যত কিছু মমতার বন্ধন আছে, সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। কিন্তু পরিণামে তাঁহাদিগেরও সে দুঃখ থাকিবে না। জগতের সাধারণ মঙ্গল কখনই ব্যক্তিবিশেষের অমঙ্গল নহে, এবং কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ যদি মনুষ্যবিশেষের উপকারী হয়, তবে তাহা ধর্ম্মজগতেরও অপকারী নহে।

দেবতার বাহন।

হিন্দুশাস্ত্রে সকল দেবতারই এক একটি বাহন আছে। অন্ততঃ কোন প্রধান ও প্রসিদ্ধ দেবতাই বাহনশূন্য নহেন। কিন্তু যিনি দেবতাদিগের বাহন কল্পনা করিয়াছেন, সেই দেব-কবির কল্পনা সকল সময়ে আমাদিগের মানববুদ্ধির অধিগম্য হয় না।

ব্রহ্মার বাহন হংস। এ বেশ কথা। ব্রহ্মা মানস-সরোবরে ভাসিয়া ভাসিয়া চারি মুখে চারি বেদ গাইয়াছেন এবং তাঁহার বাহনরূপী রাজহংসও কল কল মধুরনাদে সেই বেদধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া চারিদিগ্ নিনাদিত করিয়াছে। বিষ্ণুর বাহন গরুড়। ইহাও সর্ব্বথা উপযুক্ত। বিষ্ণু যেমন দেবতার মধ্যে, গরুড় তেমন বিহঙ্গের মধ্যে। উভয়েই তেজস্বী, দুষ্টনাশক, শিষ্টপালক এবং লোকসর্প ও সর্পলোকের স্বভাব-শত্রু। বিষ্ণুর জন্য গরুড় না হইলে ত্রিভুবন রক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। বম্ ভোলানাথ মহাদেবের জন্য বৃষভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাহনের কল্পনাই অসম্ভব। মহাদেব যেমন আশুতোষ, অক্রোধ অথবা ক্ষণক্রোধী এবং অল্পে তুষ্ট, তাঁহার বাহনটিও তথৈবচ। নারদের বাহন ঢেঁকি ;—না হইলেই হয় না। যখন প্রৌঢ়কল্পা পুরকামিনীরা, রুদ্রতালে নাচিয়া নাচিয়া এবং পঞ্চমের উপর নবমে উঠিয়া, হিন্দোল রাগের আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হন, অথবা পানের কথা কি চূণের কথায় কর্ণার্জ্জুনের পালা গাইয়া লন, তখন ঢেঁকির সেই ঢকঢকি ভিন্ন তাল থাকে আর কিসে? পবনের বাহন মৃগ, এবং মৃগের আর এক নাম বাতপ্রমী। যাঁহারা কালিদাসের চক্ষু লইয়া ব্যাধভীত কুরঙ্গের গতি দেখিয়াছেন,—এই আছে, এই নাই,

—এই এখানে,—এই দূরতর দূরে,—বনমৃগের সেই মায়াগতি যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা উহাকে পবনের বাহন বলিয়াই স্বীকার করিবেন। যমের বাহন মহিষ। মহিষের ক্রুদ্ধমূর্ত্তি যমের অন্যতম প্রতিমূর্ত্তি। যে কদাচিৎ কখনও উচ্ছৃঙ্খল মহিষের গল-ঘণ্টা-নিঃসৃত ঘনরব শুনিয়াছে, সে মৃত্যুর স্পর্শসুখে শীতল হইয়া না থাকিলেও মৃত্যুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াছে। কুবেরের বাহন পুষ্পরথ। ইহা ভাবসঙ্গত। কারণ, যেখানে কুবেরের ধন, সেই খানেই স্তুতির পুষ্পবৃষ্টি। সেখানে অন্ধের নাম পদ্মলোচন, কুষ্মাণ্ডের নাম কীর্ত্তিকল্পতরু, ধৃষ্টতার নাম সাহস, ষণ্ডতার নাম সখ্, দুর্নীতির নাম সুনীতি, দুর্মুখের নাম দয়ালরাম এবং রাত্রির নাম দিন। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত এবং শক্তির বাহন সিংহ। উভয়ত্রই চিত্রনৈপুণ্য পরিস্ফুট। কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর;—রূপে গুণে দুইই দুইয়ের অনুরূপ। ময়ূর যখন উহার মোহনপুচ্ছ বিস্তার করিয়া আনন্দে ও অভিমানে স্ফীত হয়, তখন উহার পৃষ্ঠে কার্ত্তিক বিনা আর কে বসিতে পারে? আর কার্ত্তিক যখন সৌন্দর্য্যের ছায়ায় সজীব-শক্তি ধারণ করিয়া রূপে ও তেজে সমুজ্জ্বল হন, তখন ময়ূর বিনা আর কে তাঁহাকে পৃষ্ঠে ধারণ করিতে সাহস পায়? গণেশের বাহন ইঁদুর। ইহা আপাততঃ অতি বিসদৃশ হইলেও ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। গণেশ গণপতি * এবং গণপতি বলিয়া সিদ্ধিদাতা;—সুতরাং ইঁদুর তাঁহার যোগ্য সহচর। কোথায় কোন্ গণপতি ইঁদুরের দাঁত বিনা স্বকার্য্য সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন? কোথায় কোন্ গণপতি ইঁদুরের দাঁতে পথ না খুলিয়া গন্তব্য স্থলে প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছেন? এই জন্যই আগে ইঁদুর, তার পর সিদ্ধিদাতা। এই জন্যই যাহারা মনুষ্যের মধ্যে মূষিক-

* The Leader of a Party.

জাতীয়,—আকৃতি প্রকৃতি ও সর্ব্বাংশে মূষিক,—যাহাদিগকে দেখিলেই চক্ষু বিরক্ত হয়, যাহাদিগের ঘ্রাণমাত্রেই শরীর ও মন ঘৃণায় শিহরিয়া উঠে, তাহারা গণপতি পুরুষদিগের নিত্য-পার্শ্বচর ও প্রীতিভাজন।

এ সকল বেশ বুঝিলাম। কেবল একটি কথা বুঝিতে পারিলাম না। বৈকুণ্ঠবিলাসিনী লক্ষ্মীর জন্যে, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত পশু পক্ষীর মধ্যে, সকল ছাড়িয়া একটা পেচক কেন বাহন-রূপে গৃহীত হইয়াছে, ইহা ভাল রূপে আমার বুদ্ধিস্থ হইতেছে না। লক্ষ্মী দেবতার মধ্যে দেবতা,—ভুবনমোহিনী, বিশ্বপালিনী, এবং সাপত্ন্যসত্ত্বেও বীণাপাণির অগ্রগামিনী। তাঁহার জন্য একটা বিকটমূর্ত্তি পেঁচা কেন? যাঁহার পদরজঃস্পর্শে বিষ্ণু পুলকিত হন, ব্রহ্মাণ্ড কৃতার্থ হয়,—সংসার সুখসম্পদের সানন্দহাস্যে সন্ধ্যা-কালীন কুসুমকাননের প্রফুল্লকান্তি ধারণ করে, যাঁহার বাতাস লাগিলেই অবনী ধনধান্যে পরিপূর্ণা হয়, অরণ্য অপূর্ব্ব নগর হইয়া উঠে এবং ভস্মস্তূপে সোণা ফলে, তাঁহার ললাটে এই লাঞ্ছনা কে লিখিল? পেচকের মত একটা কুৎসিতকণ্ঠ কদর্য্য পক্ষীকে কে আনিয়া তাঁহার বাহন করিয়া দিল?

প্রশ্ন হইলেই তাহার উত্তর হয়। এ প্রশ্নেরও অবশ্যই একটা উত্তর হইবে। কিন্তু আমি আমার চিত্তকে প্রবোধ দে-ওয়ার জন্য যে একটা উত্তর ঠাউরাইয়া রাখিয়াছি, তাহা লক্ষ্মীর উপাসকদিগের মনঃপূত হইবে কি না, বলিতে পারি না। আমার এই মনে লয় যে, পেচক দিবাভীত, * আলোক-সঙ্কুচিত ও অন্ধকারপ্রিয় এবং এই সকল অদ্ভুত গুণেই উহা লক্ষ্মীর প্রিয় বাহন। লক্ষ্মীর গতায়াত অন্ধকারে। তিনি নারিকেলে জল-

* অভিধানে দিবাভীত শব্দের দুই অর্থ লিখে,—এক পে-চক আর চোর।

সঞ্চারের মত কখন আসেন, তাহা কেহ দেখে না। দেখিবার নিমিত্ত অনেকে কোজাগরী পূর্ণিমায় * শয্যা ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে, তথাপি দেখিতে পায় না। কিন্তু যখন তিনি ঐরূপ অলক্ষিত গতিতে একবার আসিয়া উপবিষ্ট হন, তখন সকলেই তাঁহাকে দেখে এবং দেখিয়া মধুলুব্ধ মক্ষিকার মত তাঁহার আসনের চতুষ্পার্শ্বে ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করে। যাহারা ব্রহ্মার বেদ, বিষ্ণুর পালনী রীতি, মহাদেবের আশুতোষ ভাব, পবনের দ্রুত গতি কৃতান্তের সংহারিণী মূর্ত্তি, ইন্দ্রের বজ্র এবং শক্তির তেজোরাশি পরিত্যাগ করিয়া শুধু লক্ষ্মীরই আরাধনা করে;—ধর্ম্ম থাক্ বা না থাক্, দয়া ব্যথিত হউক কিংবা বিনাশ পাউক এবং জ্ঞান, মান ও পৌরুষী প্রতিষ্ঠা একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাউক, তথাপি লক্ষ্মীর সেবা করিব এই যাহাদিগের স্থির সংকল্প, তাহাদিগেরও গতায়াত অন্ধকারে। তাহারাও দিবাভীত, আলোকসঙ্কুচিত ও অন্ধকারপ্রিয়। কি দিয়া কি করে কেহ তাহা বুঝে না; তৃণ হইতে তাহারা কেমন করিয়া তাল তরুর মত বাড়িয়া উঠে, কেহ তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না। যেখানে ন্যায়ের জ্যোতিঃ, অথবা নীতির দীপ্তি, সেখানে তাহারা পেচকের মত। চক্ষু মেলিয়াও মেলে না, পাছে লক্ষ্মী রুষ্ট হন। যেখানে কাতরের করুণ বিলাপ এবং শোক দুঃখ ও বিষাদ বেদনার হৃদয়বিদারী পরিতাপ সেখানেও তাহারা পেচকের মত। প্রাণান্তেও ফিরিয়া চাহে না, পাছে লক্ষ্মী ক্রোধভরে চলিয়া যান। পেচক ইহাদিগেরই প্রতিকৃতি এবং হয় ত হইতে পারে যে, এই হেতুই পেচকে লক্ষ্মীর অচলা প্রীতি।

* "নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কোজাগর্ত্তীতিভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ।"

পেচকের আর এক গুণ আছে। পেচকের মুখে আর কোন শব্দ নাই, একমাত্র শব্দ—'নিম্'। এই একই ধ্বনি বই পেচক আঁর কোন ধ্বনি শিখে নাই,—এই একই কথা বই পেচক আর কোন কথা কহে না। উহার সকল কথারই আদি কথা ও শেষ কথা—চিরতিক্ত 'নিম্'। যাহারা আলোকভয়ে ভীত রহিয়া,—অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া,—শুধু অন্ধকারেই লক্ষীর উপাসনা করে, তাহাদিগেরও সকল আশা, সকল ভরসা এবং সকল প্রকার সুখ সম্পদের শেষ পরিণাম কি নিম্ নহে? তুমি অনাথা ও অসহায়া অবলার গ্রাসাচ্ছাদন কাড়িয়া নিয়া আপনার পর্ণকুটীরকে লক্ষীর বিলাসযোগ্য প্রাসাদ বানাইলে; ইহার পরিণাম নিম্। যে তোমাকে অন্ধবৎ বিশ্বাস করিয়া, আপনার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই অন্ধকারে তোমার নিকট ন্যস্ত রাখিয়াছিল, তুমি অন্ধকারে তাহাকে প্রতারণা করিয়া আজি কুসুমশয্যায় শয়ান হইয়াছ; তোমার এ সুখের পরিণাম নিম্। তুমি শত সহস্র লোকের দুঃখসন্তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পাল উড়াইয়া তোমার বাহাদুরীর ডিঙ্গা বৈভবের বন্দরে আনিয়া বাঁধিয়াছ; তোমার এ বৈভবের পরিণাম নিম্। তুমি জোঁকের মত আশ্রয়লতার রক্ত শুষিয়া আপনি এইক্ষণ ফুলিয়া অতি বড় হইয়াছ; তোমার এই স্ফীতদেহের পরিণাম নিম্। তুমি সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য করিয়া সম্পদের স্বর্ণপর্য্যঙ্কে আরোহণ করিয়াছ; তোমার এই সম্পদের পরিণাম নিম্। তুমি দ্বারস্থ দুঃখী ও ভিক্ষান্নপোষ্য প্রতিবেশীদিগের আর্ত্তনাদে বধির রহিয়া আপনি পায়স পলান্ন ও পঞ্চব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হইতেছ; তোমার এই ভোগের পরিণাম নিম্। তুমি দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে দুর্ম্মন্ত্রণা ও কথার ছলনায় নানাবিধ দুষ্কৃতিতে ডুবাইয়া আপনি তাহাদিগের নষ্ট ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াছ; তোমার এই ঐশ্বর্য্যের পরিণাম

নিম্। তুমি কলঙ্কের ডালি মাথায় বহিয়া কলঙ্কের মূল্যে প্রভুত্ব কিনিয়াছ; তোমার এ প্রভুত্বের পরিণাম নিম্। তুমি বিচারের নামে অবিচার অথবা বাণিজ্যের নামে বঞ্চনা করিয়া আজি দানবদর্পে দৃপ্ত হইয়াছ; তোমার এই দর্পের পরিণাম নিম্। তুমি কমলার কৃপাকটাক্ষলাভের জন্য মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া কখনও শৃগাল এবং কখনও কুক্কুরের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ,—কখনও সর্পের মত ফণা ধরিয়াছ, কখনও হাড়গিলার মত গলা বাড়াইয়াছ,—যে তোমার গ্রাসে পড়িয়াছে, তাহারই মাংস খাইয়াছ এবং যে তোমার নিকটে আসিয়াছে, তাহাকেই আগুনের জিহ্বায় পুড়িয়া ফেলিয়াছ,—আর যাহাকে নিদ্রায় দেখিয়াছ, দূরদর্শী শকুনির মত তাহারই উপরে গিয়া উড়িয়া পড়িয়াছ; তোমার এই সমস্ত আশা ও উদ্যমের শেষ পরিণাম নিম্। এই হাস্য ও রসোল্লাসের অবসান নিম্; এই অজস্রবাহিনী আমোদলহরীরও অন্তিমগতি নিম্। লক্ষ্মীর পেচক এই নিমিত্তই মনুষ্যকে নিম্ নিম্ বলিয়া সাবধান করে, এবং চিরচঞ্চলা লক্ষ্মীও বোধ হয় এই কথাই বুঝাইতে চাহেন বলিয়া পেচককে এত আদর করেন। কিন্তু মনুষ্য সাবধান হয় কৈ? রাবণের সোণার লঙ্কা এইক্ষণ শ্মশান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে,—কুরু পাণ্ডবের হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ, মোগলের ময়ূরসিংহাসন, মহারাষ্ট্রীয় দুরন্ত দণ্ড ও জয়বৈজয়ন্তী এবং সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর ও রাজবল্লভ প্রভৃতি খদ্যোতচয়ের বিহারভূমি শ্মশানানলে দগ্ধ হইয়া নিম্বে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য এ সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়াও জ্ঞান লাভ করে কৈ? হা লক্ষ্মি! এই যদি তোমার পদারবিন্দ সেবার পরিণাম ফল,—তুমি যেখানে গিয়া অধিষ্ঠান কর, সে স্থানই যদি কালে ফল ফুল ও তৃণ লতাদি পর্য্যন্ত লইয়া অঙ্গার হইয়া যায়,—তুমি যাহার প্রতি করুণা কর, তাহারই সর্ব্বনাশ

দেখিতে যদি তোমার প্রীতি জন্মে, অথবা যাহাকে ভালবাসিয়া বাড়াও, তাহারই মাথায় বজ্রের আঘাত করিয়া যদি সুখী হও, তবে কেন মনুষ্য তোমার মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া তোমার জন্য একে আর ফলায়, একে আর ঘটায়,—পতঙ্গের ন্যায় আগুনে ঝাঁপ দেয় এবং কীট পতঙ্গ ও পশুপক্ষী যাহা করিতে লজ্জা পায় কিংবা সন্তপ্ত ও সঙ্কুচিত হয়, তাদৃশ নৃশংস কিংবা নীচ কার্য্যও অম্লানবদনে ও আনন্দিত মনে সম্পাদন করে?

যাঁহারা গৃহলক্ষ্মী বলিয়া জগতে পূজা পাইয়া থাকেন,—লোকে পুষ্পচন্দনে ও পাদ্য অর্ঘ্যে পূজা না করিয়া,আলতা, আতর এবং আভরণাদি দ্বারা যাঁহাদিগের পূজা করে, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই অনেক সময়ে পেচকানুরক্ত ও পেচকারূঢ় দৃষ্ট হন। ইহাও কি লক্ষ্মীরই অনুকরণে? না আর কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ বিশেষ গুণের অলক্ষিত আকর্ষণে?

ব্যুৎপত্তিবাদ।

(নূতন অভিধান।)

ইদানীং এদেশে প্রতিদিনই এত নূতনগ্রন্থের প্রচার হইতেছে যে, কেহ গণিয়াও তাহার শেষ করিতে পারে না। আমরা আগে নূতন গ্রন্থের বিজ্ঞাপন পড়িতেও সময় পাইতাম, এইক্ষণ মুখপত্র অর্থাৎ মলাটে যাহা লেখা থাকে, তন্মাত্র পাঠই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, মুদ্রাযন্ত্রের আর বিশ্রাম নাই। মুদ্রণ-শাসনী ডেমোক্লিসের তরবারির ন্যায় অতিসূক্ষ্মসূত্রে বিলম্বিত হইয়া মাথার উপরে দুলিতেছে,তথাপি যন্ত্রোদ্গারের বিরাম নাই। বলিতে কি, বাঙ্গালাভাষা, গ্রন্থের ভারে "স্বর্ণরজত-কাংসপিত্তলাদিনির্ম্মিত-গুরুভারযুক্ত-বহুবিধভূষণাক্রান্তা" * তৈলিকবধূর ন্যায়, অথবা মৃদ্ভারপূর্ণা কুম্ভকারতরণীর ন্যায় নিয়ত দক্ষিণে ও বামে দুলিতেছেন ; কোন্ সময়ে ভাঙ্গিয়া পড়েন, অনুমান করা যায় না। এদেশে যত না লোক, ভরসা হইতেছে কালবশে গ্রন্থকারের সংখ্যা তাহা অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়িবে। কেন না, যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থকার ; যাঁহারা শিখিবেন বলিয়া উদ্যোগে আছেন, তাঁহারা গ্রন্থকার ; এবং যাঁহারা কখনও কিছু শিখেন নাই, কখনও কিছু শিখিবেন না, অথবা শিক্ষার ঘ্রাণমাত্র গ্রহণেও অধিকারী হইবেন না,

---

* যাঁহারা বৈয়াকরণ ভট্টাচার্য্যের বাঙ্গালা পড়িয়া পরিপাক করিতে পারিয়াছেন, ভরসা করি তাঁহারা এইরূপ ঘনঘটায়মান দীর্ঘসমাসে কখনও দুঃখিত হইবেন না।

তাঁহারাও গ্রন্থকার *। কিন্তু ইহা নিরতিশয় দুঃখের বিষয় যে, গ্রন্থকারের এইরূপ বাহুল্যসত্ত্বেও কোন মহাত্মাই একখানি ভাল অভিধান প্রণয়ন করিয়া ভাষার সহজবোধ্যতা সাধন করিতেছেন না। দিন দিন নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি হইতেছে, পুরাতন শব্দ নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, নানা ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতেছে; কিন্তু উৎকৃষ্ট একখানি অভিধানের অভাবে শিক্ষার্থীদিগের ব্যুৎপত্তিলাভ ও ভাবপরিগ্রহ হইতেছে না।

আমরা এই অভাবটি দূর করিবার অভিলাষে, আমাদিগের অভিন্নহৃদয়সুহৃৎ অদ্বিতীয়শাব্দিক (?) শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ সরস্বতীকে বিশেষ আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি, শুদ্ধ অনুরোধরক্ষার্থ, ব্যুৎপত্তিবাদ নামক একখানি নূতন অভিধান সংকলন করিয়া, সাহিত্যসমাজের দৃষ্টির জন্য আমাদিগের নিকট তাহার কিয়দংশ পাঠাইয়া দেন। সম্প্রতি উহা হইতে কএকটি শব্দ অর্থ ও তাৎপর্য্যবিবৃতি সমেত নিম্নে প্রকাশিত হইল। যদি বঙ্গভাষানুরাগী বিজ্ঞপাঠকবর্গের ভাল বোধ হয়, তাহা হইলে সরস্বতী মহাশয়কে সমস্ত অভিধানখানিই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে বলিব।

আদর্শ।

নাটক।—নট নর্ত্তনে, হিংসায়াঞ্চ। প্রেরণে ণিচ্। নাটয়তি—চিত্তং ভ্রাময়তি;—বৃদ্ধান্, তরুণান্, বালকাংশ্চ প্রমত্তবৎ নর্ত্তয়তি;—যদ্বা পঠনপাঠনাদিকং ছাত্রধর্ম্মং, লজ্জানম্রতাদিকং কৌমার-

* আমরা এস্থলে গ্রন্থকর্ত্রীদিগের উল্লেখ করি নাই; কারণ দুর্ম্মুখেরা এইরূপ বলিয়া থাকে যে, অল্প কএকটি বিনা তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই অংশতঃ কিংবা অভেদসম্বন্ধে 'গ্রন্থকার'।

গুণং, পূতাচারপ্রমুখং শূরসেব্যসদ্ভাবসমূহঞ্চ হিনস্তীতি নাটকং। হিংসার্থে চৌরাদিকোঽয়ং ধাতুঃ।

তাৎপর্য্য—যাহাতে চিত্তকে নাটিত করে অর্থাৎ ঘুরায়; বৃদ্ধ, যুবা ও বালককে পাগলের মত নাচায়;—অথবা, পঠনপাঠনাদি ছাত্রধর্ম্ম, লজ্জা ও নম্রতাদি কৌমার গুণ, এবং পবিত্র আচার প্রভৃতি সজ্জনসেবনীয় সদ্ভাবসমূহকে হনন করে, তাহার নাম নাটক।

এই ধাতু হইতে সংস্কৃত নট, নটী এবং বাঙ্গালা নাটাই, নটুয়া ও নাটিম প্রভৃতি বহু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর বলেন, ইংরাজী নট ও ন্যটী * শব্দও এই ধাতুজাত। আধুনিকেরা বলেন, নাটক শব্দ সংস্কৃতমূলক নহে। ইহা এইক্ষণকার বাঙ্গালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ না টক, না মিষ্ট। সংস্কৃত ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত কতকগুলি নাটক এই সংজ্ঞার বিষয় নহে। বাঙ্গালার প্রায় সকল নাটকই 'না—টক' অর্থাৎ এই অর্থের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু পাঁচির মার কোন্দলের কথা অবধি পাদুকা বিক্রয়ের কথা পর্য্যন্ত যে কোন বিষয় যে কোনরূপ কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হউক, তাহাই বাঙ্গালায় নাটক বলিয়া গৃহীত ও পঠিত হইয়া থাকে; এবং তাহাতে যদি রাজার কথা, রাণীর কথা, অশ্বারোহী সৈনিকের কথা এবং প্রণয়ের কথা থাকে, তাহা হইলে সেই 'নাটক' অভিজ্ঞানশকুন্তলকেও আঁধারে ফেলে।

বক্তা—বক অপভাষণে, প্রলাপকথনে চ। বকাবকি, বকুয়া, বকনি প্রভৃতি বহু শব্দ এই ধাতুমূলক। অন্ত্য ককারের স্থানে থকার আদেশ করিলে, বথা ও বথাটিয়া প্রভৃতি শব্দও এই ধাতু হইতে

---

* Naught *i.e.* 'bad, worthless, of no value or account'—Naughty *i.e.* corrupt.

নিষ্পন্ন হয়। শব্দকৌস্তভকার বলেন, বহ সহ এই দুই ধাতুর অকার স্থানে ওকার আদেশ করিয়া যেমন বোঢ়া ও সোঢ়া এই দুই পদ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ বক ধাতুর অকারস্থানে ওকার করিয়া বোকা হয়। কেন না, যাঁহারা বক্তৃতার নামে বাহুদ্বয়ের আস্ফালন মাত্র প্রদর্শন করেন, মুখে যাহা কিছু আইসে তাহাই কোনরূপ একটা বিকটস্বরে বলিয়া ফেলেন, এবং ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সাহিত্য ইতিহাস ও ন্যায়াদি সকল শাস্ত্রেরই মুণ্ড চর্ব্বণ করিয়া আপনার ভাবে আপনি হাবুডুবু খান ও চক্ষে সরিষা ফুল দেখেন, তাঁহাদিগকে অনেকেই বোকা বলিয়া ভালবাসে। কোন কোন প্রাচীন বৈয়াকরণ বলেন, বর্করাদি কতিপয় শব্দও এই ধাতু হইতে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শিষ্টপ্রয়োগবিরহে ইহা স্বীকার করা যায় না।

স্ত্রী—স্তু স্তবনে, ড্রট্ প্রত্যয়ঃ, স্ত্রীত্বাৎ ঈপ্। অর্থ—স্তবনীয়া, গুরু কিংবা ইষ্টদেবতার ন্যায় পূজনীয়া।

শব্দটির এই অর্থ নিবন্ধনই ইদানীন্তন মহানুভাবগণ, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লেখা পড়া প্রভৃতি যাহা কিছু আছে,তৎসমুদয় স্ত্রীর নবনীতনিন্দি পদারবিন্দে কুসুমাঞ্জলির ন্যায় সমর্পণ করিয়া, নিয়তদাসের ন্যায় তাঁহার স্তুতি করেন, অথবা গৃহপোষ্য মেষের ন্যায় তদীয় মুখাপেক্ষী হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। কুলাচারপরায়ণ তান্ত্রিকেরা এবং প্রত্যক্ষবাদ প্রচারক অগস্ত্যকোমত প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা যে, স্ত্রীর * উপাসনাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারও ইহাই নিদান, এবং এই হেতুবশতঃই বর্ত্তমান সময়ের অনেক বিচক্ষণ গ্রন্থকার

* ঈদৃশী আরাধনীয়া স্ত্রী মুগ্ধা কি মুখরা,প্রৌঢ়া কি প্রগল্‌ভা, তৎসম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি নারীবিজ্ঞান এবং নির্ব্বাণতন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মবিজ্ঞানে বহু বাদবিতর্ক আছে।

যুগধর্ম্মের উপদেশ দিবার নিমিত্ত (পরিহাসচ্ছলে) গ্রন্থারম্ভে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীর বন্দনা করেন।

ডাক্তর—ডক ছেদনে, ভেদনে, কৃন্তনে, বিলুণ্ঠনে চ। তরণ্ প্রত্যয়ঃ। ণকার ইৎ বলিয়া উপধার অকার স্থানে আকার। ডাক, ডাকাডাকি, ডাকাতি, ডাকাবুকা, ডাকিনী প্রভৃতি শব্দও ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়যোগে এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ডাক্তারি, ডাকাতি ও ডাকিনী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের ভিন্ন ভিন্ন শব্দকে একই ধাতু হইতে উৎপন্ন দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু ব্যাকরণশাস্ত্র কাহারও মুখপ্রেক্ষি নহে। বিশেষতঃ যাঁহারা জানেন যে Passion ও Patience এই দুইটি শব্দও একধাতুমূলক, এবং পাণ্ডিত্যবাচী 'পণ্ডা' শব্দ ও নিষ্ফলবাচী 'পণ্ড' শব্দও একই পণ্ড্ ধাতুর বিভিন্ন পদ, তাঁহারা ইহাতে কখনও বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না।

সভা—ভা দীপ্তৌ প্রজল্পনেচ। সহ ভান্তি, কালহরণার্থং প্রজল্পন্তি বা যত্র।

যেখানে সকলে যুটিয়া নিজ নিজ তেজ দেখায়, অথবা সময়হরণের জন্য প্রলাপ বলে, তাহার নাম সভা। এই অর্থে যাঁহার দীপ্তি অর্থাৎ রূপের ছটা এবং পরিচ্ছদাদির পারিপাট্য ও ঘটা নাই, তিনি সভার জন্য অযোগ্য;—অতএব তিনি অসভ্য। যিনি প্রজল্পন অর্থাৎ অর্থশূন্য প্রলাপভাষণে সঙ্কুচিত, তিনি সভার জন্য অযোগ্য;—অতএব তিনি অসভ্য।

হাকিম।—হক তর্জ্জনে, গর্জ্জনে, ভ্রূকুঞ্চনে, লোকপীড়নেচ। ইমণ্ প্রত্যয়ঃ। ণকার ইৎ বলিয়া উপধা অকার স্থানে আকার। হাঁক ও হাঁকাহাঁকি প্রভৃতি বাঙ্গালা শব্দ এবং হকার প্রভৃতি ম্লেচ্ছশব্দও এই ধাতুমূলক। যাঁহার তর্জ্জন নাই, গর্জ্জন নাই, দর্প কিংবা দাম্ভিকতা নাই এবং লোকপীড়নেও মতি নাই,

তিনি বিচারক বলিয়া আসন পাইতে পারেন; কিন্তু তিনি হাকিম নহেন। যিনি ভদ্রলোককে ভ্রুকুটি দেখাইতে লজ্জা অনুভব করেন, ভালমানুষ গোছের লোক পাইলে তাহাকে ভয় প্রদর্শন না করিয়া ছাড়িয়া দেন, এবং ভাল কথাতেও হুঙ্কার-যোগে জ্বলিয়া না উঠেন, তিনি বিচারক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন; কিন্তু তিনি হাকিম নহেন। যিনি আত্মকলহের গু-প্তবহ্নি অন্তরের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়া,প্রকাশ্যতঃ কোন না কোন-রূপ ছলনায় বৈরশোধে কুণ্ঠিত হন, উর্দ্ধস্থের আঘাতবেদনা অধ-স্থের মস্তকে উদ্গীরণ করিতে ক্লিষ্ট রহেন, এবং আপনি অতি-নীচমতি হইয়াও মহত্ত্বের বাহ্যবেশ ধারণে অক্ষমতা দেখায়েন,তিনি বিচারক বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন; কিন্তু তিনি হাকিম নহেন। ফলতঃ হাকিম ও বিচারক ভিন্নার্থবোধক ও বিভিন্ন পদার্থ। বিচারকেরা সাধারণতঃ ন্যায় ও নীতির অধীন হইয়া বিচার করিতে চাহেন; কিন্তু হাকিম সকল সময়েই হুকুমের অ-গ্নিতে প্রজ্বলিত থাকেন। সেই অগ্নি যদি ন্যায়, নীতি, শিষ্টাচার ও সামাজিকতাকে সশরীরে দগ্ধ করিয়া না ফেলে, তাহা হইলে কোন রূপেই হাকিম শব্দের অন্বর্থতা রক্ষা পায় না, এবং শব্দ-শাস্ত্রেরও গৌরব থাকে না।

সাধু।—সাধ সিদ্ধৌ, ঔণাদিক উঃ প্রত্যয়ঃ। সাধ্নোতি স্ব-কার্য্যং কৌশলেন বলেন বা ইতি সাধুঃ।

যিনি বলে, ছলে, কিংবা কোন অচিন্তনীয় কৌশলে স্বকার্য্য সাধন করেন, তিনি সাধু। প্রবঞ্চনাপর বণিক্ এবং সর্ব্বগ্রাসী ও সর্ব্বনাশী সুদখোর শিশুমারদিগকে এই নিমিত্ত সাধু বলে;—আর যাঁহারা 'সব্ ছোড়্কে আপ্না বাচানা' এই নীতি অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্যসাধনে সতত তৎপর থাকেন, তাঁহারাও এই নিমিত্তই সাধু বলিয়া সর্ব্বত্র অভিহিত হন।

ফেরঙ্গী—ফে ইত্যব্যক্তং রৌতীতি ফেরুঃ শৃগালঃ। তং গচ্ছতি, ফেরুত্বং প্রাপ্নোতীতি ফেরঙ্গী। ধূর্ত্তে, হিংস্রে, রাক্ষসে চ।

ফে ফে করিয়া যাহারা রব করে, তাহাদিগকে ফেরু বা ফেরব অর্থাৎ শৃগাল বলে। যাহারা সেই ফেরুর আচার অনুকরণ করে, অর্থাৎ ফেরুত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা ফেরঙ্গী। অতএব, ফেরঙ্গী বুদ্ধিতে শৃগাল, ভোজনে রাক্ষস, লৌকিক আচারে ধূর্ত্ত অথবা হিংস্রপ্রকৃতি। ফেরঙ্গী এক প্রকার মিশ্রজাতীয় জীব। কেন না রামায়ণে লিখিত আছে যে, লঙ্কাসমরের অবসানসময়ে ফেরঙ্গীর প্রথম উৎপত্তি হয়।* ফিরঙ্গদেশ কি ফিরঙ্গকুলোদ্ভব যে সকল মনুষ্য ইদানীং ইয়ুরোপীয়দিগের পরিচ্ছদগ্রহণ ও ছন্দানুবর্ত্তন করিয়া, সদ্গুণে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা ফিরঙ্গী †, সুতরাং ফেরঙ্গী হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্।

ভক্ত।—ভজ সেবায়াং পরচরণলেহনে চ। যাহারা পরকীয় পদসেবায় জীবন উৎসর্গ করে, এবং তদর্থ বিধিদত্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে বলি দেয়, তাহারা ভক্ত। 'স্বার্থে' ষ্ণ প্রত্যয় করিলে, ভক্ত স্থানে ভাক্ত হয়। অতএব যে যে স্থলে ভক্ত শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই স্থলে ভাক্ত শব্দ ব্যবহার করিলে, ব্যাকরণ কি অভিধান অনুসারে কোন দোষ ঘটে না;—এবং যখন ইহা সহস্রস্থলে দৃষ্ট হইয়াছে ও সহস্রদৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভক্তমাত্রই স্বার্থপ্রত্যয়যোগে ভাক্ত হয়, তখন তাদৃশ প্রয়োগ কখনও ভাষ্যবিরুদ্ধ কিংবা অর্থবাদশাস্ত্রের অভিপ্রায়মতে নিষিদ্ধ হইবে না।

বাবু।—বব চাঞ্চল্যে, বৃথাভিমানে, পরান্মুকরণে, ধৃষ্টব্যবহা-

---

* Vide Griffith's Translation of Valmiki Ramayana.

† "পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরঙ্গভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ভুবি॥"

রে চ। ঔণাদিক ণুঃ প্রত্যয়ঃ। ণ ইৎ যায়, উ থাকে, অকারের বৃদ্ধি।

যাঁহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, অভিমান শূন্যগর্ভ অথচ গগণস্পর্শী, চিত্ত পরানুকরণরত এবং ব্যবহার ধৃষ্ট, তাঁহারা বাবু। বাবু চাঞ্চল্যে ভ্রমর-সদৃশ, সুতরাং সকল বিষয়েই ভ্রমরস্বভাবান্বিত। যাঁহারা অধ্যয়নে ভ্রমর, তাঁহারা অবলার মত উপন্যাসাদি রসশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ফুলে উড়িয়া বেড়ান, কোন ফুলেরই স্বাদ গ্রহণ করেন না; এবং সময়বিশেষে ভাববিশেষের অনুশাসনে অন্যান্য শাস্ত্রের পুরদ্বারেও উকি ঝুঁকি মারেন, কিন্তু কোন শাস্ত্রেই প্রবিষ্ট হন না। যাঁহারা প্রণয়ে ভ্রমর, তাঁহারা নিত্য নূতন হৃদয়ের প্রণয়সুধার স্বাদলাভের জন্য যত্নশীল হন,—নিত্য নূতন প্রণয়ে অধীর হইয়া গড়াইয়া পড়েন, কিন্তু প্রকৃতির ঝটিকাতাড়নে কোন স্থলেই স্থির হইয়া বসেন না। যাঁহারা আমোদের ভ্রমর, তাঁহারা এই নশ্বর জীবনের দুর্ব্বহ ভার উদ্‌যাপনের জন্য প্রতিদিন প্রতি-মুহূর্ত্তেই নূতন আমোদের উদ্ভাবন কি অনুসরণ করেন,—ব্যায়াম ছাড়িয়া বিলাসলীলা, এবং বিলাসলীলা ছাড়িয়া ব্যায়ামের আ-শ্রয় লন; অথবা মৎস্যের মত জলে ভাসিয়া, বিহঙ্গের মত আ-কাশে উড়িয়া কল্পিত ও অকল্পিত সমস্ত প্রকার আমোদই ক্ষণ-কালের তরে চাখিয়া দেখেন, কিন্তু আপনার অভ্যন্তরীণ রুগ্নতা-হেতু কোন আমোদেই আমোদ পান না। আর যাঁহারা চিন্তার ভ্রমর, তাঁহারা কপিল কণাদ ও গৌতম গঙ্গেশ প্রভৃতির কীর্ত্তি-রাশিকে কলঙ্কিত করিবার জন্য সকল তত্ত্বেরই মূল চিন্তা ক-রেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অশক্ত, অশিক্ষিত ও নানারস পিপাসা-কুলিত চিন্তাশক্তি কিছুতেই কোন এক বিষয়ে বহুক্ষণ অবস্থান করিতে পারে না। বাবু অভিমানে শরতের মেঘ, গর্জ্জন কিন্তু বর্ষেন না; অথবা বর্ষার মকমকায়মান ভেক, নিয়ত শব্দ করেন,

কিন্তু নিকটে আসিতে সাহস পান না;—পরদেশায় ছন্দানুবর্ত্তনে সর্ব্বথা নিগারদিগের সমান,—স্বজাতীয় অস্তিত্বলোপ বিনা আর কিছুতেই চিত্তের পরিতৃপ্তি হয় না, এবং ধৃষ্টতায় পৃথিবীস্থ সকলেরই প্রপিতামহ,—এমন কোন কথা নাই, এমন কোন কার্য্য নাই, সৃষ্টিতে এমন কোন উচ্চ মাথা নাই, বাবুর বুদ্ধি যাহা আয়ত্তে আনিতে কিংবা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।

রাজা—রাজ্‌দীপ্তৌ শোভায়াঞ্চ; কর্ত্তরি অন্‌। রাজতে ইতি রাজা।

অর্থাৎ যাঁহাদিগের অঙ্গে স্বর্ণহার, মুক্তাহার ও হীরকাদিগঠিত বিবিধ আভরণের দীপ্তি এবং শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণবিচিত্রিত বিবিধ বেশবিন্যাসের শোভা মাত্র আছে, কিন্তু আত্মায় কোনরূপ শক্তি কিংবা আধিপত্যে কোনরূপ সমৃদ্ধতার লক্ষণ নাই, তাঁহারা রাজা। এই নিমিত্ত রাজা এই শব্দটি ইদানীং কতিপয় চিহ্নিত ও প্রকৃত গৌরবান্বিত স্থান ব্যতিরিক্ত অধিকাংশ স্থলেই রাজশক্তি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরিচ্ছদাদিবস্তুতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে,—এবং হোলির রাজা, যাত্রার রাজা ও নাটকের রাজা ইত্যাদি প্রচলিত বাক্যও এই অর্থেরই সমর্থন করিতেছে।

অথবা রন্‌জ প্রীতৌ, তস্মাদন্‌। প্রভুস্থানীয়ান্‌ সর্ব্বপ্রযত্নেন রঞ্জয়তীতি রাজা।

অর্থাৎ যাঁহারা প্রভুচিত্ত প্রীণন করিতে পারেন এবং কিরূপে প্রভুস্থানীয়দিগের মন যোগাইতে হয়, তাহাই ভাল করিয়া শিখেন ও ভালমতে জানেন, তাঁহারা রাজা বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। পাণিনি ও শাকটায়নাদির সমসাময়িক পণ্ডিতেরা রন্‌জ ধাতুর মৌলিক অর্থের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন যে, প্রজারঞ্জনই রাজার পরম ধর্ম্ম।—যিনি চরিত্রের দোষে, শিক্ষার ত্রুটিতে কিংবা শক্তির অল্পতাহেতু প্রজারঞ্জনে অসমর্থ, তিনি রাজা নহেন। কিন্তু এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে,

অনেক রাজার প্রজা নাই, অনেকে স্বয়ং প্রজাভাবান্বিত এবং অ-নেকে আবার প্রজা হইতেও অধম অবস্থায় পদাতিকের ভয়ে পুরসুন্দরীর অঞ্চলান্তরালে লুক্কায়িত। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের প্র-জারঞ্জনের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আধুনিক ভাষ্যকা-রদিগের মতে প্রভুরঞ্জন ও প্রভুজাতীয়দিগের পাদলেহনই তাঁহা-দিগের রাজধর্ম্ম। নহিলে, রন্জ ধাতুর প্রয়োগস্থল থাকিবে কো-থায়? কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শোভার্থ রাজ্ ধাতু এবং প্রীণনার্থক রন্জ ধাতু এই উভয়ই এইক্ষণকার প্রচলিত রাজা শব্দে সমানরূপে প্রযুজ্য হইতে পারে। কারণ, যখন রাজকুষ্মাণ্ড অর্থাৎ তরমুজ, রা-জগ্রীব অর্থাৎ ফলুই মাছ, রাজতাল অর্থাৎ সুপারিগাছ, রাজতি-মিষ অর্থাৎ কাঁকুড়, রাজপুত্রিকা অর্থাৎ শরালি পাখি অথবা অলাবু বিশেষ, রাজফল অর্থাৎ শশা এবং রাজমণ্ডূক অর্থাৎ বড় এক রকমের বিকটশব্দকারী ভেক ইত্যাদি পদার্থও রাজ-বিশেষণে বিভূষিত হইয়াছে, তখন স্পষ্টতঃই প্রতীত হইতেছে যে, শোভা ও প্রীণন উভয়ই রাজার অপরিহার্য্য লক্ষণ।

পিতা—পত অধোগমনে। নিপাতনে ইকার আদেশ। পূর্ব্বতন বৈয়াকরণদিগের মতে পিতৃশব্দ পা-ধাতু-মূলক এবং উহার অর্থ পাতা, রক্ষা কর্ত্তা। অধুনাতন শাব্দিকদিগের মতে পিতৃশব্দ পত-ধাতুমূলক, অর্থ পতনশীল পাপী। এই হেতু, দুধের গন্ধ যায় নাই, ঈদৃশ অষ্টমবর্ষ বয়স্ক বালকও, পিতা ও পিতৃপুরু-ষদিগকে অধোগামী নারকী বলিয়া, তাঁহাদিগের পাপসংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে পারে। যে পিতাকে অদ্যাপি পাতা বলে, এবং অকৃত্রিমচিত্তে পাতা জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহের বিশ্রব্ধনির্ভরে ভাল বাসে তাহার ব্যাকরণ ও অভি-ধানে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই।

মানবজীবন।

বৈজ্ঞানিকের পাঠ্য অনন্ত জড়জগৎ; কবি, দার্শনিক, চরিতাখ্যায়ক, এবং ঐতিহাসিক প্রভৃতির পাঠ্য অনন্ত মানবজীবন। মানবজীবনরূপ মহান্ গ্রন্থ সম্মুখে পড়িয়া আছে;—কেহ গ্রন্থকীটের ন্যায় একবারে উহাতে লাগিয়া রহিয়াছেন, কেহ দূর হইতে উঁকি মারিয়া একটুকু একটুকু দেখিতেছেন, কেহ বা তাহা হইতেও দূরে, করে কল্পনার কামবীক্ষণ লইয়া, দণ্ডায়মান আছেন;—কেহ কেহ আবার কিছুই না দেখিয়া, এবং কিছুই না শিখিয়া, আপনা হইতে অনভিজ্ঞের নিকট, অধ্যাপক বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন।

মানবজাতি কোথায় কিরূপে উন্নত হইল, কোথায় কিরূপে অধঃপাতে গেল, অথবা মনুষ্যমনের কোন্ বৃত্তি কোন্ পথে কি ভাবে কার্য্য করে, ইত্যাদি জটিল তত্ত্ব কবির মধুলুব্ধ চিত্তকে সাধারণতঃ আকর্ষণ করিতে পারে না। কবি মধুকরসদৃশ। মধুকর যেমন মলয়ের মন্দমারুতহিল্লোলে মৃদুমন্দ আন্দোলিত হইয়া ফুলে ফুলে সঞ্চরণ করে ও ফুলের মধু সঞ্চয়ন করিয়াই কৃতার্থ রহে; সৌন্দর্য্যসুধালিপ্সু কবিসম্প্রদায়ও, সেইরূপ কল্পনার সুখসমীরে সঞ্চালিত হইয়া, মানবজীবনরূপ রমণীয় উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন কল্পকুসুমে বিচরণ করেন এবং এইরূপে সুধাসঞ্চয় করিয়াই চরিতার্থ রহেন। প্রেমের পবিত্র উচ্ছ্বাস অথবা দুঃখীর দীর্ঘনিঃশ্বাস, বিরহিণীর অশ্রুকণা, যোগীর ঊর্দ্ধনেত্র, বিয়োগীর বৈরাগ্য, উদারচেতা দয়াশীলের নিঃস্বার্থ করুণা, বীরহৃদয়ের মর্ম্মবিদারী ভৈরবক্রোধ, এই সমস্ত বস্তুই মানবজীবন-

ধ্যানরত সুকবির ভাণ্ডারে সকল সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার কাছে এ সকল নাই, কেবল কতকগুলি কুৎসিত কথা ও কুৎসিত শব্দ আছে, তাহাকে কবি না বলিয়া কবিকুঞ্জের দ্বারস্থ কাক কিংবা কূপস্থ ভেক বলিলেই সুসঙ্গত হয়।

মানবজীবন সম্বন্ধে কবির সহিত ডুবারুরও সুন্দর উপমা হইতে পারে। নিপুণ ডুবারু যেরূপ রত্নলোভে রত্নাকরগর্ভে প্রবেশ করে, নিপুণ কবিও সেইরূপ মানবজীবনরূপ সুগভীর সমুদ্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করেন, এবং তথা হইতে কখনও একটি মনোহর মুক্তা, কখনও বা একটি চারুদর্শন রত্ন উপরে তুলিয়া রূপ দেখিয়া আপনি ভুলিয়া যান এবং রূপ দেখাইয়া আর দশজনকে ভুলাইতে যত্নপর হন। যদি বিধিবিড়ম্বনায় মণি মুক্তার পরিবর্ত্তে কোন অস্পৃশ্য অপবিত্রবস্তু হাতে উঠে, তবে দুঃখের গীত গাইয়া গাইয়া হৃদয়কে শান্তি দেন, এবং দুঃখের অশ্রু বর্ষণ করিয়া ভাবুকের দ্বারে সহানুভূতির ভিখারী হন।

দার্শনিক কঠোরচিত্ত চিকিৎসক। তিনি কবির মত রূপের জন্য মরেন না, এবং মানবপ্রকৃতি সুন্দরই হউক, আর কুৎসিতই হউক, তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না। মানবজীবনসম্পর্কিত যথার্থতত্ত্ব সংকলন ও রুগ্ন মানবপ্রকৃতির প্রতিকারসাধনই তাঁহার কার্য্য, এবং ঐ দুই কার্য্য সফল হইলেই তিনি চরিতার্থ হইলেন। মনুষ্যের শরীরের সহিত শারীরসংস্থানবিদ্যার যে সম্বন্ধ, মনুষ্যের মনের সহিত মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ; এবং যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র, তেমন নীতিবিজ্ঞান। দর্শনতন্ত্রের অনেক অবান্তর ভেদ, অনেক শাখা প্রশাখা এবং অনেক প্রকারের পত্র পল্লব আছে। কিন্তু উহার আদি, অন্ত, মধ্য, সমস্তেরই প্রধান অবলম্ব মানবপ্রকৃতি এবং মানবজীবন।

ঐতিহাসিক মানবজীবন সম্বন্ধে অংশতঃ কবি, অংশতঃ

দার্শনিক ; অথচ কবি ও দার্শনিক উভয় হইতেই স্বতন্ত্র। কোন একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য কি কোন একটি বিশেষ সত্য তাঁহাকে মোহিত করিতে পারে না। কিন্তু মানবজীবনের যে সৌন্দর্য্য ও যে সত্য, স্রোতের ন্যায়, ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, তিনি তাহাতেই সমধিক আকৃষ্ট হন। তিনি উৎসুকচিত্ত ও ধীরমতি পরিব্রাজকের ন্যায় কোন উন্নত স্থানে দণ্ডায়মান থাকেন, এবং সেখানে দাঁড়াইয়া মানবজাতির অবিরামবাহি জীবনস্রোতের প্রনত্তপ্রবাহ ও লহরীলীলা উভয়ই সমান আদরে সন্দর্শন করেন।

পৃথ্বীরাজ একদিন রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত কুসুমকাননে উপবেশন করিয়া ভারতবর্ষের তৎকালীন দুর্দ্দশা ভাবিতে ভাবিতে বাষ্পবারি বিমোচন করিয়াছিলেন, শুদ্ধ এই কথাটি ইতিহাসের বিষয় হইতে পারে না। ইহা কবির কথা এবং এইরূপ বহুকথা লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়াই, হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক চাঁদ ভট্টকে লোকে চাঁদকবি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কিন্তু ভারতসূর্য্য, আর্য্যমহিমার প্রথম অভ্যুদয় হইতে ক্রমে উর্দ্ধমুখে উত্থান করিয়া, সহসা কিরূপে যবনাম্বুধিতে ডুবিয়া গেল,—সেই পরাক্রান্ত আর্য্যজাতির প্রতাপস্রোতে ক্রমে ক্রমে কিরূপে ভাঁটা লাগিল,—যাঁহারা পৌরুষবিক্রমে ভীষ্মার্জ্জুনের বংশধর বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা কিরূপে পরাধীনতাতেও তৃপ্তি লাভ করিতে শিখিলেন, ইহা যিনি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিবেন, এবং বর্ণনা দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহাকে ঐতিহাসিক বলিব।

কিন্তু, কবি, দার্শনিক, অথবা ঐতিহাসিক প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণিস্থ লোক বিনা আর কেহ মানবজীবন পাঠ করে না, কি পাঠ করিতে সমর্থ নহে, ইহা মনে করা ভ্রম। পৃথিবীতে সকলেই কিছু সেক্সপীয়র কি ভারবি, অথবা বেস্থাম কি বকল হইয়া

জন্ম গ্রহণ করে না। বিধাতা যাহাকে চক্ষু দিয়াছেন, সে ই এই গ্রন্থের দুচারি পৃষ্ঠা কি দুচারি পংক্তি পাঠ করিয়াছে, এবং সংসারে যে প্রবেশ করিয়াছে, সংসারের গতিবিধি সম্বন্ধে সে ই কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছে। যাঁহাদিগকে লোকে সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্ লোক বলে, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ কর; দেখিবে, তাঁহারা কবি, দার্শনিক অথবা ঐতিহাসিক, ইহার কিছুই নহেন, অথচ মানবজাতির প্রকৃতি এবং মানবজীবনের গতি বিষয়ে সকলেই অল্প কি অধিক পরিমাণে অভিজ্ঞ। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ ঠকিয়াছেন কি ঠেকিয়াছেন, তাই ভাল করিয়া শিখিয়াছেন; কেহ কেহ বা দেখিয়াছেন কি ভুগিয়াছেন, তাই ভালমতে জানিতে পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের মনের কথা নৈপুণ্যের সহিত গ্রথিত হইলেই কাব্যের এক স্তবক কিংবা দর্শনশাস্ত্রের এক পরিচ্ছেদ সংকলিত হয়।

যাঁহারা চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সহিত মানবজীবন অধ্যয়ন করিয়া মানবজাতি বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা স্তাবক, আর এক শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা নিন্দুক। যৌবনের প্রথমোল্লাস সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোককেই মানবজাতির স্তাবক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। পরে, যৌবন-স্রোতের তরঙ্গচাঞ্চল্য তিরোহিত হইলে, শরীরের উত্তপ্ত শোণিত একটুকু করিয়া শীতল হইয়া আসিলে, বুদ্ধি কিয়ৎ পরিমাণে পরিপক্বতা লাভ করিলে, সেই ভ্রম অথবা সেই সংস্কার ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়, এবং তখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোককেই, আবার মানবজাতির নিন্দুক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়া উঠে। এরূপও দেখা যায়, যাঁহারা এক সময়ে ঘোরতর স্তাবক ছিলেন, তাঁহারাই সময়ান্তরে ঘোরতর নিন্দুক

হইয়া দাঁড়ান; অথবা যাঁহারা পূর্ব্বে মানবজীবনকে দুর্ব্বিষহ নরকভোগ বলিয়া অদৃষ্টের নিন্দা করিতেন, তাঁহারাই ফিরিয়া উহাকে স্বর্গের পূর্ব্বস্বাদ বলিয়া আহ্লাদে উছলিয়া পড়েন।

স্তাবকপক্ষ প্রেমিক; নিন্দুকপক্ষ হয় হিতাভিলাষী বন্ধু, নাহয় বিরক্ত সন্ন্যাসী। প্রেমিকের চক্ষু অমৃতাঞ্জনে বিভূষিত। উহার কাছে সকলই ভাল দেখায়, দোষরাশিও গুণরাশিরূপে প্রতিভাত হয়, এবং নিতান্ত অপ্রীতিকর দৃশ্যও শারদীয় পূর্ণিমার ঢল ঢল লাবণ্যের ন্যায় সুধাময়ী জ্যোৎস্না বিকীরণ করে। দোষদর্শী বন্ধু অথবা বিরাগীর চক্ষু স্নেহরসশূন্য। উহাতে ভালটিও অনেক সময়ে মন্দ বোধ হয়।

স্তাবকেরা মনুষ্যজীবনের সকলই সুন্দর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদিগের নিকট মনুষ্যের হাস্য সারল্যপূর্ণ, প্রীতি প্রভাতকুসুমবৎ পবিত্র, বন্ধুতা অমায়িক, চিত্ত কলঙ্ক-শূন্য এবং আচার ব্যবহার সমস্তই সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। তাঁ-হারা মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনিতে দেবকণ্ঠ শ্রবণ করেন, এবং মনু-ষ্যের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে স্বর্গীয় সৌরভ অনুভব করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হন। মানবজাতি তাঁহাদিগের নিকট নন্দনভ্রষ্ট পারি-জাত। যদি কেহ দুঃসাহসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে মানবজীবনের কলঙ্কনিচয় দেখাইয়া দেয়, তাহাকে তাঁহারা তন্মুহূর্ত্ত হইতেই নিতান্ত কলুষিতমতি ক্রূরলোক বলিয়া ঠাউ-রাইয়া রাখেন এবং তাহার কোন কথাই আর বিশ্বাসযোগ্য নহে, এই এক সাধারণ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন।

নিন্দুকদিগের সংস্কার আবার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদিগের নিকট মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্করাশি এবং মনু-ষ্যের মস্তকের কেশ হইতে পদনখ পর্য্যন্ত সমস্তই অপবিত্র ও অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যের আত্মা নরকের সজীব প্রতিকৃতি; হৃদয়

গরলের অক্ষয় প্রস্রবণ; দৃষ্টি, হাস্য, রসনা, সমুদয়ই গরলো-দ্গারি এবং মানবজাতি চিরখলতাময় ব্যালজাতির অবতার বিশেষ। তাঁহাদিগের অভিধানে ভদ্রতা, পবিত্রতা এবং সারল্য প্রভৃতি শব্দ আকাশকুসুম কি শশবিষাণের ন্যায় অর্থশূন্য। স্তাবক পক্ষ যেরূপ রাজার নাম করিতে হইলে, রামচন্দ্র, এলফ্রেড, কি গাষ্টেভস এডলফস প্রভৃতি মহাত্মার উল্লেখ করেন;—নারীকুলে জানকী, জেন, দময়ন্তী ও নাইটিংগেলকে দেখাইয়া দেন, এবং মন্ত্রণার প্রসঙ্গ হইলে বশিষ্ঠ, সলী, অথবা ধার্ম্মিকতার প্রসঙ্গ হ-ইলে শঙ্করাচার্য্য কি মিলেংথন প্রভৃতিকে নির্দ্দেশ করেন;—নিন্দুক পক্ষও সেইরূপ অবিচলিতভাবে নিরো, ক্যালিগুলা, টাইবিরি-য়াস কিংবা জন জেম্‌স প্রভৃতি রাজা, ফ্রান্সের কেথেরিণ কি রো-মের মেসেলিনা ও এগৃপিণা প্রভৃতি রাজমহিষী, কণিক কি মেকি-য়াভেল প্রভৃতি মন্ত্রদাতা, ষষ্ঠ আলেকজেণ্ডর প্রভৃতি পোপনাম-ধারী ধর্ম্মযাজক এবং জেফ্রী প্রভৃতি ধর্ম্মাধিকরণস্থিত বিচারপতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মানবজীবনের দুঃখাবহ পঙ্কিল প্রবাহ প্রদর্শন করেন। উভয়পক্ষে প্রতিকথা, প্রতিদৃষ্টান্ত ও প্রতি বি-ষয়েই এইরূপ ভয়ানক মতভেদ;—এবং যেখানে মতভেদ, সে-খানে অবশ্যই কার্য্যভেদ।

ইয়ুরোপীয়দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সুপ্রসিদ্ধ বাইবলগ্রন্থ মানবজীবনের নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ। বাইবল যাঁহাদিগের লেখনী হইতে বিনিঃ-সৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগের কেহই মানবজাতির গুণরাশিতে প্রেমি-কের ন্যায় মুগ্ধ ছিলেন না। কোরাণকে আমরা এ বিষয়ে গণ-নার মধ্যে আনিতে চাহি না। কারণ, কোরাণ স্পষ্টতঃই বাইব-লের অনুকৃতি এবং একজনের মস্তিষ্কসম্ভূত। ভারতবর্ষের অতি-প্রাচীনকালের সরলহৃদয় ঋষিরা মানবজীবনে বিরক্ত ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। বেদসংহিতায় যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া

যায়, তাহাতে মনুষ্যের কলঙ্কের কথা অধিক নাই ; সমস্তই কুসুমসমাকীর্ণ মাধবীয় উপবন, অথবা অমলকৌমুদীময় শারদীয় যামিনীর ন্যায় পবিত্র ও প্রীতিকর। প্রকৃতির চিরপ্রিয় পুত্র এবং কবিতাকাননের চিরজীবী কল্পপাদপ মহাকবি বাল্মীকিকেও মানবজীবনের নিন্দুক বলি না। বাল্মীকি মনুষ্যপ্রকৃতির যে সকল ছবি চিত্র করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া যে মনুষ্যের দগ্ধনয়ন যুগযুগান্তকাল শীতল রহিবে,ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু বাল্মীকির পর হইতে, এদেশের প্রধান ও অপ্রধান সকলের লেখাতেই মানবজীবনের প্রতি স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট ঘৃণার ভাব পরিলক্ষিত হয়। এদেশের পুরাণ, উপপুরাণ ও অশীতি কোটি তন্ত্রগ্রন্থে বর্ত্তমান কালের যে মূর্ত্তি লিখিত রহিয়াছে, যদি তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও সত্য হয়, তবে মানবজীবনকে প্রেতজীবন বলিলেও অসংগত হয় না। ইয়ুরোপের অধুনাতন ভাবুকেরাও এবিষয়ে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একপক্ষ আনন্দে ডগমগ বুল্‌বুলের ন্যায় নিয়তই প্রিয়গীত গান করিতেছেন ; আর এক পক্ষ, গম্ভীরস্বভাব উলুকের ন্যায় গম্ভীরকণ্ঠে দুঃখধ্বনি উত্তোলন করিয়া, সকলের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করাইয়া দিতেছেন।

আমরা মানবজীবনে অনুরক্ত কি বিরক্ত, এবং মানবপ্রকৃতির স্তাবক কি নিন্দুক, তাহা এইক্ষণ বলিতে ইচ্ছা করি না। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভাবুকেরা মানবজীবনকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যেরূপ অবলোকন করিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমরা সম্প্রতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব, এবং যাঁহারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া নিজগুণে ও নিজমহিমায় মৃৎপিণ্ডের ন্যায় পড়িয়া আছেন, নিম্নোক্তরূপ চিত্রনিচয়ের কোন্‌টি তাঁহাদিগের চিত্তহারি ও প্রকৃত চিত্র, তাঁহাদিগকেই সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বলিব।

কেহ কেহ বলেন,মানবজীবন এক বিশাল বাণিজ্যক্ষেত্র,এবং মনুষ্যজাতির সকলেই ছোট বড় এক একটি বণিক্। দেও আর নেও, অথবা নেও আর দেও,ইহাই এখানকার প্রধান কথা এবং সকল নীতির বীজসূত্র। রাজনীতি,ধর্ম্মনীতি এবং সামাজিকনীতি প্রভৃতি সমুদয় নীতিশাস্ত্রই বাণিজ্যশাস্ত্রের এক এক পরিচ্ছেদ মাত্র, এবং পতি পত্নীতে, রাজায় প্রজায়, প্রভু ভৃত্যে,ভ্রাতায় ভ্রাতায়এবং সাধারণতঃ মনুষ্যে মনুষ্যে যত প্রকার সম্বন্ধ আছে কি কল্পিত হইতে পারে, সমস্তই বাণিজ্যব্যবসায়ের সম্বন্ধবিশেষ। যে দেয় না কি দিতে পারে না, সে এই হাটে কিছুই পায় না। এস্থলে যাহা কিছু চাও, সমস্তই মূল্য দ্বারা ক্রীত ও বিক্রীত হয়। যদি মূল্য দিতে পার, তবে সকলই মিলিবে। যদি মূল্য দিতে অসমর্থ হও, তবে তুমিও কাহারও নও, এবং কেহই তোমার নহে। মান, মর্য্যাদা, যশ, প্রেম, সমুদয়ই বিনিমেয় সামগ্রী। বিনা বিনিময়ে ইহার কিছুই লাভ করা যায় না। যাহাকে তুমি ভালবাস, অথবা ভালবাস বলিয়া জানাও,—কিংবা যাহার সম্বন্ধে প্রকারান্তরে প্রিয়কার্য্য কর,সেই তোমাকে ভাল বাসে; এবং যাহাকে তুমি ভাল বাস না, কিংবা যাহার প্রয়োজনসাধনে সতত অগ্রসর হইতে পার না,তুমি যত কেন ভাল না হও, সে তোমার পানে ফিরিয়াও চাহে না। যাহাকে তুমি প্রশংসা কর, সে তোমার প্রশংসা করে, এবং যাহাকে তুমি নিন্দা কর, সে তোমার নিন্দা করে। স্তুতির বিনিময়ে স্তুতি,নিন্দার বিনিময়ে নিন্দা। যদি নিতান্ত নিন্দনীয় কোন ব্যক্তিকেও তুমি স্তুতি করিতে অসমর্থ হও, তুমি যার পর নাই স্তবনীয়প্রকৃতির লোক হইলেও তাহার জিহ্বা হইতে তোমার স্তুতিবাদ বহির্গত হইবে না; এবং অতিবড় স্তবনীয়স্বভাবান্বিত জগৎপূজ্য ব্যক্তিও যদি তোমার মত বরাহ অবতারের বিবিধ

গুণবন্দনা করিতে বিরত রহেন, তুমি প্রাণ গেলেও তাঁহার প্রশংসার একটি কথা কহিবে না।

পৃথিবীর বন্ধুতাও এইরূপ। যে তোমাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলে, অথবা লোকের নিকট আপনাকে তোমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলে, সম্মান কি সুখ বোধ করে, সেই তোমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে; এবং তুমিও যেখানে সুখ কি সম্মানের প্রত্যাশা কর, শুধু তাদৃশস্থলেই বন্ধুতা প্রদর্শন করিয়া থাক। যেখানে কোন পক্ষেরই সুখ কি সম্মানলাভের সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে কোন পক্ষই বন্ধুতা দেখায় না;—অপিচ যেখানে অসুখ কি অসম্মানেরই প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা, প্রীতি সেখানে পদতলে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইলেও, কেহ প্রাণান্তে বন্ধুতার পথে অগ্রসর হয় না। কুটুম্ব ও স্বজনদিগের মধ্যেও, যাহাকে কুটুম্ব কিংবা স্বজন বলিলে লোকসমাজে উচ্চাসন লাভের প্রত্যাশা রহে, লোকে তাহাকেই কুটুম্ব কিংবা স্বজন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরিচয় দেয়; এবং যাহাকে স্বসম্পর্কিত বলিলে লোকের নিকট মানগ্লানি, কি গৌরবহানির সম্ভাবনা হইয়া উঠে, সে নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইলেও তাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে সকলে কুণ্ঠিত হয়। কেহ কেহ স্বকীয় ক্ষমতাবলে নূতন সম্মান লাভ করিয়া, দীনদশাপন্ন পুরাতন পিতাকেও পিতা বলিয়া পরিচয় দিবার পূর্ব্বে তিনবার চিন্তা করেন। অবস্থার পরিবর্ত্ত ঘটিলে ঐ রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুতাদি প্রিয়সম্বন্ধের দৃঢ়বন্ধনও যে শিথিল হইয়া যায়, উল্লিখিত শ্রেণীর ভাবুকদিগের বিবেচনায় মানবজাতির এই বণিক্‌স্বভাবসুলভ লাভপরতাই তাহার প্রধান কারণ। ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য জটাচীরধারী বনচারী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—'অবস্থা পূজ্যতে রাজন্! ন শরীরী কদাচন।' এইক্ষণ যাঁহাদিগের মতের কথা হইতেছে, তাঁহারা আক্ষেপচ্ছলে

ইহাও বলিয়া থাকেন যে, পিতা কি ভ্রাতা, অথবা পতি কি পুত্র প্রভৃতি প্রিয়জনের বিয়োগ হইলে, লোক যে হৃদয়বিদারি করুণস্বরে বিলাপ করে, তাহা হইতেও বাণিজ্যের গন্ধ বাহির হয়। কারণ, প্রিয়জনের অভাবনিবন্ধন নিজের কি কি বিষয়ে কিরূপ ক্ষতি হইল, তাহা ভিন্ন আর কি কথা লইয়া লোকে বিলাপ করে? আমার কি হইবে এই বলিয়াই সকলে রোদন করে; যে গেল, তাহার কি হইবে, ইহা কয়জনে ভাবিয়া দেখে?

আর এক পক্ষ বলেন, মানবজীবন এক রমণীয় রঙ্গভূমি এবং মনুষ্যমাত্রই অভিনয়নিপুণ নট। কেহ দাতা, কেহ গৃহীতা, কেহ যাজক, কেহ যজমান, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ প্রেমিক, কেহ গৃহী, কেহ সন্ন্যাসী। কোন ব্যক্তি সুবর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজলীলার অভিনয় করিতেছেন, কেহ বা তদীয় সন্নিধানে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনুজীবীর দুরবস্থা ও নীচজীবন প্রদর্শন করিতেছেন। অভিনয়ভূমিতে শৈলূষগণ যেরূপ মিথ্যা হাসি হাসে, মিথ্যা কান্না কাঁদে,—মৃগের ন্যায় ভীতিবিহ্বল ব্যক্তি মৃগেন্দ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া ভীমের অনুকরণ করে, ঘোরতর পাষণ্ড দুরাত্মা সহসা শুকদেব সাজিয়া তত্ত্বশাস্ত্রের উপদেশ দেয়, চটুলনয়না পণ্যবিলাসিনী পবিত্রহৃদয়া দেস্‌দিমোনার পরিচ্ছদ পরে,—সাইলকসদৃশ রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর, শিবিরাজা কি জীমূতবাহনের অংশ গ্রহণ করিয়া, বিপন্নের দুঃখে দ্রবীভূত হয়, এখানেও সকলেই সেইরূপ, যাহা নয় তাহা দেখাইয়া, নটনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে এবং কে কিরূপ পটুতার সহিত আপনার পরিগৃহীত লীলার অভিনয় করিয়া যাইতেছে, পরস্পর তাহা দেখিতেছে। পুনশ্চ, অভিনয়গৃহের পৃষ্ঠভাগে যেমন নেপথ্যগৃহ থাকে এবং সেখানে প্রবেশ করিয়া সকলেই পুরাতন বেশ পরিত্যাগ এবং নূতন বেশ ধারণ করে; মনুষ্যসমাজেরও

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই সেইরূপ একটি নেপথ্য আছে, এবং সেই নেপথ্যে প্রবিষ্ট হইলেই প্রত্যেকে আর এক সাজে সজ্জিত হইয়া একবারে একে আর হইয়া বসে। অন্য কাহারও সেখানে যাতায়াতের অধিকার থাকে না এবং সেই দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে কেহই দৃষ্টি প্রসারণ করিতে সমর্থ হয় না।

ঐ যে অদূরে মৃদুহাসিনী, মৃদু মৃদু হাসিয়া, অতি মৃদুল স্বরে তোমার সহিত আলাপ করিতেছেন, আর দণ্ডে দশবার প্রিয়সম্বোধন করিয়া তোমার তাপিত অঙ্গ শীতল করিতেছেন, উনি মৈথিলী জনকবালা, না মৈশরী ক্লিওপেট্রা, তাহা কিরূপে জানিবে, বল। উঁহাকে জানিতে চাও ত একবার নেপথ্যে প্রবেশ কর। ঐ যে ধ্যানস্তিমিতলোচন মোহনমূর্ত্তি যুবা, সাক্ষাৎ বৌদ্ধদেবের ন্যায় নিস্তব্ধ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, আর ক্ষণে ক্ষণে নয়ন উন্মীলন করিয়া, তোমাকে ইহলোক, পরলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকের অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বসকল শ্রবণ করাইতেছেন, উঁহার স্বকীয় হৃদয় এই অবসরে কোন্ লোকে বিচরণ করিতেছে, তাহা চিন্তা কর। ঐ যে গূঢ়ার্থদর্শী দেশহিতৈষী মহাত্মা, উন্নতমঞ্চে উত্থিত হইয়া, বাহু তুলিয়া উপদেশ করিতেছেন, আর সকলকে দেশের জন্য বিষয়, বৈভব, প্রাণ, মান এবং হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া দিতে বলিতেছেন, উনি কাহারও জন্য চক্ষের এক ফোটা জলও কখন দিয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা কর। আর দশজনেও যেমন দশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অভিনয় করিতেছে, ইহাঁরাও তেমনই অভিনয় করিতেছেন। নির্ব্বোধেরা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে এবং ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে; চক্ষুষ্মান্ সুবোধ ব্যক্তি দেখিতেছেন, আর হাসিতেছেন। মানবজীবনের এইরূপ মূর্ত্তিকল্পনা

নিতান্তই ক্লেশকর, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু এ কল্পনাও নূতন নহে।

তৃতীয় এক সম্প্রদায়ের মতে মানবজীবন এক ভয়ানক সংগ্রামস্থান, এবং মনুষ্যের জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত সমস্তজীবন এক সুদীর্ঘ যুদ্ধকাহিনী। কখনও ইহার সঙ্গে, কখনও উহার সঙ্গে আঘাতপ্রতিঘাতেই মনুষ্যের বিতস্তিপরিমিত আয়ুঃকাল ব্যয়িত হয়, এবং অবশেষে কেহ ক্ষতবিক্ষতকলেবরে ধরাশয়নে শয়ান হন; কেহ কণ্ঠে বিজয়মালা দোলাইয়া দিয়া জয়শ্রীতে দিগন্ত আলোকিত করেন। জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ; ব্যাঘ্র, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যজন্তু, এবং ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সকলেই মনুষ্যের শত্রু। সকলকে বলে কৌশলে পরাভব করিয়া, স্বশক্তিপ্রতিষ্ঠাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কার্য্য ও একমাত্র ব্রত।

যেমন তরুশাখা হইতে একটি ফল ভূতলে স্খলিত হইলে, শত শত কাক ভয়ানক কোলাহল করিয়া উহার জন্য উড়িয়া যায়; অথবা যেমন একখণ্ড মাংস দূরে ফেলিয়া দিলে, উহাকে কবলিত করিবার জন্য শত শত শৃগাল কুক্কুর পরস্পরবিরোধে প্রমত্ত হয়, মনুষ্যমণ্ডলীতেও গ্রাসাচ্ছাদন, সম্পদ, সম্মান, যশ, প্রতাপ, প্রতিপত্তি এবং তিষ্ঠিবার স্থানলাভের জন্য সেইরূপ নিয়ত বিরোধ। এই বিরোধ মনুষ্যে মনুষ্যে, এই বিরোধ পরিবারে পরিবারে, এবং এই বিরোধ জাতিতে জাতিতে। যে মনুষ্য, যে পরিবার, অথবা যে জাতি, এই বিরোধবাত্যায় বিকম্পিত না হইয়া, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই মনুষ্য, সেই পরিবার এবং সেই জাতিই টিকিয়া রহিয়াছে; অন্যেরা একবারে বিচূর্ণিত হইয়া লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়াছে। মনুষ্যসমাজের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, এই বিরোধের ভাবই তাহার নিদান। ইহা হইতেই

শিক্ষা, ইহা হইতেই সভ্যতা এবং ইহা হইতেই মানবীয় শক্তির বিকাশ। এই বিরোধের ভাব তিরোহিত হউক, বসুন্ধরা উহার এইক্ষণকার শিল্পাম্বরবিভূষিত মার্জ্জিতবেশ পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় বন্যজীবের আলয় হইবে;—এবং শক্তি যদি নির্ব্বাণ হয়, তাহা হইলে সুখ, সমৃদ্ধি, শোভা সম্পদও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিলয় পাইবে।

এই মতাবলম্বীরা, ন্যায়কে শক্তির ভিত্তি না বলিয়া, শক্তিকেই ন্যায়ের ভিত্তি বলেন, এবং যে ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া পরিণামে কৃতকার্য্য হয়, তাহাকেই কৃতী ও সার্থকজন্মা বলিয়া সম্মান করেন। রুসিয়া যে পোলণ্ডকে নির্ম্মম রাক্ষসের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া সরক্ত সমাংস গ্রাস করিয়াছে, ইয়ুরোপীয় শক্তিসম্পন্ন সুসভ্য জাতিসমূহ যে পৃথিবীর নানাস্থানীয় আদিমনিবাসী মনুষ্যদিগকে লোকালয় হইতে দূর করিয়া দিয়াছে অথবা একবারে বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছে, অধুনাতন আমেরিকেরা যে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অসভ্যদিগকে বনের পশুর মত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, ইংলণ্ডীয়েরা যে আইরিশদিগকে এতকাল গলায় শিকল দিয়া বান্ধিয়া রাখিয়াছে, এবং জর্ম্মণেরা যে আলসেস ও লোরেণনিবাসীদিগের সহস্র আপত্তিসত্ত্বেও ফ্রান্সের বক্ষঃস্থল হইতে আলসেস ও লোরেণ কাড়িয়া নিয়াছে, তাহা ইহাঁদিগের বুদ্ধিতে অন্যায় নহে। কারণ, এই সমস্ত কার্য্য শক্তিকৃত এবং যাহা কিছু শক্তিকৃত তাহাই বস্তুগত্যা ন্যায়সঙ্গত।

ধর্ম্মযাজনা যাঁহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য, তাঁহাদিগের কোন সম্প্রদায়ের মতে মানবজীবন এক মহতী পরীক্ষা এবং মনুষ্য প্রতিপদবিক্ষেপেই পরীক্ষার অধীন;—কোন কোন সম্প্রদায়ের বিবেচনায় ইহা পূর্ব্বার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফলভোগ মাত্র; জীবনজ্যোতিঃ একবারে নিভিয়া গেলেই মনুষ্যের সকল আশা

ও সকল আশঙ্কার শেষ। আবার এমনও অনেক নৈতিক পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা বলেন যে, স্বর্গ আর কিছুই নহে, এই যে বর্ত্তমান মানবজীবন, ইহাই সাক্ষাৎ স্বর্গ। এখানে যে কয় দিন আছ, সকলে মিলিয়া আমোদ কর, আর আনন্দে ভাস। যখন এ জীবনের অবসান হইলেই সকল সুখের অবসান, তখন যে কোনরূপে যে কিছুকাল যে কোন সুখে কাটাইয়া যাইতে পার, তাহাই সুখ। *

ইহার পর আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, হে সৌম্য, হে শান্ত, হে প্রিয়দর্শন পাঠক! হে রসের রসিক, ভাবের ভাবুক,—হে কর্ম্মক্ষেত্রের কৃতি! তুমি ইহার কোন্ মতের মন্ত্রশিষ্য ও কোন্ পথের পথিক, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ?—না, তুমি সকলের সকল মতকেই সময়ক্রমে তোমার আত্মমত করিয়া লইয়া স্রোতের জলে ভাসিয়া যাইতেছ? তুমি বাজারে গেলে বণিক্, রঙ্গস্থলে নট এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধা, ইহাই কি তোমার নিত্য জীবন?—না, এ জীবনের অভ্যন্তরে তুমি আর কোনরূপ উচ্চতর জীবনের আদর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ আছ? একবার ভাব। প্রশ্ন বড় সহজ নহে,—একবার অন্তরের অন্তরতমস্থলে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যের মত ইহার আগা গোড়া চিন্তা কর।

* ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে যাঁহারা এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, সকলই মিথ্যুকের মিথ্যা কথা, জীবনের সার কথা কেবল সুখ,—অতএব "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—ঋণ কর আর ঘৃত খাও,—তাঁহারা এই শেষোক্তশ্রেণির পণ্ডিতদিগের ঘনিষ্ঠসম্পর্কান্বিত হইতে পারেন।

ধর্ম্মযুধিষ্ঠিরসংবাদ।

(মহাভারতের কথা।)*

যুধিষ্ঠির।—কা চ বার্ত্তা, অর্থাৎ খবর কি?

ধর্ম্ম।—খবর কোন দিগেরই বড় ভাল নহে। সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা পাপভরে পরিপূর্ণ হইয়া টলটল করিতেছেন, কখন কি হয় বলা যায় না। দুধের শিশু দুর্ব্বিনীত বৃদ্ধের ন্যায় কুপথগামী হইতেছে, বৃদ্ধ আপনার বয়োবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শিশুর ন্যায় মাটি খাইতে শিখিতেছে। অবলা পুরুষের পায়ের বুট, মাথার পাগড়ী, কটির অসি ও করের যষ্টি কাড়িয়া লইয়া বীরগর্ব্বে আস্ফালন করিতেছে, এবং কিরূপে লজ্জার লূতাতন্তু ছিঁড়িয়া ফেলিয়া এ সংসারের সংগ্রামক্ষেত্রে বিকটবেশে বিচরণ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় দেখিতেছে;—পুরুষ দিন দিন ক্ষীণপ্রাণ ও হীনশক্তি হইয়া, চূর্ণকুন্তল, চটুলনেত্র ও চঞ্চল অঞ্চলের মোহনমাধুরীতে মোহিনী সাজিতেছে। যাহারা ইহকাল ও পরকালসংক্রান্ত গভীরতত্ত্বের প্রচারদ্বারা জগতের পাপরাশি প্রক্ষালনে বদ্ধসংকল্প, তাহারা হোমে ধূমে ও নৃত্যে গীতে নিত্য

---

* জ্ঞানানন্দ এখানে স্পষ্টতঃই ভুল করিয়াছেন। কারণ, মহাভারতীয় কাহিনীতে ধর্ম্ম প্রষ্টা এবং যুধিষ্ঠির উত্তরদাতা। এখানে জ্ঞানতঃ কি অজ্ঞানতঃ সেই সম্বন্ধের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখানে প্রশ্নকর্ত্তা যুধিষ্ঠির, উত্তরদাতা ধর্ম্ম। কিন্তু প্রশ্ন চতুষ্টয়ে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ ঘটে নাই। যথা,—

"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃপন্থাঃ কশ্চ মোদতে"।

নূতন নাটকের অভিনয় করিতেছে ; আর নাটক করা যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা অশ্রুজলে তিলতর্পণ করিয়া আত্মার সদ্গতিসাধনে রত হইতেছে। চক্ষুষ্মান্ অন্ধের অভিনয় করিয়া আনন্দ পাইতেছে ; অন্ধ আপনাকে চক্ষুষ্মান্ বলিয়া জানাইবার জন্য সজ্জিত পুতুলের মত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ পুরুষপরম্পরাগত কণ্ঠসূত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেছে, কেহ সেই ছিন্নসূত্র কুড়াইয়া আনিয়া জাতি জাতি বলিয়া চীৎকার করিতেছে। যে পদরেণু স্পর্শ করিবারও অযোগ্য, সে মুকুটের মত মাথায় উঠিতেছে,—আর মস্তকের মুকুটমণি পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বিড়ম্বনার বৈচিত্র্য দেখাইতেছে। যে সকল হতমূর্খ দুর্ভাগ্য জীব মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিলে, মানবজাতির কলঙ্ক হয়, তাহারাই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রভুত্বের পতাকা উড়াইতেছে ; এবং যাহারা আছে বলিয়া পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে আজও ফুল ফুটিতেছে, ফল ফলিতেছে ও শান্তির সুস্নিগ্ধ ছায়ায় মনুষ্য শীতল হইতেছে, তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া আছে। কুক্কুর দেবতার যজ্ঞভাগ লেহন করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে, দেবতা কুক্কুরভয়ে ভীত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিয়া পলাইয়া যাইতেছে। তাই বলিয়াছি যে, খবর বড় ভাল নহে। বার্ত্তাশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

যুধিষ্ঠির।—কিমাশ্চর্য্যম্ ?

ধর্ম্ম।—ইহার পর আবার আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? যাহাদিগের বাক্যের নাম ছলনা, আর দৃষ্টির নাম বিষ, এবং যাহাদিগের শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রত্যেক হিল্লোলেই বঞ্চনা ও প্রতারণার নূতন অনুষ্ঠান,এই অবনীতে তাহাদিগকে আদৃত দেখিয়াও যখন আমি জীবিত রহিয়াছি, তখন আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? পবিত্রতার প্রত্যক্ষপ্রতিকৃতিস্বরূপা সতীসাধ্বী কুললক্ষ্মীরা অন্নবস্ত্রের

জন্য লালায়িত অথবা অন্তর্দাহে জর্জ্জরিত;—আর কুলটা, ক্লিওপেট্রার ন্যায়, কাব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত; ইহা দেখিয়াও যখন আমি জীবিত রহিয়াছি, তখন আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? পিশাচের ভোগ্য পারিজাত, এবং পুণ্যশ্লোক শূরের ভাগ্যে মন্দারকণ্টক, কাকের জন্য স্বর্ণপিঞ্জর এবং কোকিলের জন্য বনবাস;—ইহা দেখিয়াও যখন আমি জীবিত রহিয়াছি, তখন আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ধীরতা ধৃষ্টতার ভয়ে আসন ত্যাগ করিয়া অতি জড় সড় ভাবে একপার্শ্বে সরিয়া বসে, এবং ধূর্ত্ততা ও ক্রূরতা প্রভৃতি পঞ্চনায়িকা * পঞ্চমুখে জয়ধ্বনি করিয়া সেই আসনে সমাসীনা হয়;—ইহা দেখিয়াও যখন আমি জীবিত রহিয়াছি, তখন আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? চোরে আর চোরে বিচার করিয়া সাধুর গলায় দড়ি দেয়,—সাধু আপনার সাধুতাতে লজ্জিত হইয়া মর্ম্মদুঃখে অধোবদন রহে; ইহা দেখিয়াও যখন আমি জীবিত রহিয়াছি, তখন আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে,যে পরিমাণে নীচতা ও অবনতি স্বীকার করিতে পারে, জগতে সেই পরিমাণে তাহার উন্নতি, উচ্চনাম, উচ্চ উপাধি ও উচ্চ গৌরব,—এবং যে, যে পরিমাণে উচ্চকামনারত, উচ্চক্ষমতাপন্ন, উচ্চশক্তিসম্পন্ন ও উচ্চগৌরবান্বিত, সেই পরিমাণে তাহার অবসাদ, অসম্মান, অকীর্ত্তি ও অধোগতি;—ইহা দেখিয়াও যখন আমি জীবিত রহিয়াছি, তখন আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? লোকে কাচের মালা গলায় তুলিয়া পরে ও কাঞ্চনের হার পাদতলে দলন করে,—কাদার মধ্যে বিলুণ্ঠিত হইয়া কৃতার্থম্মন্য হয়, এবং চন্দনের পবিত্র প্রলেপ যত্নসহকারে ধুইয়া ফেলে,—ইহাও যখন আমাকে

---

* তথাহি বিড়ম্বনাবিলাসতন্ত্রে,—তৃতীয়পটলে—

"ধূর্ত্ততা ক্রূরতা চৈব নীচতা চ তথৈব চ।
মত্ততা মূর্খতা চৈতাঃ কীর্ত্তিতাঃ পঞ্চনায়িকাঃ।"

চক্ষু মেলিয়া দেখিতে হইল, তখন আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

যুধিষ্ঠির।—কঃ পন্থাঃ? এখন পথ?

ধর্ম্ম।—এই বারই বৎস! বিষম সমস্যা।—'উত্তরে বেত, দক্ষিণে ক্ষেত, পূবে আশ, পশ্চিমে বাঁশ,'—অর্থাৎ চারিদিকেই সমান বাধা, সমান বিঘ্ন। 'ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, জলেতে কু-মীর,' সুতরাং কোন্ দিকে যাইতে বলিব, বল। আমি এক সময়ে এইরূপ বলিয়াছিলাম যে,—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ, অর্থাৎ মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই পথ। কিন্তু এইক্ষণ দেখিতেছি যে, এই মনুষ্যজগতে মনগড়া মহাজনের আর অবধি নাই। যাহার মুখখানি একটুকু বেশি চলে, সেই এক জন মহাজন। যে ফকিরিতে একটুকু ফাজিল, কিংবা ফিকিরিতে একটুকু অধিক পটু, সেই এক জন মহাজন। যে কপালে এক-টুকু ভস্ম মাখিয়া বাঘের ছালে বসিয়া বম্ বম্ করিতে পারে, সেই এক জন মহাজন। যে শ্রম না করিয়া উপার্জ্জন করে, চাষ না করিয়া শস্যের ভাগ পায়, কাজ না করিয়া কীর্ত্তিত রহে, এবং আপনি না নাচিয়া পরকে নাচায়, সেই এক জন মহাজন। যে দশ জনের উপর টেক্স বসাইয়া আপনার কার্য্য সাধিয়া উ-ঠিতে পারে, সেই এক জন মহাজন। আর যে, যে মাত্রায় আপ-নার গুণ আপনি গাইতে পারে, আপনার শিঙ্গা আপনি বাজা-ইতে সমর্থ হয়, সেই সেই মাত্রার এক অভিনব মহাজন। সু-তরাং এই অনন্তকোটি মহাজনের অনন্তলীলার অনুসরণ না করিয়া আমারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। মেদিনী কুত্রচিৎ কখনও প্রকৃত মহাজনেরও পদধূলি পাইয়া থাকেন। তাদৃশ মহাপুরুষে-রাই মনুষ্যত্বের মহত্তম ফল। কিন্তু যখন মহাজনের ওজন পাওয়া এমনই কঠিন ব্যাপার, এবং আসল ও নকল এবং খাটি

ও খাদের পার্থক্য করিয়া লওয়া নিতান্ত দুষ্কর, তখন যেখানে ধর্ম্মের অবস্থান, তাহাই তোমার গন্তব্য স্থান এবং ধর্ম্মের সরল পথই তোমার পথ।

যুধিষ্ঠির।—কশ্চ মোদতে? ভাল, সুখী কে?

ধর্ম্ম।—লোকের চক্ষে সেই সুখী বলিয়া সম্মানিত, যে আমা হইতে দূরে রহিয়াছে। আমার নিকট থাকিয়া আপাত-মধুর সুখের আশা বৃথা। এ জগতে যে আমাকে বলিয়া আমার আশ্রয় লয়, তাহার আবার লৌকিক সুখসৌভাগ্য কি? সত্যই যাহার জীবনের ব্রত এবং সারল্যই যাহার একমাত্র গতি, নিম্নশ্রেণিস্থ সাধারণ লোকে তাহাকে আদর করিবে কেন? আপনাকে আপনি নিগ্রহ করাই যাহার নিত্যকার্য্য, সে কৃত্রিম উল্লাসে উল্লসিত রহিবে কিসে? যদি মোহের আচ্ছন্নতা অথবা মত্ততার অপ্রাকৃত স্ফূর্ত্তিকে সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাক, আমি সে সুখের সামগ্রী যোগাইতে অক্ষম। যদি বঞ্চনা ও সঞ্চয়, এবং আত্মোদরপরিপূরণ ও আত্মবিনোদনকেই সুখের অঙ্গ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাক, তবে আমার নিকট তাহার উপকরণ নাই। অথবা যদি প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা, পরপীড়ন ও পরাভিমর্দ্দনে সুখের স্বাদ পাইয়া থাক, আমার নিকট সে সুখেরও অণুমাত্র প্রত্যাশা নাই। তবে আমার নিকটও এক সুখ আছে। পুরাকালে অনেকে তাহাই সুখের সারভূত সুখ বলিয়া জানিয়া গিয়াছে, এবং এখনও জগতে কেহ কেহ বিবেকের বিশুদ্ধ আলোকে সেই সুখেরই অমর্ত্ত্য আভা দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতেছে। সেই সুখ অন্তরে পবিত্রতার অমল অমৃত এবং অনুষ্ঠানে পরার্থ আত্মদান। এইরূপ অগ্নিদগ্ধ সুখে তৃপ্ত রহিবে কি?

যুধিষ্ঠির।—"ধর্ম্মাৎ পরতরং নহি।"

দিগন্তমিলন

পূর্ব্ব আর পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণ স্থূল দৃষ্টিতে বড় দূর। দিঙ্মণ্ডলের এক প্রান্তে পূর্ব্ব, আর একপ্রান্তে পশ্চিম; এক প্রান্তে উত্তর, আর এক প্রান্তে দক্ষিণ; এবং মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। কিন্তু বুদ্ধি যেখানে দিগন্ত কল্পনা করে, গোলকের সেই কল্পিত প্রান্তরেখায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরস্পরকে প্রণয়ে চুম্বন করে, এবং উত্তর ও দক্ষিণ একবৎ প্রতীয়মান হয়।

নীতিজগতেও এইরূপ দিগন্তমিলনের বহু উদাহরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান আর অজ্ঞান নৈতিক দিঙ্মণ্ডলের দুই প্রান্তে অবস্থিত। জ্ঞানের নাম আলোক, অজ্ঞানের নাম অন্ধকার। জ্ঞানে মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম, অজ্ঞানে জন্মান্ধতা। এই উভয়ে এত প্রভেদ যে যিনি জ্ঞানী, তাঁহাকে জ্ঞানালোক-বঞ্চিত দুর্ভাগ্য মনুষ্য হইতে পৃথগ্জাতীয় বলিয়া অবধারণ করিলেও তাহা অতিবাদ হয় না। একজন জগতের আদিতত্ত্ব কিংবা বর্ত্তমান শক্তিপ্রবাহের কারণচিন্তায় ধ্যানমগ্ন, আর এক জন আপনার তন্মুহূর্ত্তের প্রয়োজনবিষয়েও চিন্তাশূন্য। একজনের দৃষ্টি কালের দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া ধরিত্রীর স্তরে স্তরে কিংবা নভোমণ্ডলের নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাস পাঠ করিতেছে, আর এক জনের জড়বুদ্ধি সামান্য একটি কথার আদ্যোপান্ত আলোচনাতেও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এক জন পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে জ্ঞান-লভ্য দেব-সম্পদের নিকট অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তত্ত্বসমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে, আর এক জন অতি অকর্ম্মণ্য একটি ক্রীড়া কৌতুককেও সংসারের সমস্ত কার্য্য ও

সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা হইতে অধিকতর মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়া সেই ক্রীড়ামোদে ক্ষিপ্তের ন্যায় খল খল হাসিতেছে। কিন্তু এই উভয়ের জীবনবর্ত্মে এত দূরতা সত্ত্বেও আধুনিক বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান আর অজ্ঞান এক। যিনি জ্ঞান-শৈলের উর্দ্ধতম শিখরে আরূঢ়, তাঁহারও শেষ কথা এই যে, তিনি কিছু জানেন না; এবং যে হিতাহিতবোধশূন্য জঘন্য মনুষ্যপশু, তাহারও শেষ কথা এই যে, সে কিছু বুঝে না। জ্ঞানের প্রান্তরেখায় উভয়েই এই অংশে সমান। সেই বৈদিক সময়ের আচার্য্যগণ অবধি গ্রীসের সক্রেটিস, জর্ম্মণির স্পিনোজা, ফ্রান্সের সেণ্ট্ সাইমন ও কোম্‌ট্, আমেরিকার ইমারসন এবং ইংলণ্ডের কার্লাইল, স্পেন্সর ও টিণ্ডাল প্রভৃতি মনুষ্যসমাজের অগ্রগণ্য মনস্বীরা এই বলিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিলাপ করিয়া গেলেন যে, তাঁহারা কিছুই জানিতে পাইলেন না; এবং যে সকল হতমূর্খের জীবন কপিনৃত্যেই পর্য্যবসিত হইল,—যাহাদিগের নিকট জগতের উৎপত্তি-স্থিতি এবং ক্রীড়নকের লীলাগতি উভয়ই সমান,—মনুষ্যহৃদয়ের গভীরতম দুঃখ ও গূঢ়তম বেদনাও যাহাদিগের নিকট বিকট হাস্য ও ব্যঙ্গ পরিহাসের কথা, তাহারাও ইহাই বুঝাইয়া গেল যে, তাহারা কিছু বুঝিতে পাইল না।

এইরূপ তপোরত যোগী এবং তৃষ্ণাদগ্ধ ভোগী;—অথবা নীতিধর্ম্মের নূতন প্রবর্ত্তক ও সমাজসংস্কারক বীর, এবং নীতি ও সামাজিক শান্তির চিরপরিপন্থী পাষণ্ড অসুর। একদিকে দেখিতে গেলে এ উভয়ে কিছুই সাম্য নাই। জলে ও স্থলে এবং শৈত্যে ও উত্তাপে যত না পার্থক্য, ইহাদিগের পার্থক্য তাহা অপেক্ষাও বিস্ময়াবহ। কোথায় তপস্যার অমৃতময়ী পবিত্রতা, আর কোথায় পৈশাচিক প্রবৃত্তির পাপময়ী প্রমত্ততা! কোথায়

শান্তির নির্ম্মল সুধা, আর কোথায় অশান্তির জ্বালাময় বিষ! কোথায় বিশ্বজনীন মানবজাতির মঙ্গলকামনায় অশ্রুবিসর্জ্জন, আর কোথায় অমঙ্গলের অবতারের ন্যায় মানব-সমাজের মর্ম্ম-কৃন্তন ও অস্থিচর্ব্বণ! একজন দেবতার মত বাহু তুলিয়া স্নেহের পূর্ণোচ্ছ্বাসে মনুষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে;—এবং যে অপকার করে তাহারও উপকার করিয়া, যে ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে কর্ক্কশ কথা কহে, তাহাকেও প্রীতিমধুর প্রিয় কথায় কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া, মনুষ্যকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শ দেখাইতেছে। আর একজন অপদেবতার মত দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া আশীর্ব্বাদের বিনিময়ে অভিসম্পাত করিতেছে, এবং অমঙ্গল তুমিই আমার মঙ্গল হও, * এই রূপ আসুর দর্পে ভ্রূকুটি ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া আপনাকে আপনি ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছে। এক জন মহত্ত্বের পূজাপ্রচার এবং মনুষ্যনিষ্ঠ প্রকৃত মহিমার গৌরব-বিস্তারের জন্য আপনার বক্ষঃস্থলের রক্ত ঢালিয়া দিতেছে, আর একজন মহত্ত্বের মস্তকে পদাঘাত করিবার বিকৃত লালসায় আপনার হৃৎপিণ্ড হইতে সমস্ত সুকুমার বৃত্তির মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলিতেছে। একজন দয়ার নির্ম্মলস্পর্শে দ্রব হইয়া,—আপনার প্রাণকে দয়ার শতমুখী ধারায় সংসারে বিলাইয়া দিয়া, শতসহস্র প্রাণ শীতল করিতেছে;—যেখানে রোগ সেখানে ঔষধ যেখানে শোক সেখানে সান্ত্বনা, এবং যেখানে বিপত্তি সেখানে সাক্ষাৎ সাহসের ন্যায় অনুভূত হইতেছে;—অথবা জগতের দুঃখভার ও দুরিতভার দূর করিবার জন্য একে এক সহস্র হইয়া সহস্রাধিক হৃদয়কে এক সূত্রে গাঁথিয়া লইতেছে, এবং সেই অসাধ্য সাধনের অপরিহার্য্য প্রয়াসে, হয় জলন্ত অগ্নিতে

* "Evil, be thou my good."

ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে, না হয় ক্রুশদণ্ডে বিলম্বিত হইয়া ধূলিমুগ্ধ মনুষ্যকে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ও মূর্ত্তিমতী মানুষীশক্তি প্রদর্শন করিতেছে। আর একজন কিরূপে কাহার অন্তরে নিষ্ঠুর আঘাত করিবে, নিভৃতে বসিয়া তাহা ভাবিতেছে,—যে রুগ্ন তাহার রোগে জ্বালা বাড়াইতেছে, যে শোকাকুল তাহার শোকে অরুন্তুদ বেদনা জন্মাইতেছে, যে বিপন্ন তাহার বিপদের উপর অচিন্তিতপূর্ব্ব ক্লেশের ভার বসাইয়া দিতেছে, এবং প্রকৃতির ঔদ্ধত্য বশতঃ দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন জ্ঞানে আপনার বিড়ম্বিত আত্মাকেই সমাজের একমাত্র পূজ্য পদার্থ অবধারণ করিয়া আপনার সেই ক্ষুদ্রতা ও ক্ষুৎপিপাসার নিকট ধর্ম্ম, নীতি, ইহকাল, পরকাল, এবং সকল কালের মূলসাধন সামাজিক জীবনকে বলি দিতে যত্ন পাইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই উভয়ের মধ্যে এইরূপ ভয়ানক বৈলক্ষণ্যসত্ত্বেও নীতিমণ্ডলের প্রান্ত সীমায় এই উভয় শ্রেণিস্থ মনুষ্য প্রকৃতির অনেক লক্ষণে এক।

তপস্যার প্রধান লক্ষণ আত্মবিস্মৃতি। যিনি তপোরত, তিনি স্বভাবতঃই আত্মবিস্মৃত। তিনি থাকিয়াও নাই। তাঁহার দৃষ্টি, শ্রুতি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সমস্তই সেই তপস্যায়। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য,—আপনাতে আপনি নিমগ্ন। এই জগতে যদি কেহ প্রমত্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই প্রমত্ততা তাঁহার। মদিরায় আর মত্ততা কি? মনুষ্যের ধমনী উহার প্রভাবে মুহূর্ত্ত মাত্র নৃত্য করে, মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হয়, মুহূর্ত্তের জন্য প্রকৃতির প্রশান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিত হইয়া উঠে। যিনি কোন না কোনরূপ তপস্যাতে ডুবিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে সকল সময়েই সমান মত্ততা। যাহারা পাপের পঙ্কিল প্রবাহে আত্মসমর্পণ করিয়া উহার শেষ সীমায়

পৌঁছিতে চাহে, তাহাদিগের মানসিক অবস্থাও কি কোন কোন অংশে এইরূপ নহে? তাহারাও আত্মবিস্মৃত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও অহোরাত্র সমান মত্ত। জননী যখন পাপ-পিপাসার পরিতৃপ্তির জন্য সন্তানের কণ্ঠচ্ছেদ করে,—পুত্র পিতৃহত্যায় লিপ্ত হয়, পিতা নবপ্রসূত পুত্রের মুখে গরল তুলিয়া দেয়, পতিপত্নী একে অন্যের শোণিতে বিষাক্ত বিদ্বেষ-বুদ্ধির তর্পণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করিতে পায়, ভ্রাতা ভ্রাতার স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া পৃথিবীর মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপ-মোহে একদিকে বাহির হইয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাকে আত্মবিস্মৃত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও প্রমত্ত না বলিয়া আর কি বলিব? বস্তুতঃ ভাবের অলৌকিক মহত্ত্বে যেমন মোহ আছে, পাপের পরাকাষ্ঠাতেও তেমনই এক মোহ আছে। যোগী মুগ্ধ, তাপস মুগ্ধ, আর যে পাপের মোহময় প্রলোভনের নিকট আপনার প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বল, 'সংসার, সম্মান, ও শান্তিসুখ বিক্রয় করিয়াছে, সেও তেমনই মায়ামুগ্ধ। নহিলে, সে রূপ-মুগ্ধ পতঙ্গের মত অনলে পড়িয়া পুড়িয়া মরিতে সম্মত হইবে কেন?

অপিচ, যাঁহারা নীতি ও সত্যের বলে বলীয়ান্ ও ন্যায়বান্,—যাঁহারা শুদ্ধতর নীতি ও উচ্চতর সত্যের পবিত্র জ্যোতিতে অনির্ব্বচনীয় সামর্থ্য লাভ করিয়া পল কি লূথরের মত সামাজিক সংস্থানের পরিশোধনে কিংবা নীতির নূতন ভিত্তি স্থাপনে দণ্ডায়মান হন, তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষণ কি?—না, তাঁহারা নির্ভীক, নিশ্চল, দৃক্‌পাতশূন্য এবং লজ্জা ও স্তুতি নিন্দার অগম্য। লোকে ভাল বলুক, কি মন্দ বলুক, অযুত মুখে যশঃকীর্ত্তন করুক, কিংবা অযুতকণ্ঠে অপবাদ করিতে রহুক, তাহাতে তাঁহাদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই। মহাত্মা লূথর যত নিন্দা সহিয়াছেন,—তিনি তাঁহার মস্তকে যত কলঙ্কের ভার বহিয়া-

ছেন, বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশ নিন্দা এবং একাংশ কলঙ্কেই এখনকার অনেক সূক্ষ্মচর্ম্মা সাধু আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু সেই নিন্দা ও সেই কলঙ্ক, পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তিনী স্রোতস্বিনীর আবিল তরঙ্গের ন্যায়, তাঁহার পাদমাত্র স্পর্শ করিয়াই প্রতিহত হইয়া যাইত, কখনও তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইত না। লজ্জা ও কলঙ্কের পর ভয়? ভয় ঈদৃশ পুরুষের নাম স্মরণেও ভীত হয়। যিনি ধর্ম্ম কি নীতির কোন নূতন আলোক বিকীরণের অভিলাষে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যের প্রতিকূলে পর্ব্বতের মত অটলভাবে উত্থিত হন,—যিনি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই যাতনা, লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা ও বিঘ্নবিপত্তি লইয়া ক্রীড়া করেন,—সুখে যাঁহার সুখ বোধ নাই এবং দুঃখও যাঁহার পক্ষে দুঃখজনক নহে,—মৃত্যু যাঁহার মুক্তির পথ এবং মৃত্যুর করাল গ্রাস যাঁহার স্বর্গসম্পদের প্রথম সোপান, তাঁহার আবার এ সংসারে ভয়ের কথা কি? যদি তাদৃশ হৃদয়েই ভয়ের প্রবেশ কি সঞ্চার-সম্ভাবনা থাকিবে, তবে সত্যের অবলম্বস্থল কোথায়? যদি তাদৃশ ব্যক্তিরাই ক্ষীণজীবী মনুষ্যের ভয়ে ভীত হইবেন, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, অগ্নিতে পোড়াইয়া, অশ্রুজলে ধুইয়া, সময়ে সময়ে নূতন করিয়া তুলিবে কে? কিন্তু হায়! যে সকল দুর্ম্মদ পুরুষ পাপের বলে বলীয়ান্, তাহারাও বহুল পরিমাণে এইরূপ লজ্জাশূন্য, ভয়শূন্য, স্তুতিনিন্দার অস্পৃশ্য ও অভিমানে অটল। তাহারা প্রথমতঃ কিছুদিন লজ্জা ও ভয়ে সংকুচিত রহে,—লজ্জা তাহাদিগের দৃষ্টিকে জড়সড় করে, ভয় তাহাদিগের চিত্তবৃত্তিকে শাসনে রাখিতে চাহে। কিন্তু যখন লজ্জা ও ভয় ধীরে ধীরে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপসৃত হয়,—যখন তাহাদিগের কলুষকঠিন কলঙ্কিত প্রাণ

পাপের প্রবৃদ্ধ পরাক্রমে ক্রমশঃ পরাক্রান্ত হইয়া নীতি ও সমাজ উভয়েরই সীমা লঙ্ঘন করে, তখন তাহারাও সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যশাসনের দুরধিগম্য হইয়া উঠে। তখন লোকের ভাল কথা ও মন্দ কথা দুই ই তাহাদিগের নিকট এক। তখন প্রশংসার তরলমধু এবং নিন্দার কোমল আঘাত দুই ই তাহাদিগের নিকট সমান। তখন সম্মুখস্থ বিপত্তি তাহাদিগের বিলাসভূমি এবং আত্মাবমাননাই তাহাদিগের মান। তখন অভিধান তাহাদিগের জন্য পরিবর্ত্তিত হয়; আভিধানিক শব্দ সকল চিরপ্রচলিত পুরাতন অর্থ পরিত্যাগ করিয়া নূতন অর্থ দ্যোতন করে; দর্শন একে আর বলেন,—একে আর এক পথ দেখান; বিজ্ঞান বারবনিতার নিকৃষ্ট বৃত্তিতে নিয়োজিত হন, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় অপকার্য্যসাধনে নিরত রহেন, এবং প্রকৃতি আপনিও এক অপ্রাকৃত দৃশ্য অবলম্বন করিয়া অন্তর ও বাহির, ভূত ও ভবিষ্যৎ, এবং পশ্চাৎ ও সম্মুখ ঢাকিয়া রাখেন। তুমি কাহাকে উপদেশ দিবে? কাহার নিকট সুনীতি ও কুনীতি এবং উন্নতি ও অবনতির কথা বলিবে? যেখানে অভিমানের বিকার ও বিকৃত আসক্তি, প্রণয়বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, মনুষ্যহৃদয়ের সমস্ত পবিত্রভাবকে গ্রাস করিয়া ফেলে, —মনুষ্যত্বের প্রতি মনুষ্যকে বিরক্ত, বীতস্পৃহ ও ঘৃণান্বিত করিয়া তুলে, সেখানে কোন্ তত্ত্বের কি উপদেশ কার্য্যকর ও ফলপ্রদ হইবে? যেখানে দর্পেরই একাধিপতা এবং দয়া পদাঘাতে ধূলিলুণ্ঠিত,—যেখানে ধর্ম্ম অলীক পদার্থ, ধর্ম্মের বন্ধন লূতাতন্তু,—যেখানে সর্ব্বগ্রাসিনী পাপ-ক্ষুধাই সমস্ত হৃদয় মনের একমাত্র অধীশ্বরী, সেখানে কোন্ আলোক সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে ভেদ করিতে পারিবে?

তবে কি জ্ঞান আর অজ্ঞান, যোগমত্ততা ও ভোগমত্ততা,

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য, স্বাস্থ্যের সামর্থ্য ও রোগের বিকার সত্য সত্যই সমান বস্তু? সক্রেটিশ্ কিছু জানিতে পারেন নাই বলিয়া সংসার কি জ্ঞানের অন্বেষণে নিবৃত্ত হইবে? আর প্রবৃত্তির প্রমাদ ও পাপের মোহেও সেই এক প্রকার দৃক্‌পাতশূন্য নির্ভীকতা ও বায়রণারাধ্য বিকট পুরুষকার জন্মে বলিয়া মনুষ্য কি এইক্ষণ পৌরুষের প্রলোভনে পাষণ্ড কি অসুর হইতে যাইবে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর চেষ্টা অনাবশ্যক। মনুষ্যহৃদয়ের অন্তঃপ্রবাহ ইহার প্রতিরোধী; সমাজের শক্তিপ্রবাহও স্বভাবতঃই ইহার বিরোধী। তথাপি যদি বুদ্ধির ভ্রম মনুষ্যকে এমন সিদ্ধান্তেই লইয়া আইসে, তাহা হইলে মানবসমাজ বিধ্বস্ত হইবে,—সমাজের গ্রন্থনসূত্র সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইবে,—উচ্ছৃঙ্খলা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্ধকারের আবর্ত্তচক্রের মধ্যে উন্মাদের মত ঘূর্ণনৃত্যে নৃত্য করিবে;—এবং সংসার এক ত্রিলোকভয়ঙ্কর হাহাকার রবে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। আমরা নিজ নিজ ঘটিকাযন্ত্রকে বিকল ও বিকৃত করিয়া রাখিলে, তাহাতেও কিছুকাল সময়ের এক প্রকার গতিবোধ হইতে পারে; কিন্তু সেই অসাময়িক সময়ের সহিত বিশ্বব্যাপি সময়ের কোন রূপ মেল থাকিবে না। আমরা আপনা হইতে ইচ্ছা করিয়া আপনার চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক এই জগৎকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন মনে করিতে পারি। কিন্তু জগতের চন্দ্র সূর্য্য সে জন্য নিভিয়া যাইবে না, জগদ্‌যন্ত্রের অবিরামপ্রবাহিত নিয়মগতিও সে জন্য মুহূর্ত্তের তরে নিরুদ্ধ রহিবে না। আমরা অজ্ঞান ও অবিদ্যার আশ্রয় লইয়া বুদ্ধিবৃত্তির বিলোপ এবং প্রকৃতির বিকার সাধনে যত্ন পাইতে পারি; কিন্তু ঐরূপ বিকৃতিতেই মনুষ্যত্বের প্রকৃত লোপ। আমরা অনীতির আশ্রয় লইয়া অন্যদীয় সুখশান্তি ও স্বত্বাধিকার এবং ন্যায় ও পবিত্রতাকেও ক্ষণকালের জন্য পাদতলে দলন করিতে

পারি। কিন্তু যখন আমরা স্বয়ং অন্যকর্ত্তৃক ঐরূপ অন্যায়ভাবে বিদলিত হই,—যখন অন্যে আসিয়া আমাদিগের ন্যায্য স্বত্ব ও ন্যায্য অধিকারের উপর আসুরিক বলে আক্রমণ করে, তখন হা ধর্ম্ম এই বিশ্বাসই আমাদিগের হৃদয়ের বিলাপ। জ্বলনোন্মুখ প্রদীপ ও নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা উভয়ই একবার প্রখর দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু একটির দীপ্তি তিমির নাশ করে, আর একটি নিমেষ পরেই নিভিয়া যায়। স্বাস্থ্যের সঞ্জীবনী স্ফূর্ত্তি ও রোগের প্রমাদিনী গতি এই উভয়ই ক্ষণকালের তরে সমানশক্তি প্রদর্শন করে। কিন্তু একটির পর দীর্ঘ জীবন, আর একটির পর জীবনের লয়। উষা ও প্রদোষে আকৃতির কিয়ৎপরিমিত সাদৃশ্য থাকিলেও, উষার পর প্রফুল্লজ্যোতিঃ, প্রদোষের পর অন্ধকার।